বাংলাদেশে এলজিবিটি

এজেন্ডার নেপথ্যে কারা?

আসিফ আদনান

বাংলাদেশে এলজিবিটি

এজেন্ডার নেপথ্যে কারা?

আসিফ আদনান

প্রচ্ছদ

নাসিম আহমাদ

সম্পাদনা

নাসিম আহমাদ

প্রকাশকালঃ
২০ শাবান ১৪৪৬ হিজরী
১৮ ফেব্রুয়ারী ২০২৫ ঈসায়ী

প্রকাশনায়ঃ

LAST ERA Analysis

কপিরাইট © কোনোরকম পরিবর্তন এবং ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ছাড়া যেকেউ প্রিন্ট করতে পারবেন।

সূচিপত্র

- ➤ ভূমিকা ০৪
- ➤ এইডস প্রতিরোধ ও যৌন স্বাস্থ্য ০৭
- ➤ ‘স্বাস্থ্য সেবা’ থেকে ‘অধিকার’ – যৌন অধিকার, যৌন সংখ্যালঘু, যৌন বৈচিত্র্য ১৬
- ➤ প্রকাশ্যে এলজিবিটি অ্যাক্টিভিজম ৩০
- ➤ ট্রান্সজেন্ডার ও হিজড়া ৪৬
- ➤ ট্রান্সজেন্ডারবাদ আইন, পাঠ্যপুস্তক এবং যৌন শিক্ষা ৬১

ওয়েবসাইট থেকে পড়তে,

ভূমিকা- https://chintaporadh.com/behind-the-curtain

এইডস প্রতিরোধ ও যৌন স্বাস্থ্য-

https://chintaporadh.com/behind-the-curtain-1

‘স্বাস্থ্য সেবা’ থেকে ‘অধিকার’ – যৌন অধিকার, যৌন সংখ্যালঘু, যৌন বৈচিত্র্য-
https://chintaporadh.com/behind-the-curtain-2

প্রকাশ্যে এলজিবিটি অ্যাক্টিভিসম-

https://chintaporadh.com/behind-the-curtain-3

ট্রান্সজেন্ডার ও হিজড়া-

https://chintaporadh.com/behind-the-curtain-4

ট্রান্সজেন্ডারবাদ আইন,পাঠ্যপুস্তক এবং যৌন শিক্ষা-
https://chintaporadh.com/behind-the-curtain-5

ভূমিকা

বাংলাদেশে বিকৃত যৌনতার স্বাভাবিকীকরণের কার্যক্রম শুরু হয় নব্বইয়ের দশকের শেষ দিকে। পঁচিশ বছরের বেশি সময় ধরে নানান আঙ্গিকে কাজ কর্ম চলছে। মূল আলোচনাতে যাবার আগে, একটা সামারি দিয়ে দেই, বাংলাদেশে যতো ধরনের এলজিবিটি কর্মকান্ড হয়েছে সবগুলোর মধ্যে নিচের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে।

বিদেশী কানেকশনঃ বাংলাদেশে এলজিবিটি আন্দোলনের প্রতিটি ধাপে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলঃ

● পশ্চিমা ফান্ডিং,

● আন্তর্জাতিক সংস্থা ও এনজিও,

● আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক এলজিবিটি নেটওয়ার্ক,

● দেশীয় এনজিও।

শব্দজাদুঃ বাংলাদেশে সরাসরি এলজিবিটি বা সমকামী শব্দটা ব্যবহার করে কাজ করা কঠিন তাই এখানে শুরু থেকে কাজ হয়েছে বিভিন্ন অপরিচিত শব্দ, পরিভাষা এবং অ্যাক্রোনিমের (একাধিক শব্দের একত্রিত সংক্ষিপ্ত রূপ) আড়ালে। যেমন,

● যৌন স্বাস্থ্য,

● MSM (Men Who Have Sex With Men/ এমন পুরুষ যে অন্য পুরুষের সাথে যৌনতায় লিপ্ত হয়)

● Gender Identity (মনস্তাত্ত্বিক লিঙ্গ পরিচয়)

● SRHR (Sexual and Reproductive Health and Rights/যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার)

● **SOGI (sexual orientation** (যৌন রুচি), **gender identity/**মনস্তাত্ত্বিক লিঙ্গ পরিচয়)

● **SOGISEC (sexual orientation, gender identity, gender expression and sex characteristic)**

● যৌন সংখ্যালঘু ● যৌন অধিকার

● যৌন বৈচিত্র্য ● বৈচিত্র্যময় লিঙ্গ পরিচয়

● **CSE (Comprehensive Sexuality Education/**যৌনতা সম্পর্কিত বিস্তারিত শিক্ষা)

● ট্রান্সজেন্ডার (শারীরিকভাবে সুস্থ পুরুষ যে নারী সাজে, অথবা শারীরিকভাবে সুস্থ নারী যে পুরুষ সাজে)

আপাতভাবে পার্থক্য থাকলেও এই সব কথাবার্তার মূল বক্তব্য এক, অবাধ ও বিকৃত যৌনতা এবং ইচ্ছেমতো নিজের পরিচয় বেছে নেয়ার বৈধতা ও সামাজিকীকরণ। প্রথম দেখায় অনেক জটিল মনে হলেও এগুলো সহজে বোঝার একটা উপায় আছে।

যখনই এধরনের আলোচনায় ‘অধিকার’ শব্দটা আসবে, বুঝবেন এখানে বিকৃত যৌনকর্মের বৈধতা দেয়ার কথা বলা হচ্ছে। যেমন,

● যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার = বিকৃত যৌনতার অধিকার

যখনই ‘বৈচিত্র্য’ শব্দটা আসবে, বুঝবেন এখানে বিকৃতির কথা বলা হচ্ছে। যেমন,

● বৈচিত্রময় যৌন পরিচয় = সমকামী বা উভকামী

● বৈচিত্রময় যৌন রুচি = বিকৃত যৌনতা

● বৈচিত্রময় লিঙ্গ পরিচয় = নারী সাজা পুরুষ বা পুরুষ সাজা নারী

পর্যায়ক্রমিক অগ্রগতিঃ বাংলাদেশে এলজিবিটি আন্দোলনের কৌশল হল ধাপে ধাপে আগানো। প্রতি ধাপে তাঁরা নীতিনির্ধারক এবং আমলাদের ছোট ছোট কিছু পদক্ষেপ নিতে প্ররোচিত বা প্রভাবিত করে। এ পদক্ষেপগুলো এমন যে আলাদাভাবে খুব একটা চোখে পড়ার মতো না, কিন্তু দিন শেষে ধাপে ধাপে অনেকদূর এগিয়ে যাওয়া যায়।

মিডিয়া, সুশীল সমাজ, বামপন্থীঃ মোটামুটি শুরু থেকে বাংলাদেশের মিডিয়া, সুশীল সমাজ এবং বামপন্থীরা এলজিবিটি এজেন্ডা বাস্তবায়নে সক্রিয় বা সহযোগী হিসেবে কাজ করে গেছে। প্রথমে ব্যাপারটা একটু অদ্ভূত মনে হতে পারে। আদর্শিকভাবে, কিংবা অন্তত মুখ রক্ষার জন্য হলেও এলজিবিটি আন্দোলনের মতো একটা সাম্রাজ্যবাদী প্রকল্পের বিরোধিতা বাংলাদেশের বামপন্থীদের করা উচিৎ ছিল। তারা সেটা করেনি, উলটো সহযোগী হয়েছে। একটু খতিয়ে দেখলে এ ব্যাপারটাকে আর অদ্ভূত মনে হয় না।

এলজিবিটি এজেন্ডার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে বৈশ্বিক এনজিও নেটওয়ার্ক। আর বাংলাদেশের সুশীল, প্রগতিশীল ও বামপন্থীদের বড় একটা অংশ যেহেতু এনজিও-জীবি, তাই বিরোধিতার কোন ইচ্ছা থেকে থাকলেও তা ডলারের প্রকোপে মুছে গেছে। এছাড়া প্রগতিশীল চিন্তাধারা বিশ্বাসগত বা আকীদাহগতভাবেই পশ্চিম থেকে আসা যেকোন মতবাদকে বিনা প্রশ্নে অন্ধভাবে গ্রহণ করে নেয়। ক্রিটিকালি যাচাই করে না।

চার পর্যায়ঃ আলোচনার সুবিধার জন্য বাংলাদেশে এলজিবিটি আন্দোলনের ইতিহাসকে আমি চার পর্যায়ে ভাগ করেছি।

প্রথম পর্যায়ঃ ‘এইডস প্রতিরোধ ও যৌন স্বাস্থ্য’

দ্বিতীয় পর্যায়ঃ ‘গবেষণা এবং যৌন অধিকার, যৌন সংখ্যালঘু, যৌন বৈচিত্র্য’

তৃতীয় পর্যায়ঃ ’সমকামী অধিকার’

চতুর্থ পর্যায়ঃ ’যৌন শিক্ষা ও ট্রান্সজেন্ডার’

তবে প্রতি ক্ষেত্রে যে এক পর্যায় শেষ হবার পর নতুন আরেক পর্যায় শুরু হয়েছে, ব্যাপারটা তা না। আন্দোলনগুলোর ইতিহাস সাধারণ এমন পরিপাটিভাবে আগায় না। বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে ওভারল্যাপ থাকে। এখানেও আছে। যেমন হিজড়াদের ট্রান্সজেন্ডার নাম দিয়ে নানা কার্যক্রম শুরু হয় ২০০০ সালেই। এই অর্থে ট্রান্সজেন্ডারবাদ নিয়ে বাংলাদেশে কাজ চলছে বিশ বছরের বেশি সময় ধরে। তবে প্রকৃত অর্থে ট্রান্সজেন্ডারবাদকে গুরুত্ব দিয়ে এগিয়ে নেয়ার ব্যাপারটা শুরু হয় ২০১৩ এর পর। তাই ট্রান্সজেন্ডারবাদকে আমি চতুর্থ পর্যায়ে রেখেছি।

এই শ্রেনীবিভাগ বোঝার এবং আলোচনার সুবিধার জন্য, কেউ চাইলে অন্য কোন ভাবেও শ্রেনীবিভাগ করতে পারেন।

এইডস প্রতিরোধ ও যৌন স্বাস্থ্য

নব্বইয়ের দশকে আমেরিকাসহ বিভিন্ন পশ্চিমা দেশের পাশাপাশি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং জাতিসংঘের মতো আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো এইডস মহামারীকে বৈশ্বিক সংকট হিসেবে চিহ্নিত করে। এইডস মোকাবেলায় সরকারি বেসরকারি এবং আন্তর্জাতিক খাত থেকে আসে প্রচুর ফান্ড।

এই অর্থের উল্লেখযোগ্য একটা অংশ যায় এইডস সচেতনতা এবং এইডস রোগীদের নিয়ে কাজ করা এনজিওগুলোর কাছে।

আর পশ্চিমা বিশ্বে, যেখানে এইডস মহামারী শুরু, এইডস নিয়ে কাজ করা অধিকাংশ সংগঠন কোন না কোনভাবে সমকামী আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিল। অনেক ক্ষেত্রে একই লোক একাধিক সংগঠনের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করতো।[1] ফলে এইডস মোকাবেলায় আসা ফান্ডিংয়ের উল্লেখযোগ্য একটা অংশ পৌছে গেল সমকামী অ্যাক্টিভিস্ট নেটওয়ার্কের কাছে।

ফান্ডিংয়ের সাথে সাথে বাড়লো তাদের প্রভাব। সবচেয়ে বেশি এইডস ঝুকিতে থাকা জনগোষ্ঠী হিসেবে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিষদের (ECOSOC)

[1] Bernstein, Mary. "Identity politics." Annu. Rev. Sociol. 31 (2005), 560

এর উপদেষ্টা পদও পেয়ে গেল কিছু কিছু সমকামী সংগঠন।[2] জাতিসংঘের মাধ্যমে বিকৃত যৌনতার অধিকারের আলাপ তারা তুলতে শুরু করলো আন্তর্জাতিক পর্যায়েও। এভাবে গড়ে ওঠলো এলজিবিটি আন্দোলনের বৈশ্বিক প্রভাব ও বিস্তৃতি।

এইডস মহামারীর আরেকটা অপ্রত্যাশিত প্রভাব ছিল। প্রাচ্যের অধিকাংশ দেশে সমকামিতার ব্যাপারে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত নেতিবাচক। কিন্তু সমকামিতাকে ঘৃন্য অপরাধ মনে করা হলেও এইডস সংক্রান্ত উদ্যোগে এসব দেশের সরকারের পক্ষ থেকে সরাসরি সাহায্য পাওয়া যায়।[3] আর এর মাধ্যমে সমকামী সংগঠনগুলো কাজ করার সুযোগ পায় এসব দেশে। এভাবে গড়ে ওঠে প্রভাবশালী নেটওয়ার্ক। বাংলাদেশেও এভাবেই শুরু হয় এলজিবিটি আন্দোলনের কার্যক্রম।

নব্বইয়ের দশকের শেষ দিকে বেশ কিছু দেশী ও বিদেশী এনজিও ‘এইডস প্রতিরোধ’-এর ব্যানারে বাংলাদেশে কাজ করতে শুরু করে। স্বাভাবিকভাবেই সেই সময় (এবং এখনও) বাংলাদেশে এইডস আক্রান্তদের প্রায় সবাই ছিল সমকামী অথবা ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে ড্রাগ ব্যবহারকারী। কাজেই এইডস নিয়ে কাজ করা কার্যত ছিল সম লিঙ্গের সাথে যৌনতায় লিপ্ত পুরুষদের নিয়ে কাজ করা। তবে সমাজের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির কথা বিবেচনা করে জনপরিসরে এনজিওগুলো সরাসরি সমকামী বা হোমোসেক্সুয়াল শব্দ ব্যবহার না করে MSM ব্যবহার করে। MSM হলো Men who have sex with men (এমন পুরুষ যে অন্য পুরুষের সাথে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হয়) এর সংক্ষিপ্ত রূপ।

শিবানন্দ খান ও বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটিঃ

নব্বইয়ের দশকের শুরুর দিকে উপমহাদেশে এলজিবিটি নেটওয়ার্ক তৈরিতে আগ্রহী হয়ে ওঠে ভারতীয় সমকামী অ্যাক্টিভিস্ট শিবানন্দ খান। ছোটবেলা থেকে ব্রিটেনে পড়াশোনা করা শিবানন্দ খানের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ছিল সমকামী অ্যাক্টিভিসমে। ব্রিটেনে

---

[2] International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA) - ১৬০টিরও বেশি দেশ মিলিয়ে মোট ১৭০০টিরও বেশি সংস্থার সাথে কাজ করা এই এনজিও জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের উপদেষ্টার পদমর্যাদা উপভোগ করে।

[3] Bernstein, ‘Identities and Politics’, 558

থাকা অবস্থায় সেখানকার দক্ষিণ এশীয় সমকামী নারী ও পুরুষদের নিয়ে **'শক্তি'** নামে একটি সংগঠনও তৈরি করেছিল সে।[4]

শিবানন্দ খান

শিবানন্দ খান, 'শক্তি'

[4] Remembering Shivananda Khan, APCOM's founder on Human Rights Day, Dennis Altman , https://www.apcom.org/remembering-shivananda-khan-apcoms-founder-on-human-rights-day-2/

উপমহাদেশে এলজিবিটি নিয়ে কাজ করার জন্য শিবানন্দ নায ফাউন্ডেশন (NAZ Foundation International) নামে এনজিও তৈরি করে।[5] দেশে দেশে ঘুরে শুরু করে নেটওয়ার্ক তৈরির কাজ, আসে বাংলাদেশেও। শিবানন্দের উৎসাহে সমকামী পুরুষদের ‘ যৌন স্বাস্থ্যসেবা’ ও ‘সচেতনতা বৃদ্ধ’র লক্ষ্যকে সামনে রেখে ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশে তৈরি হয় বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। প্রতিষ্ঠানটি সরকারী রেজিস্ট্রেশন পায় ১৯৯৭ সালে।[6]

গবেষক আদনান হোসেইনের দেয়া তথ্য অনুযায়ী নায ফাউন্ডেশনের পাশাপাশি শুরুতে বন্ধু-কে সহায়তা করেছিল ফ্যামিলি হেলথ ইন্টারন্যাশনাল নামে একটি আমেরিকান এনজিও।[7] অন্যদিকে বন্ধু-র ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী ৯৬-এ শিবানন্দ খান যে প্রকল্প নিয়ে বাংলাদেশে এসেছিল সেটাতে সহায়তা দিচ্ছিল আমেরিকার ফোর্ড ফাউন্ডেশন।[8]

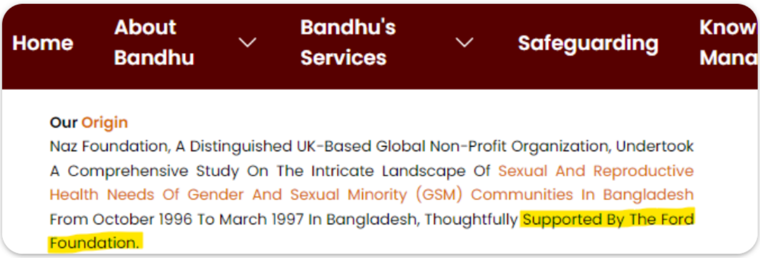

[5] https://www.naz.org.uk/who-we-are#
https://queerbio.com/wiki/index.php/Shivananda_Khan

[6] https://www.bandhu-bd.org/about-bandhu , Bandhu Social Welfare Society (BSWS), Annual Report 2021, p. 10

[7] Hossain, A. "Bangladesh: Review of LGBT situation in Bangladesh." The Greenwood Encyclopedia of LGBT Issues Worldwide (2010): 333-346.

[8] https://www.bandhu-bd.org/about-bandhu

নায ফাউন্ডেশনের এ প্রকল্পে প্রজেক্ট অ্যাসোসিয়েট হিসেবে কাজ করেছিল বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতারা।[9]

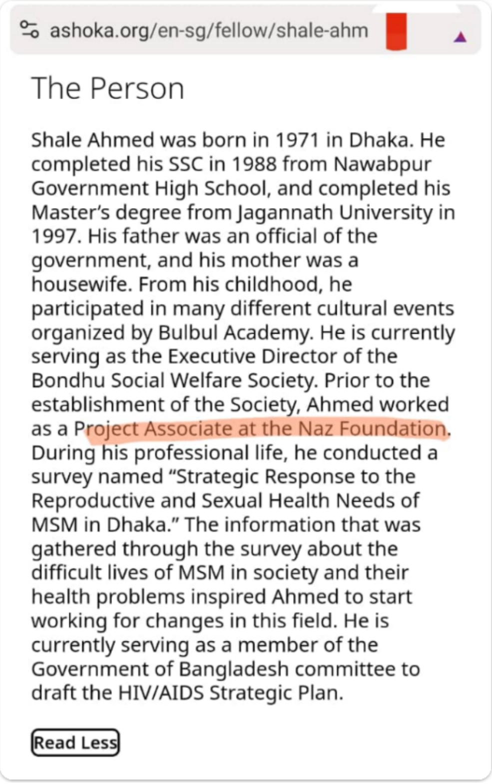

উপরের ছবিটি ভারতের অশোকা ফাউন্ডেশনের সাইটে প্রকাশিত প্রবন্ধ থেকে।[10] অর্থাৎ শুরু থেকেই বাংলাদেশে এলজিবিটি আন্দোলন আমদানী করা হয়েছিল বিদেশী, বিশেষ করে পশ্চিমা শক্তিগুলোর মদদে, সাথে ছিল ভারতীয় কানেকশন।

---

[9] Prior to the establishment of the Society, Ahmed worked as a Project Associate at the Naz Foundation. During his professional life, he conducted a survey named "Strategic Response to the Reproductive and Sexual Health Needs of MSM in Dhaka."

https://www.ashoka.org/en-sg/fellow/shale-ahmed
https://www.thedailystar.net/news-detail-80569

[10] https://www.ashoka.org/en-sg/fellow/shale-ahmed

পরবর্তীতে এই প্যাটার্ন বারবার আমরা দেখতে পাবো।

বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি-র এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টরের এক সাক্ষাতকার থেকে এনজিও-টি গড়ে ওঠার প্রেক্ষাপট সম্পর্ক জানা যায়। সাক্ষাতকারে বন্ধুর এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর বলেছে,

- *"শিবের সাথে আমার প্রথম দেখা ১৯৯৬ সালে। সে তখন বাংলাদেশে পুরুষদের সাথে যৌন সম্পর্ক করা পুরুষদের যৌনতা, যৌন স্বাস্থ্য, এইচআইভি (HIV) এবং সামগ্রিক পরিস্থিতি মূল্যায়নের জন্য বাংলাদেশ সফর করছিল। আনিসুল ইসলাম হিরো, বন্ধু-র বর্তমান চেয়ারপারসন, ওর (শিবানন্দ) সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দেয়। শিব নায ফাউন্ডেশনে কাজ করতো, আর আনিসুল ছিল নায ফাউন্ডেশনের প্রধানের বন্ধু..."*

- *সেই সময় বাংলাদেশের এমএসএম (MSM) সম্প্রদায় যৌনবাহিত রোগ এবং যৌন স্বাস্থ্য নিয়ে গুরুতর সমস্যায় ভুগছিল। আমার মনে আছে আমি শিবের সাথে এমএসএম সম্প্রদায়ের যৌন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত দুরবস্থা নিতে কথা বলেছিলাম। শিব তখন এই কমিউনিটির জন্য কাজ করা আইডিয়া দিল...*

- *আমার জন্য শিব ছিল শিক্ষকের মতো, গুরুর মতো। আমি তখন কেবলই একজন ছাত্র। মাত্র মাস্টার্স শেষ করেছি। এনজিও, কিংবা সিএসও (সিভিল সোসাইটি অর্গানাইযেইশান) নিয়ে, কিভাবে এই সিস্টেমগুলো কাজ করে এবং এরকম অন্যান্য বিষয় নিয়ে আমার কোন ধারণা ছিল না। এ সব কিছু শিব আমাকে শিখিয়েছে। এমনকি আমার মনে আছে প্রফেশনাল ইমেইল কিভাবে লিখতে হয়, সেটাও আমি শিখেছি শিবের কাছে। আমি এটা বলতে পারি যে আমি আজ যা কিছু হয়েছি তার পুরোটাই শিবের জন্য।*[11]

---

[11] I remembered him often saying, "I feel proud to be a part of history. We are working against the stigma, against the odds." Shale Ahmed, Executive Director, Bandhu Social Welfare Society (Bandhu)

https://www.apcom.org/i-feel-proud-to-be-a-part-of-history/

উল্লেখ্য এই সাক্ষাতকারটি নিয়েছে অ্যাপকম নামের একটি এনজিও। এমন অ্যাপকমেরও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হল শিবানন্দ খান।[12]

শিবানন্দ খান ও তার বন্ধু-রা

যেহেতু বিকৃত যৌনতায় লিপ্ত পুরুষদের এইডস (AIDS) আক্রান্ত হবার আশংকা সবচেয়ে বেশি, তাই এইডস মহামারী প্রতিরোধের অংশ হিসেবে সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয়ের সাথে সহজেই বন্ধু-র মতো এনজিওগুলো কাজ করার সুযোগ পায়। এই সময়টাতে কেয়ার বাংলাদেশ (CARE Bangladesh) এর সহযোগী হিসেবেও কাজ করতে শুরু করে বন্ধু। পরবর্তী কয়েক বছরে বন্ধু ফান্ডিং পায় ইউএসএইড (USAID), নেদারল্যান্ডের দূতাবাস এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন বিভাগ (DFID) থেকে।[13]

---

[12] Remembering the Legacy of Shivananda Khan (1948 – 2013), the Founder of APCOM, https://www.apcom.org/remembering-legacy-shivananda-khan-1948-2013-founder/

[13] "Around the same time, The Society was accepted as a partner of Care Bangladesh; and later, through the support of USAID, The Netherlands Embassy and DFID, the Society was able to expand its work to different areas of the country."

https://www.ashoka.org/en-sg/fellow/shale-ahmed

অল্প সময়ের মধ্যে দেশের বিভিন্ন বিভাগে ছড়িয়ে পড়ে তাদের কার্যক্রম। কিছুদিনের মধ্যে সমকামী পুরুষদের জন্য ড্রপ ইন সেন্টার (ডিআইসি) নামে ওয়ান স্টপ ক্লিনিক খোলে বন্ধু এবং অন্যান্য এনজিওগুলো। মেডিকাল চেকআপের পাশাপাশি সমকামীদের 'নিরাপদ' পায়ুসঙ্গমের জন্য বিনামূল্যে কনডম এবং লুব্রিকেন্ট বিতরণ করা হয় এসব সেন্টারে।

এছাড়া যৌন সঙ্গী খুজতে এবং নেটওয়ার্কিংয়ের জন্য নিয়মিত এসব ক্লিনিকে আসা যাওয়া শুরু করে সম লিঙ্গের সাথে যৌনতায় লিপ্ত পুরুষরা। অনেক ড্রপ ইন সেন্টার সমকামী পুরুষদের একত্রে নাচগান এবং ক্রসড্রেসিং (নারী সাজা) এর মতো কাজের জন্য ব্যবহৃত হতে শুরু করে।[14]

অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে যৌন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য তৈরি হলেও এই সেন্টারগুলো প্রচারণা, গণসংযোগ, নেটওয়ার্কিং এবং বিকৃতি চর্চার কেন্দ্র হয়ে উঠে। পৃথিবীর অন্যান্য আরও অনেক দেশের মতো বাংলাদেশেও এধরণের এনজিও গুলোর অফিস,

'...কেবল যৌন উত্তেজক কাজকর্ম না, বরং কমিউনিটি তৈরির স্থান হিসেবেও কাজ করে'।[15]

এসময় আইসিডিডিআরবি-র মতো প্রতিষ্ঠানগুলোও সমকামীদের যৌনতা ও যৌন স্বাস্থ্য নিয়ে জনপরিসরে আলাপ তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ২০০০ সাল থেকে হিজড়া সম্প্রদায়কে নিয়েও কাজ করে শুরু করে কেয়ার বাংলাদেশ এবং বন্ধু-র মতো প্রতিষ্ঠানগুলো। পরবর্তীতে ট্রান্সজেন্ডারবাদ এর প্রচারের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। তবে সে আলোচনাতে আমরা যাবো আরেকটু পর।

---

[14] Hossain, Adnan. "Section 377, same-sex sexualities and the struggle for sexual rights in Bangladesh." Austl. J. Asian L. 20 (2019): 115.

[15] **[14]** Hossain, Adnan. "Section 377,

Wilson, Ara. "NGOs as erotic sites." Development, sexual rights and global governance 29 (2010): 86.

Hall, Kira. "Intertextual sexuality." Journal of Linguistic Anthropology 15, no. 1 (2005): 125-144.

২০০৭ সাল নাগাদ আইনী ও প্রশাসনিক সমস্যার ক্ষেত্রে সমকামী ও হিজড়াদের সহায়তা করার জন্য ছয় জেলায় উকিলদের গ্রুপ তৈরি করে বন্ধু। এই উদ্যোগেরও অর্থায়ন আসে পশ্চিম থেকে।[16] বর্তমানে বন্ধু বাংলাদেশের ত্রিশটির বেশি জেলায় কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ১৯৯৭ থেকে শুরু করে গত সাতাশ বছরে প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন ড্রপ ইন সেন্টারের মাধ্যমে ৫০ লাখেরও বেশি কন্ডম এবং লুব্রিকেন্ট বিতরণ করেছে সমকামীদের মধ্যে।[17] পাশাপাশি ভূমিকা রেখেছে সমকামীদের নেটওয়ার্ক গড়ে তোলায়।

এভাবে শুরু হয় বাংলাদেশে এলজিবিটি আন্দোলনের প্রথম ধাপ। নায ফাউন্ডেশন পরবর্তীতে ভারতীয় আদালতে সেকশন ৩৭৭-কে চ্যালেঞ্জ করবে। দীর্ঘদিন রোগে (এইডস?) ভোগার পর শিবানন্দ খান মারা যাবে ২০১৩ সালে। অনেকে বলবে শিবানন্দ আত্মহত্যা করেছিল।[18] অন্যদিকে ১৯৯৬ সালে কাজ শুরু করার অল্প কয়েক বছরের মধ্যে বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার পরিণত হবে সমকামীদের নিয়ে কাজ করা বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠানে।

---

[16] Hossain, Adnan. "Section 377

[17] A tale of two decades 20-year achievements leading to impacts 1996-2016, Bandhu Social Welfare Society , Executive Summary, p 8

[18] Khan himself faced declining health, and it is believed he died by committing suicide at this home. https://queerbio.com/wiki/index.php/Shivananda_Khan#Birth_-_Death

স্বাস্থ্য সেবা থেকে অধিকার - যৌন অধিকার,যৌন সংখ্যালঘু, যৌন বৈচিত্র্য

বাংলাদেশে এলজিবিটি অ্যাক্টিভিসমের প্রথম দশ বছর কাজক্রম চলে 'এইডস প্রতিরোধ' আর 'যৌন স্বাস্থ্য সেবা'র ব্যানারে। পরিবর্তন আসতে শুরু করে ২০০৬/০৭ এর দিকে। এ সময় থেকে সেবা প্রদানের পাশাপাশি সমকামীদের 'যৌন সংখ্যালঘু' হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের 'যৌন অধিকার' এর দাবি নিয়ে আলাপ তৈরি করা হয়। বলা বাহুল্য এখানে অধিকার দেয়া বলতে বিকৃত যৌনতার স্বাভাবিকীকরণ এবং বৈধতার কথা বলা হচ্ছে।

যৌন স্বাস্থ্য এবং এইডস সচেতনতার ব্যানার থেকে বের করে এনে বিকৃত যৌনতার প্রশ্নকে অধিকারের আলাপ হিসেবে তুলে ধরার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে ব্র্যাক। বিশেষ করে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের জেইমস পি গ্র্যান্ট স্কুল অফ পাবলিক হেলথ। **Section 377, same-sex sexualities and the struggle for sexual rights in Bangladesh,** শিরোনামের নিবন্ধে গবেষক আদনান হোসেইন মন্তব্য করেছেন,

"সেবা প্রদানের মডেল থেকে সরে এসে যৌন অধিকারের ব্যাপারে জনপরিসরে আলাপ তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রনী ভূমিকা রাখে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের জেইমস পি গ্র্যান্ট স্কুল অফ পাবলিক হেলথ-এর প্রচেষ্টাগুলো।[19]

সমকামী অধিকার নিয়ে ব্র্যাকের এই সময়কার কার্যক্রমের বিস্তারিত বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে ২০১১ সালে প্রকাশিত **Creating A Public Space And Dialogue On Sexuality And Rights: A Case Study From Bangladesh** নামের নিবন্ধে।[20] এ নিবন্ধের লেখকরা সবাই ব্র্যাকের জেইমস পি গ্র্যান্ট স্কুল অফ

---

[19] Hossain, Adnan. "Section 377, same-sex sexualities and the struggle for sexual rights in Bangladesh." Austl. J. Asian L. 20 (2019): 115

[20] Rashid, Sabina Faiz, Hilary Standing, Mahrukh Mohiuddin, and Farah Mahjabeen Ahmed. "Creating a public space and dialogue on sexuality and rights: a case study from Bangladesh." Health Research Policy and Systems 9, no. 1 (2011): 1-9.

পাবলিক হেলথ-এর শিক্ষক ও গবেষক হিসেবে কার্যরত ছিলেন অথবা আছেন। এই নিবন্ধ থেকেই তাদের কার্যক্রমের বিবরণ দেখবো আমরা। প্রাসঙ্গিক কিছু অংশ আমি অনুবাদ করে দিচ্ছি, তবে আমি জোরালো অনুরোধ থাকবে, যাদের পক্ষে সম্ভব তারা যেন মূল প্রতিবেদনটি খুটিয়ে খুটিয়ে পড়েন।

সূচনাঃ

Creating A Public Space And Dialogue On Sexuality And Rights: A Case Study From Bangladesh শিরোনামের নিবন্ধের লেখকদের ভাষ্য অনুযায়ী, ২০০৫ সালে সমকামী অধিকার নিয়ে যুক্তরাজ্যে আয়োজিত এক গবেষণা কনসোর্টিয়ামে অংশগ্রহণ করার পর বাংলাদেশেও এ ধাচে কাজ করতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন তারা। আবারও সেই পশ্চিমা কানেকশন। সমকামীতাসহ অন্যান্য বিকৃত যৌনতা নিয়ে (তাদের ভাষায় 'যৌন বৈচিত্র্য' নিয়ে) সমাজে আলাপ তোলার জন্য ২০০৭ থেকে ব্র্যাক বিভিন্ন মিটিং, ওয়ার্কশপ এবং মতবিনিময় সভার আয়োজন করতে শুরু করে। বিষয়টাকে তারা উপস্থাপন করে মানবাধিকারের কাঠামোতে ফেলে। সমকামীতার সামাজিকীকরণের প্রচেষ্টাকে বলা হয় 'যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার' **(Sexual And Reproductive Health & Rights -SRHR)** নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা। ব্র্যাকের গবেষকদের ভাষায়,

Context, institutions and actors

The international and national contexts for sexual health and rights have been described briefly in the background section. The specific impetus to push this agenda forward came from an initial international meeting on this topic at the Institute of Development Studies in the UK in 2005. The first author, inspired by this and after returning to Dhaka, took the first step of locating interested persons and holding a small local workshop in January 2007. In the current climate in Bangladesh, sexual rights of minorities are severely undermined by the

ছবি[21]

"এই এজেন্ডাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার সুনির্দিষ্ট অনুপ্রেরণা আসে ২০০৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ইন্সটিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিসে আয়োজিত একটি আন্তর্জাতিক সভা থেকে। (এ নিবন্ধের) প্রথম লেখক এতে অনুপ্রাণিত হন এবং ঢাকায় ফিরে আসার পর আগ্রহী ব্যক্তিদের খুঁজে বের করতে প্রথম পদক্ষেপ নেন। ২০০৭ এর জানুয়ারিতে একটি ছোট স্থানীয় ওয়ার্কশপ আয়োজন করেন তিনি।'

মোট ত্রিশ জনের মতো গবেষক, সমকামী, এবং অ্যাকটিভিস্ট অংশগ্রহণ করে। আলোচনা হয় বাংলাদেশে সমকামীতা ও অন্যান্য বিকৃত যৌনতার সামাজিকীকণের কাজকে এগিয়ে নেয়ার সম্ভাব্য পদ্ধতি নিয়ে। নিবন্ধের ভাষ্যমতে,

Page 4 of 9

and brainstormed on how one could move the agenda forward. From this meeting there was a realization that despite the silence, there was much enthusiasm and support for moving sexuality discussions out into the public arena. This was a crucial turning point as many of the participants at this initial meeting identified colleagues, friends, NGOs, and other stakeholders in Bangladesh and abroad working on and promoting sexuality and rights. The team perceived that there was an urgent need for a broader approach and conversation about sexuality and rights in the larger community.

Rashid et al, Creating...

'এই মিটিং থেকে উপলব্ধি ছিল যে নীরবতা সত্ত্বেও যৌনতার আলোচনাকে জনপরিসরে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে অনেক উৎসাহ ও সমর্থন ছিল।'

এই ওয়ার্কশপটির ফান্ডিং করে ব্রিটেনের DFID (Department of International Development), ওয়ার্কশপের বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত

---

[21] Rashid, Sabina Faiz, Hilary Standing, Mahrukh Mohiuddin, and Farah Mahjabeen Ahmed. "Creating a public space and dialogue on sexuality and rights: a case study from Bangladesh." Health Research Policy and Systems 9, no. 1 (2011): 1-9.

একটি প্রতিবেদন ব্রিটেনের সরকারী সাইটে বিদ্যমান আছে।[22]

> Acknowledgements
>
> We acknowledge the financial support of (Grant HD4) provided by the UK Department for International Development (DFID) for the Realising Rights Research Programme Consortium. This document is an output from a project funded by DFID for the benefit of developing countries. The views expressed are not necessarily those of DFID.

তথ্যসূত্র: ব্রিটেনের সরকারী ওয়েবসাইটে সংরক্ষিত ওয়ার্কশপের সামারি রিপোর্টের পিডিএফ[23]

> Dr. Rashid introduced the first speaker, Dr. Hilary Standing, a Research Fellow from the Institute of Development Studies (IDS) University of Sussex, England; and Director of the Research Programme Consortium (RPC) on Realizing Rights: Improving Sexual and Reproductive Health for Poor and Vulnerable Populations, a DFID funded project, which also sponsored this workshop.

প্রাগুক্ত

প্রাগুক্ত

প্রথম ওয়ার্কশপের সাফল্য থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে ছয় মাস পর ২০০৭ এর জুলাইয়ে, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের জেইমস পি গ্র্যান্ট স্কুল অফ পাবলিক হেলথের উদ্যোগে ব্র্যাক সেন্টারে ‘জেন্ডার অ্যান্ড সেক্সুয়ালিটি’ (লিঙ্গ ও যৌনতা) এর ওপর একটি আন্তর্জাতিক কনফারেন্স আয়োজন করা হয়। কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করে যুক্তরাষ্ট্র,

---

[22] https://www.gov.uk/research-for-development-outputs/summary-report-sexuality-and-rights-workshop-january-2007

[23] ওয়ার্কশপের সামারি রিপোর্টের পিডিএফ - https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08ba8ed915d622c000e07/monograph_sexualityrights.pdf

যুক্তরাজ্য, ভারত, পাকিস্তান তুরস্ক, কেনিয়া এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন বক্তা ও অ্যাক্টিভিস্ট। আলোচনা হয় সমকামীদের প্রতি সমাজের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসহ এলজিবিটি সংক্রান্ত নানা বিষয়ে। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যানারে আয়োজিত হবার কারণে এ কনফারেন্স ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পায়। এনজিও, নারীবাদী এবং সমকামী গ্রুপের প্রতিনিধিদের পাশাপাশি এ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে অংশগ্রহণ করে দেশের পলিসিমেকার, সুশীল সমাজ এবং মিডিয়ার সাথে জড়িত বিভিন্ন ব্যক্তি।

> This led to the School of Public Health hosting an international conference on Gender and Sexuality in July 2007 with prominent speakers and activists from Turkey, India, Pakistan, USA, United Kingdom, Kenya and Bangladesh who contributed papers, with over 150 participants attending. The workshop covered a range of topics such as society's prejudices towards minority groups, and issues faced by LGBT members in living in a heterosexually dominated society. As the conference was being held at the BRAC Centre and hosted by the University, this gave the subject matter legitimacy and credibility. We therefore decided to invite a diverse group of policy actors and practitioners (women's groups, activists, researchers, academics, media professionals, students, and health providers, NGOs and gay, lesbian and transgender groups).

Rashid et al, Creating...

"যেহেতু কনফারেন্সটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ব্র্যাক সেন্টারে এবং আয়োজক ছিল ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, তাই (কনফারেন্সের) বিষয়বস্তু বৈধতা এবং গ্রহণযোগ্যতা পায়। আমরা তাই নীতি নির্ধারক এবং প্র্যাকটিশানারদের (নারীবাদী, অ্যাক্টিভিস্ট, গবেষক, একাডেমিক, মিডিয়া প্রফেশনাল, ছাত্র, স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী, এনজিও, সমকামী, লেসবিয়ান এবং ট্রান্সজেন্ডার) বিভিন্ন গ্রুপকে আমন্ত্রন জানানোর সিদ্ধান্ত নেই।

এই কনফারেন্সের অল্প কিছুদিন পর ইন্টারন্যাশনাল উইমেন্স হেলথ কোয়ালিশন (IWHC) নামে একটি এনজিও ব্র্যাকের জেইমস পি গ্র্যান্ট পাবলিক স্কুল অফ হেলথের সাথে যোগাযোগ করে জানায়, তারা বাংলাদেশে 'যৌন অধিকার' সংক্রান্ত কার্যক্রমে অনুদান দিতে আগ্রহী। যুক্তরাষ্ট্রের এই এনজিওটি জাতিসঙ্ঘের পপুলেশন ফান্ড (UNFPA) এবং বিশ্বব্যাংকের সাথে কাজ করে দীর্ঘদিন ধরে। এ প্রতিষ্ঠানের

গভীর সম্পর্ক আছে আমেরিকার রকাফেলার এবং ফোর্ড ফাউন্ডেশনের সাথেও।[24] ইন্টারন্যাশনাল উইমেন্স হেলথ কোয়ালিশন (IWHC) এর দেয়া অনুদানের অর্থ দিয়ে তিনটি কর্মশালা আয়োজন করে ব্র্যাকের গবেষকরা।

এর মধ্যে দুটি ছিল প্রশিক্ষণের জন্য আর তৃতীয়টি ছিল ফলোআপ। প্রশিক্ষণের তিন ধরণের মানুষকে টার্গেট করা হয়,

Soon after the International conference in 2007, the School was approached by the International Women's Health Coalition (IWHC), interested to fund further activities on sexuality and rights in Bangladesh. Two training workshops and a follow up workshop were held with this funding. Three core groups were targeted. One group was academics from outside Dhaka to encourage them to develop sexuality dissemination activities and provide a space for discussions among academics and students outside of Dhaka, who are often overlooked in metropolitan debates. Another group was journalists and advertising agencies to encourage writings on sexuality and discuss representations (and the absence of)

and constructions of sexuality in the media and in advertisements. Currently in Bangladesh, there is nothing written on the diversity of sexualities, or often these issues are biased or misrepresented. The third group was the LGBT community who remain mainly underground, with only some visibility of MSM and transgender groups who work under the umbrella of HIV/AIDS organizations. The idea was to provide non-conforming sexual groups the capacity and space to argue for advocacy, training and build their own agenda to fight for their basic rights.

Rashid et al, Creating...

---

[24] আইডাব্লিউএইচসি-র প্রতিষ্ঠাতা দুইজন, জোঅ্যান ডানলপ (Joan Dunlop) এবং অ্যাড্রিয়েন জার্মেইন (Adrienne Germain)। প্রথম জন এই প্রতিষ্ঠান শুরুর আগে রকাফেলার ফাউন্ডেশনে কাজ করতো। দ্বিতীয় জন কাজ করতো ফোর্ড ফাউন্ডেশনে। আইডাব্লিউএইচসি বিভিন্ন সময়ে রকাফেলার এবং ফোর্ড ফাউন্ডেশনের অনুদানও পেয়েছে।

https://www.fordfoundation.org/work/our-grants/awarded-grants/grantee/international-womens-health-coalition/

● একটি গ্রুপ ছিল ঢাকার বাইরের একাডেমিকরা। যাতে তারা ঢাকার বাইরে যৌনতা প্রচারসংক্রান্ত কার্যক্রম (sexuality dissemination activities) ডেভেলপ করতে উৎসাহিত হন এবং ঢাকার বাইরের একাডেমিক ও ছাত্রদের আলোচনা করার জায়গা করে দেন...

● আরেকটি গ্রুপ ছিল সাংবাদিক এবং বিজ্ঞাপনী সংস্থা। যাতে করে তারা যৌনতা নিয়ে লিখতে উৎসাহিত হন এবং মিডিয়া ও বিজ্ঞাপনে যৌনতার নির্মান এবং উপস্থাপনা (এবং যথাযথ উপস্থাপনার অনুপস্থিতি) নিয়ে আলোচনা করেন...

● তৃতীয় গ্রুপটি ছিল এলজিবিটি সম্প্রদায়, যারা মূলত ছিল আন্ডারগ্রাউন্ড। (বাংলাদেশে) কেবল অল্প কিছু এমএসএম এবং ট্রান্সজেন্ডার গ্রুপ আছে যারা এইচআইভি/এইডস সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর ছত্রছায়ায় প্রকাশ্যে কাজ করে। (তাদের টার্গেট করার) উদ্দেশ্য ছিল এই non-conforming যৌন গ্রুপগুলোকে সক্ষমতা ও জায়গা করে দেয়া, যাতে তারা তাদের মৌলিক অধিকার নিয়ে লড়াই করার জন্যে নিজস্ব এজেন্ডা গঠন, প্রশিক্ষণ, অ্যাডভোকেসি করতে পারে।

অর্থাৎ একদিকে ব্র্যাক একাডেমিক ও মিডিয়ার লোকজনকে এলজিবিটির পক্ষে কথা বলতে উৎসাহিত করছিল, অন্যদিকে সমকামীদের বিভিন্ন সংগঠনকে দিচ্ছিল কাজ করার সুযোগ ও প্রশিক্ষণ।

বিস্তারঃ ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে কার্যক্রম। ২০০৭ সালের কনফারেন্সের আলোচনার নির্যাস বুকলেট আকারে ছাপিয়ে পাঠিয়ে দেয়া হয় সারা বাংলাদেশের ১৫০ জন ‘স্টেকহোল্ডারের’ কাছে।

যৌন অধিকার নিয়ে কোন ধরণের গবেষণাকে অগ্রাধিকার দেয়া উচিৎ তা নিয়ে আলোচনার জন্য ২০০৮ সালে একাডেমিক, এলজিবিটি সমর্থক এবং বিভিন্ন স্থানীয় সংস্থার সদস্যদের নিয়ে একটি মিটিং করে ব্র্যাকের গবেষকরা।

এরই ধারাবাহিকতায় এলজিবিটি ইস্যু নিয়ে আরও গোছানো এবং সমন্বিতভাবে কাজ করার জন্য ২০০৮ সালে ব্র্যাকের জেইমস পি গ্র্যান্ট পাবলিক হেলথ স্কুল আলাদা একটি সেন্টার বা কেন্দ্র তৈরি করে, যার নাম

Centre of Excellence for Gender, Sexual and Reproductive Health Rights। এই কেন্দ্র তৈরির ফান্ডিং আসে জাতিসংঘের একটি সংস্থার কাছ থেকে।[25]

২০০৭ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত সময়টার কাজকর্মের বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে আলোচ্য প্রবন্ধ থেকে,

> ested stakeholders grew. Throughout this period, we initiated small meetings and forums and hosted some series of films on sexual diversity, inviting students and partners to attend. We also hosted a meeting to discuss the implications of the Bangladesh penal code 377, and more recently a meeting on a South Asian network working on human rights for LGBT communities across South Asia.

"এই পুরো সময় জুড়ে,আমরা বিভিন্ন ছোট ছোট মিটিং এবং ফোরাম শুরু করি। আমরা যৌন বৈচিত্র্যের ওপর কিছু সিনেমা (প্রদর্শনের) আয়োজন করি। অংশীদারদের এবং ছাত্রদের আমন্ত্রন জানাই। বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩৭৭ ধারা-র ধারার তাৎপর্য নিয়েও একটি মিটিং আয়োজন করি আমরা। সম্প্রতি দক্ষিন এশিয়া জুড়ে এলজিবিটি সম্প্রদায়ের মানবাধিকার নিয়ে কাজ করার জন্য একটি দক্ষিণ এশীয় নেটওয়ার্ক নিয়েও আমরা মিটিং আয়োজন করেছি।'

ব্র্যাকের কার্যক্রম এবং নেটওয়ার্কিং এর প্রভাব ছড়িয়ে যেতে থাকে সাড়া বাংলাদেশ জুড়ে। ২০০৭ এর কনফারেন্স এবং ২০০৯ এর কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে ঢাকার

[25] "In 2008, I established a Centre for Gender and Sexual and Reproductive Health and Rights with seed funding from a UN organization, pushing for laws to stop child marriage; providing a safe space for LGBTQI communities and working to develop online resources on sensitive topics that bypass traditional gatekeepers such as parents and teachers."

https://www.brac.net/brac-in-the-media/item/1155-meet-the-two-professors-working-together-to-improve-the-lives-of-vulnerable-populations-in-bangladesh

বাইরের দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সমকামীতা ও অন্যান্য বিকৃত যৌনাচারের অধিকার নিয়ে সংক্ষিপ্ত কোর্স বা মডিউল চালু করার প্রতিশ্রুতি দেন তারা। আগ্রহ দেখান নিজ নিজ অঞ্চলে যৌন বিকৃতির অধিকার নিয়ে আলাদা কনফারেন্স আয়োজনেরও। একাডেমিকদের মাধ্যমে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের, বিশেষ করে ঢাকার পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কিছু শিক্ষার্থী এলজিবিটি সামাজিকীকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রমের এই নেটওয়ার্কে যুক্ত হয়ে পড়ে।

মিডিয়াতে সমকামীতাকে ইতিবাচকভাবে তুলে ধরার দিকেও মনোযোগী হয় ব্র্যাকের গবেষকরা। এ জন্য অভিনব এক কৌশল গ্রহণ করে তারা। এ কৌশলের ব্যাপারে তাদের নিজেদের মুখ থেকে শোনা যাক,

> personal or professional lives. Moreover, we set up an awards system to actively encourage journalists to write news stories on sexuality and rights in local and regional newspapers, by giving a small monetary award for any news item/story published. Initial reports indicate that at least five regional journalists had written pieces on Sexuality and Rights, which were published in local newspapers, and one journalist had developed a radio story to be broadcast.

"এছাড়া, যৌনতা এবং অধিকার নিয়ে স্থানীয় ও আঞ্চলিক পত্রপত্রিকাতে সাংবাদিকদের লেখালেখি করতে উৎসাহিত করার জন্য আমরা প্রকাশিত প্রতিটি নিউস আইটেম বা গল্পের জন্য সামান্য কিছু আর্থিক পুরস্কার দেয়ার ব্যবস্থা চালু করি। প্রাথমিক প্রতিবেদনগুলো ইঙ্গিত করে যে অন্তত পাঁচজন আঞ্চলিক সাংবাদিক যৌনতা এবং অধিকারের উপরে লিখেছেন, এবং সেগুলো স্থানীয় পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। আর একজন সাংবাদিক রেডিওতে প্রচার করার জন্য একটি গল্প তৈরি করেছেন।'

'আর্থিক পুরস্কার' এর মাধ্যমে এলজিবিটি আন্দোলনের পক্ষে ইতিবাচক লেখালেখি এবং সংবাদ প্রকাশের এই পদ্ধতি পরবর্তীতে বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটিও কাজে লাগাবে বাংলাদেশে ট্রান্সজেন্ডারবাদের প্রচারণায়।

প্রভাবঃ ব্র্যাকের উদ্যোগ বাংলাদেশের এলজিবিটি আন্দোলনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। এর আগে সমকামী তথা এলজিবিটি আন্দোলনের কার্যক্রম চলছিল ‘এইডস প্রতিরোধ’ আর ‘সচেতনতা’ সংক্রান্ত কার্যক্রমের আড়ালে। কাজ হচ্ছিল যৌন স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য সেবার ব্যানারে। ব্র্যাক এসে কাজ শুরু করে মানবাধিকারের কাঠামোকে সামনে রেখে। সরাসরি সমকামী শব্দটা ব্যবহার না করে জোর দেয় ‘যৌন অধিকার’, ‘যৌন বৈচিত্র্য’, ‘যৌন শিক্ষা’ এবং ‘জেন্ডার আইডেন্টিটি’র মতো পরিভাষার ওপর। যদিও ঘুরেফিরে এই সব বুলির পেছনে মূল বক্তব্য এক – যৌন বিকৃতির সামাজিকীকরণ ও বৈধতা। ব্র্যাকের কর্মপদ্ধতি এলজিবিটি এজেন্ডা প্রতিষ্ঠা নিয়ে জনপরিসরে আলাপ তোলার কাজটা এগিয়ে নিয়ে যায় অনেক দূর।

ব্র্যাকে কর্মকান্ডের উদ্দেশ্য, পদ্ধতি এবং ফলাফল নিয়ে তাদের নিজেদের মূল্যায়ন দেখা যাক। ২০০৭ সালে শুরু করা কার্যক্রমের ব্যাপারে তাদের নিবন্ধে বলা হয়েছে,

Abstract

This article describes and analyses a research based engagement by a university school of public health in Bangladesh aimed at raising public debate on sexuality and rights and making issues such as discrimination more visible to policy makers and other key stakeholders in a challenging context. The impetus for this work came from

”…(এ উদ্যোগের) লক্ষ্য ছিল যৌনতা এবং অধিকার নিয়ে জনপরিসরে বিতর্ক উত্থাপন করা এবং (বাংলাদেশের) চ্যালেঞ্জিং প্রেক্ষাপটে নীতি নির্ধারকসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্টেইকহোল্ডারদের সামনে বৈষ্যমের মতো ইস্যুগুলোকে আরও দৃশ্যমান করে তোলা।’

অর্থাৎ তাদের নিজেদের বক্তব্য অনুযায়ীই ব্র্যাকের কার্যক্রমের উদ্দেশ্য ছিল জনপরিসরে সমকামীতা এবং অন্যান্য যৌন বিকৃতির (তাদের ভাষায় ‘যৌনতা ও অধিকার’) আলাপ তোলা, এবং নীতিনির্ধারকদের প্রভাবিত করার মাধ্যমে বাংলাদেশে যৌন বিকৃতির সামাজিকীকরণ। আর এই কাজটা তারা করেছে অধিকারের বুলি ব্যবহার করে। তাদের ভাষায়,

> rather than one of rights and positive wellbeing. Building on its local research knowledge, the team hosted meetings, workshops, forums and public dialogues to open up discussions of sexuality among a wide range of stakeholders using positive and human rights framings and as part of a

> broader conception of sexual and reproductive health rights that starts from local understandings of rights. It

"...ইতিবাচক এবং মানবাধিকারের ফ্রেইমিং ব্যবহার করে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে যৌনতা নিয়ে আলোচনা শুরু করার জন্য (ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা) টিমটি বিভিন্ন মিটিং, ওয়ার্কশপ, ফোরাম এবং জনসংলাপের আয়োজন করেছে...।'

এক্ষেত্রে ঢাল হিসেবে কাজ করেছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় এনজিও হিসেবে ব্র্যাকের পরিচয় ও প্রভাব। পাশাপাশি পুরো ব্যাপারটাকে মুন্সিয়ানার সাথে দেখানো হয়েছে 'নিরীহ' গবেষণা হিসেবে। 'সমকামীতার বৈধতা চাই' বলা হলে যেভাবে বাঁধা তৈরি হতো 'গবেষণা'র ক্ষেত্রে তা হয়নি, বরং এভাবে তুলে ধরার ফলে অনেকের কাছে বিষয়টা গ্রহনযোগ্যতা পেয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয় এবং এলজিবিটি অ্যাক্টিভিসমকে সমকামীতার মোড়কে উপস্থাপন করার ইতিবাচক দিকের কথা উল্লেখ করে এ নিবন্ধে বলা হয়েছে,

> broader conception of sexual and reproductive health rights that starts from local understandings of rights. It was felt that, as a school of public health, we were well positioned in terms of academic legitimacy to play this kind of role and to begin to challenge the silence and discrimination which characterises this important aspect of human experience.

"...এটি অনুভূত হয়েছিল যে, (একটি বিশ্ববিদ্যালয়) এর জনস্বাস্থ্য অনুষদ হিসাবে এই ধরণের ভূমিকা পালনে একাডেমিক বৈধতার দিক থেকে আমরা ভাল অবস্থানে ছিলাম..."

এই উদ্যোগের ফলে কী কী অর্জিত হয়েছে তার আলোচনা করতে গিয়ে ব্র্যাকের গবেষকরা তিনটি কাঠামোগত ক্ষেত্রে অগ্রগতির কথা উল্লেখ করেছেন।

> commitments (ibid). The process described in this paper contributed to effecting change in three of the structural areas identified by the ORS report as critical to final outcomes. The first was widening and strengthening the base of support for advocacy on sexuality and rights through bringing together key actors who were in a position to influence the wider climate, such as the media. The second was strengthening alliances, through providing platforms and spaces for allies to come together. This was done by assessing strategic opportunities and building sustained alliances and partnerships with media, activists, academics and sexual minority groups. The third was through contributing to shifts in social norms around sexuality through creating a more open climate of discussion and dialogue in a wider range of arenas.

● প্রথমত, এই উদ্যোগের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে থাকা বিভিন্ন মানুষকে একত্রিত করা গেছে যারা নিজেদের অবস্থানকে কাজে লাগিয়ে সমাজকে প্রভাবিত করতে পারে (যেমন মিডিয়ার লোকজন)। এতে 'যৌনতা এবং অধিকারের' (পড়ুন, এলজিবিটি এজেন্ডা বাস্তবায়নের) জন্য সমর্থনের ভিত্তি মজবুত এবং প্রসারিত হয়েছে।

● দ্বিতীয়ত, এই উদ্যোগের ফলে মিডিয়া, সমকামী অ্যাক্টিভিস্ট, গবেষক এবং এলজিবিটি গ্রুপগুলোর মধ্যে 'মৈত্রী' এবং 'অংশীদারিত্বের সম্পর্ক' গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন আয়োজনের মাধ্যমে তাদের একত্রিত হবার এবং আলোচনার করার প্ল্যাটফর্ম ও জায়গা করে দিয়েছে ব্র্যাক ।

● তৃতীয়ত, এই উদ্যোগের মাধ্যমে জনপরিসরে এলজিবিটি সংক্রান্ত ইস্যু নিয়ে আরও খোলামেলাভাবে কথা বলার পরিবেশ তৈরি হয়েছে। যা যৌনতার ব্যাপারে সামাজিক চিন্তা এবং নিয়মগুলো পরিবর্তনে ভূমিকা রেখেছে।

ব্র্যাকের এই গবেষকরা তাদের কাজের ফলাফল সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন,

> However, we found that it is possible to create a public space and dialogue on sexuality and rights in a conservative and challenging environment like Bangladesh by bringing together a diverse group of stakeholders – LGBT groups, research, academics, NGO professionals, health providers, journalists and policymakers – to successfully challenge representations of sexuality in the public arena.

"আমরা দেখেছি যে এলজিবিটি গ্রুপ, গবেষক, একাডেমিক, এনজিও, স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী, সাংবাদিক এবং নীতিনির্ধারকদের মতো বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের একত্রিত করে, জনপরিসরে যৌনতার উপস্থাপনাকে সফলভাবে চ্যালেঞ্জ করার মাধ্যমে, বাংলাদেশের মতো রক্ষনশীল এবং চ্যালেঞ্জিং পরিবেশেও যৌনতা এবং অধিকার নিয়ে জনপরিসরে জায়গা তৈরি করা এবং আলাপ তোলা সম্ভব।'

এই 'অবদানের' স্বীকৃতিও পায় ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়। ২০১৩ সালে বিলিয়েনেয়ার জর্জ সরোসের ওপেন সোসাইটি ফাউন্ডেশন ১ বিলিয়ন ডলারের একটি তহবিল তৈরি করে। এই তহবিলের জন্য পৃথিবীর ১২টি বিশ্ববিদ্যালয়কে মনোনীত করা হয় যার মধ্যে একটি ছিল ব্র্যাক।[26]

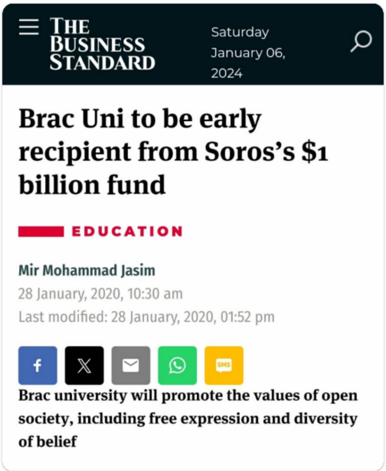
THE BUSINESS STANDARD
Saturday January 06, 2024

Brac Uni to be early recipient from Soros's $1 billion fund

EDUCATION

Mir Mohammad Jasim
28 January, 2020, 10:30 am
Last modified: 28 January, 2020, 01:52 pm

Brac university will promote the values of open society, including free expression and diversity of belief

---

[26] The Buinesss Standard, Brac Uni to be early recipient from Soros's $1 billion fund, 2020

https://www.tbsnews.net/bangladesh/education/brac-uni-be-early-recipient-soross-1-billion-fund-39805

এরপর থেকে 'যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার' নিয়ে ব্র্যাকের কার্যক্রম আরও বিস্তৃত হয়েছে। উল্লেখ্য জর্জ সরোস বর্তমান পৃথিবীতে এলজিবিটি আন্দোলনের পেছনে সবচেয়ে বড় দাতাদের একজন।

রোমানিয়ান বংশোদ্ভুত এই ইহুদী ধনকুবের জর্জ সরোস

ব্র্যাকের উদ্যোগের পর ক্রমশ বাংলাদেশে এলজিবিটি আন্দোলনের গতি বাড়তে থাকে। বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোও ব্র্যাকের আনা মানবাধিকার ও 'যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার'-এর আলাপ তাদের প্রচারণা এবং কার্যক্রমের মধ্যে যুক্ত করে নেয়। মিডিয়া, একাডেমিক এবং নীতিনির্ধারকদের মধ্যে এলজিবিটি এজেন্ডার সমর্থনে কিছু মানুষ তৈরি হয়। পাশাপাশি বিকৃত যৌনতায় লিপ্ত লোকেরা অ্যাডভোকেসি এবং অ্যাকটিভিসম সংক্রান্ত জরুরী প্রশিক্ষণ পায় ব্র্যাকের ওয়ার্কশপগুলোতে। সক্রিয় হয়ে ওঠে বিভিন্ন এলজিবিটি সংগঠন। এদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ আগ্রহী হয় বাংলাদেশে প্রকাশ্যে সমকামী আন্দোলন শুরু করার প্রতি। আর এভাবে শুরু হয় বাংলাদেশের এলজিবিটি আন্দোলনের তৃতীয় পর্যায় "**প্রকাশ্যে এলজিবিটি অ্যাক্টিভিসম।"**

প্রকাশ্যে এলজিবিটি অ্যাক্টিভিজম

নব্বইয়ের দশকের শেষ দিকে ইন্টারনেট চ্যাট গ্রুপ, মেইল গ্রুপ এবং ফোরামের মাধ্যমে সম লিঙ্গের সাথে যৌনতায় আসক্ত ব্যক্তিদের একধরনের অনানুষ্ঠানিক নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠে। সমকামীরা এসব অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে যৌন সঙ্গী খুঁজে বের করতো। সমকামী অ্যাক্টিভিস্টদের বিভিন্ন ওয়েবসাইট এবং সাক্ষাতকারের বক্তব্য অনুযায়ী, ১৯৯৯ সালে রেঙ্গু নামে একজন মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি 'গে বাংলাদেশ' নামে একটি অনলাইন গ্রুপ তৈরি করে।

এটি ছিল বাংলাদেশে এধরণের প্রথম গ্রুপ। বাংলাদেশের এলজিবিটি অ্যাক্টিভিসমের প্রতিটা ধাপেই বিদেশী কানেকশন খুঁজে পাওয়া যায়। বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারের শুরু বিলেত ফেরত ভারতীয় শিবানন্দ খানের মাধ্যমে।

ব্র্যাকের কর্মকান্ডের 'অনুপ্রেরণা' আসে ব্রিটেনে কনসোর্টিয়ামে অংশগ্রহনের পর। আর সমকামী ই-গ্রুপগুলোর পথচলা শুরু হয় বিদেশফেরত রেঙ্গুর মাধ্যমে। ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীগুলোর সদস্য রেঙ্গু পড়াশোনার জন্য জীবনের উল্লেখযোগ্য একটা সময় কাটিয়েছিল পশ্চিমে। ২০০৪ সালে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায় রেঙ্গু। গে বাংলাদেশের কার্যক্রম থেমে যায় সেখানেই।[27]

কিন্তু গে বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রানিত হয়ে ২০০২ গড়ে ওঠে আরেকটি ই-গ্রুপ, বয়েস অফ বাংলাদেশ (Boys of Bangladesh-BoB)। কাজী হক নামে একজন ব্যক্তি বর্তমানে অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী ইয়াহু চ্যাটে এই গ্রুপটি চালু করে।[28]

---

[27] https://web.archive.org/web/20171001100805/http://www.boysofbangladesh.org/history_of_e-group.html

[28] Star Observer, Getting connected in Bangladesh, 2008, https://www.starobserver.com.au/news/getting-connected-in-bangladesh-2/585

অনলাইনের পাশাপাশি অফলাইনে **'গেট টুগেদার'** এবং **'ডিজে পার্টি'**-র আয়োজন করতে শুরু করে বয়েস অফ বাংলাদেশ। এই অনুষ্ঠানগুলো ছিল সমকামীদের জন্য যৌন সঙ্গী বাছাইয়ের আর এক সাথে 'ফূর্তি' করার সুযোগ। **বয়েস অফ বাংলাদেশের সদস্যরা ছিল মূলত মধ্য ও উচ্চবিত্ত শ্রেণির।** তাদের 'অনুষ্ঠান'গুলো হতো ঢাকাতে। অন্যদিকে বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির মতো প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম ছিল মূলত নিম্ন, নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং ঢাকার বাইরের সমকামীদের নিয়ে।

২০০৫ সালে বন্ধু-র সাথে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে বয়েস অফ বাংলাদেশের। একই বছরের এপ্রিলে আইন ও সালিশ কেন্দ্র-এর সাথে মিলে বাংলাদেশে এলজিবিটি সম্প্রদায়ের পরিস্থিতি নিয়ে একটি গবেষণাতে কাজ করে তারা। তবে এ গবেষণার ফলাফল পরে আর প্রকাশিত হয়নি।[29]

অ্যাক্টিভিসমঃ প্রথম পাঁচ বছরে বয়েস অফ বাংলাদেশের কার্যক্রম অনলাইন নেটওয়ার্কিং আর অফলাইন 'ডিজে পার্টি'-র মধ্যে সীমিত থাকে। পরিবর্তন আসতে শুরু করে ২০০৭ থেকে। **সে বছর ব্র্যাকের জেইমস পি গ্র্যান্ট স্কুল অফ পাবলিক হেলথ আয়োজিত আন্তর্জাতিক ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করে বয়স অফ বাংলাদেশ।**

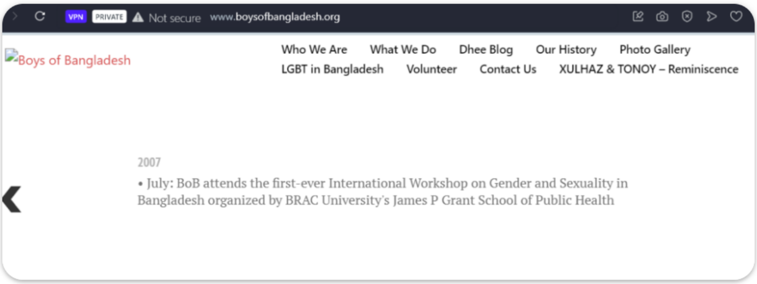

[29] "Though ASK (Ayan o Saleesh kendro, literally "law and arbitration center") attempted to undertake a situation analysis of the LGBT in Dhaka, the research findings were never made public." Hossain, A. "Bangladesh: Review of LGBT situation in Bangladesh." The Greenwood Encyclopedia of LGBT Issues Worldwide (2010): 333-346.

www.boysofbangladesh.org, Our History

এই ওয়ার্কশপ গভীরভাবে প্রভাবিত করে তাদের কাজের গতিপথকে। ‘ডিজে পার্টি’র পাশাপাশি তারা অ্যাক্টিভিসমে আগ্রহী হয়ে ওঠে, অন্যদিকে এলজিবিটি এজেন্ডা নিয়ে কাজ করা আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কের সাথেও সম্পর্ক গড়ে উঠতে শুরু করে তাদের।

ব্র্যাকের অনুষ্ঠানের পর প্রকাশ্যে কাজ করা শুরু করে বয়েস অফ বাংলাদেশ। ২০০৮ সালে প্রথম বারের মতো এলজিবিটির প্রতীক রংধনু পতাকা টাঙ্গিয়ে ধানমন্ডির জার্মান ইন্সটিটিউটের ছাদের ক্যাফেতে অনুষ্ঠান করে তারা। এটাকে সমকামী অধিকার নিয়ে বাংলাদেশে প্রথম প্রকাশ্য অনুষ্ঠান বলা যেতে পারে। এখানেও সেই একই পশ্চিমা কানেকশন।[30]

> But in 2008 when the political situation settled down a bit, BoB planned to revive its regular activities and started organizing get-togethers again On May 17, the International Day Against Homophobia (IDAHO) was celebrated at a prominent cafe in Dhanmondi. BoB also launched its logo and future events there. This is worth mentioning because it was the first event where BoB appeared openly as a gay group with the approval of the venue authority. For the first time a public venue recognized BoB and its crowd. There was a display of BoB logo with the rainbow props scattered all around at the venue. It was a moment of pride indeed!

২০১০ এ বয়েস অফ বাংলাদেশের ধানমন্ডিতে অনুষ্ঠানের ছবি

[30] https://web.archive.org/web/20171001100805/http://www.boysofbangladesh.org/history_of_e-group.html www.boysofbangladesh.org, Our History

একই বছর নেপালের কাঠমুণ্ডুতে এলজিবিটি এজেন্ডা নিয়ে কাজ করা দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন সংগঠনকে নিয়ে ওয়ার্কশপ আয়োজন করে ব্লু ডায়মন্ড সোসাইটি নামে একটি সমকামী সংগঠন। এ ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করে বয়েস অফ বাংলাদেশের সদস্য শওকত ইমাম রাজীব।[31] এ ওয়ার্কশপের অর্থায়ন করে এলএলএইচ নামে নরওয়ের একটি সমকামী সংগঠন। পরবর্তীতে এ প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশেও সমকামী অ্যাক্টিভিসমের অর্থায়ন করবে।[32] মজার ব্যাপার হল ব্লু ডায়মন্ড সোসাইটি এবং এর প্রতিষ্ঠাতার সাথেও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল নাফ ফাউন্ডেশনের শিবানন্দ খানের।[33] ২০০৮ এ ব্র্যাকের আয়োজিত বিভিন্ন ওয়ার্কশপ ও গবেষণাতেও অংশ নেয় বয়েস অফ বাংলাদেশ।[34]

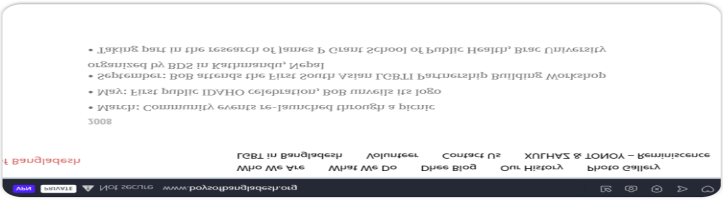

২০০৯ সালে বয়েস অফ বাংলাদেশ কক্সবাজারে একটি ওয়ার্কশপ আয়োজন করে। এটি ছিল বাংলাদেশে কোন সমকামী সংগঠনের আয়োজিত প্রথম ওয়ার্কশপ। 'Workshop on Sexual Diversity, Partnership Building and Networking'

---

[31] Hossain, Adnan. "Section 377, same-sex sexualities and the struggle for sexual rights in Bangladesh." Austl. J. Asian L. 20 (2019): 115. এবং, www.boysofbangladesh.org, Our History

[32] The workshop was titled 'South Asian Partnership Building Workshop' organized by Blue Diamond Society of Nepal in cooperation with LLH, Norway.

https://web.archive.org/web/20171001100805/
http://www.boysofbangladesh.org/history_of_e-group.html

[33] https://bluediamondsociety.wordpress.com/2013/05/22/honouring-shivananda-duncan-george-khan-obe-june-6-1948-may-20-2013/

[34]https://web.archive.org/web/20171001100805/http://www.boysofbangladesh.org/history_of_e-group.html

শিরোনামের এ ওয়ার্কশপের ফান্ডিং করে নরওয়ের এলএলএইচ।[35] সমকামী পুরুষ ও নারীদের বিভিন্ন সংগঠনের পাশাপাশি এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে হিজড়া সম্প্রদায়, মিডিয়া এবং 'সুশীল সমাজ' এর কিছু প্রতিনিধিও। ওয়ার্কশপে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। প্রথমত, বিকৃত যৌনতার বৈধতা আদায়ের জন্য একটি কোয়ালিশন বা জোট গঠন করা। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের দণ্ডবিধির ৩৭৭ ধারা বাতিলের জন্য কাজ করা।[36]

ছবি[37]

[35] LLH: Norwegian Organisation for Sexual and Gender Diversity, নরওয়ের প্রথম ও সর্ববৃহৎ এলজিবিটি সংগঠন। www.boysofbangladesh.org, Our History

[36] Hossain, Adnan. "Section 377

[37] https://en.wikipedia.org/wiki/Boys_of_Bangladesh

এরই ধারাবাহিকতায় ২০০৯ এ জাতিসঙ্ঘের ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিভিউতে ৩৭৭ ধারা বাতিলের সুপারিশ করা হয়।[38] জাতিসংঘে এই সুপারিশ তোলা এবং বাংলাদেশ সম্পর্কিত প্রতিবেদন তৈরিতে সক্রিয় ভূমিকা রাখে এসআরআই (সেক্সুয়াল রাইটস ইনিশিয়েটিভ) নামে একটি আন্তর্জাতিক এনজিও। আর এসআরআই-কে সহযোগিতা করে বয়েস অফ বাংলাদেশ।[39]

Report on Bangladesh –
4th Round of the Universal Periodic Review – February 2009

This report is submitted by the Sexual Rights Initiative (a coalition including Mulabi – Latin American Space for Sexualities and Rights; Action Canada for Population and Development and Creating Resources for Empowerment and Action-India[1] and others). It focuses on the **socio-political rights of the sexual and gender minority communities of Bangladesh** particularly with reference to **gay, lesbian, bisexual, transgender, Intersex, Hijra, Kothi and other linguistically unmarked groups**.

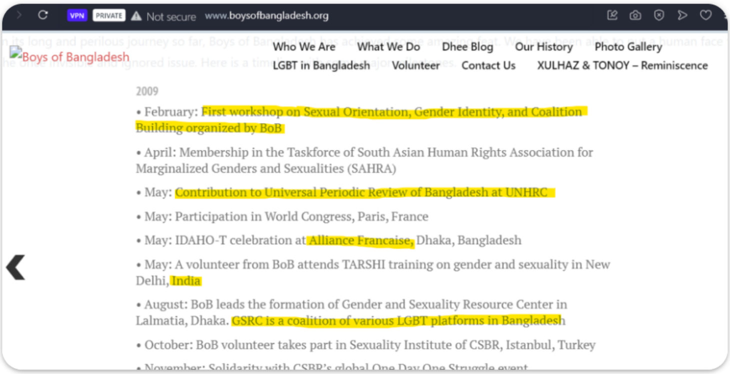

বয়েস অফ বাংলাদেশের মতো একটি অনিবন্ধিত, ইন্টারনেটকেন্দ্রিক সংগঠন কতো সহজে জাতিসঙ্ঘ পর্যন্ত পৌছে যেতে পারে তা থেকে বৈশ্বিক এলজিবিটি মাফিয়ার

[38] ইউনিভার্সালা পিরিওডিক জাতিসঙ্ঘের মানবাধিকার কমিশনের একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মানবাধিকার পরিস্থিতি মূল্যায়ন করা হয়।

[39] Sexual Rights Initiative. "Report on Bangladesh-4th Round of the Universal Periodic Review-February 2009." (2009).

www.boysofbangladesh.org, Our History

শক্তি ও বিস্তৃতি সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়।

২০১০ সালে বইমেলায় শুদ্ধস্বর প্রকাশনী থেকে বের হয় কুখ্যাত মুক্তমনা ব্লগের প্রতিষ্ঠাতা আমেরিকা প্রবাসি ইসলামবিদ্বেষী অভিজিৎ রায়ের বই 'সমকামিতা'। অভিজিৎ রায় তার এই বইয়ে বিজ্ঞানের জগাখিচুড়ি ব্যাখ্যা, এবং নানা লজিকাল ফ্যালাসি ব্যবহার করে সমকামিতা-কে স্বাভাবিক মানবিক আচরণ হিসেবে প্রমাণের চেষ্টা করে। তার অন্যান্য লেখার মতো এই লেখাটিও ছিল বিভিন্ন পশ্চিমা লেখকের লেখার ছায়া অনুবাদ। ২০১০ সালে অগাস্টে অভিজিৎ রায়ের বইটির রিভিউ প্রকাশ করে প্রথম আলো। বিশাল এক পাঠকশ্রেণীর ড্রয়িং রুমে সমকামিতার মতো জঘন্য বিকৃতির সাফাই পৌছে যায় প্রায় সবার অলক্ষ্যে।[40]

এই বই প্রকাশিত হবার পর বয়েস অফ বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা অভিজিৎ রায়ের সাথে দেখা করে। একই বছর ধানমন্ডির জার্মান ইন্সটিটিউটে আন্ডার দা রেইনবো নামের একটি এলজিবিটি উৎসব আয়োজন করা হয়। পরের দুই বছরেও এ 'উৎসব' আয়োজিত হয়।

২০১৩ সাল নাগাদ আন্তর্জাতিক এলজিবিটি নেটওয়ার্কের সাথে গভীরভাবে যুক্ত হয়ে যায় বয়েস অফ বাংলাদেশ। জাতিসংঘের ইকোসকের উপদেষ্টা মর্যাদা পাওয়া ইলগার এশীয় শাখার সদস্য পদ পায় তারা। ২০১৩ এর ফেব্রুয়ারিতে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনে ইলগার পক্ষ থেকে বাংলাদেশের ব্যাপারে বক্তব্য উপস্থাপন করে বয়েস অফ বাংলাদেশের প্রতিনিধি তানভীর আলিম।[41]

---

[40] https://web.archive.org/web/20130430084114/https://www.prothom-alo.com/detail/date/2010-08-06/news/84289

[41] The Universal Periodic Review and LGBTI Rights in Bangladesh, 17th October 2013, Alessia Valenza, ILGA Asia

https://web.archive.org/web/20150303033427/ , https://ilga.org/the-universal-periodic-review-and-lgbti-rights-in-bangladesh/

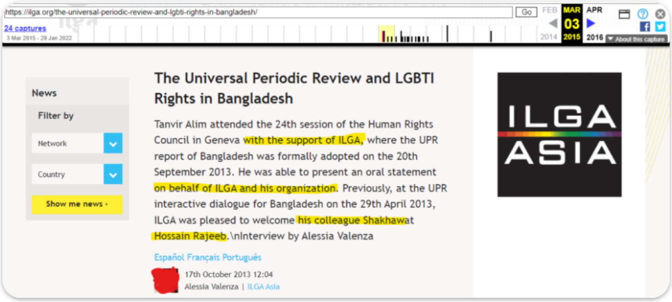

https://ilga.org/the-universal-periodic-review-and-lgbti-rights-in-bangladesh/

24 captures

3 Mar 2015 - 29 Jan 2022

FEB MAR APR

03

2014 2015 2016

About this capture

News

Filter by

Network

Country

Show me news ›

The Universal Periodic Review and LGBTI Rights in Bangladesh

Tanvir Alim attended the 24th session of the Human Rights Council in Geneva with the support of ILGA, where the UPR report of Bangladesh was formally adopted on the 20th September 2013. He was able to present an oral statement on behalf of ILGA and his organization. Previously, at the UPR interactive dialogue for Bangladesh on the 29th April 2013, ILGA was pleased to welcome his colleague Shakhawat Hossain Rajeeb.\nInterview by Alessia Valenza

Español Français Português

17th October 2013 12:04

Alessia Valenza | ILGA Asia

ILGA ASIA

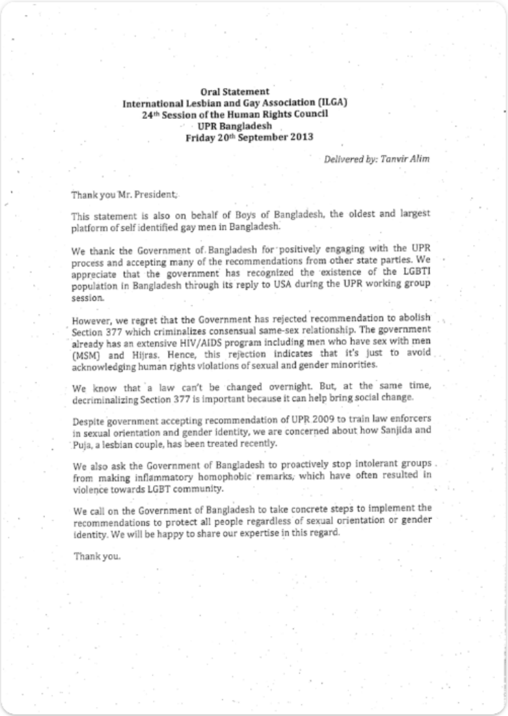

Oral Statement
International Lesbian and Gay Association (ILGA)
24th Session of the Human Rights Council
UPR Bangladesh
Friday 20th September 2013

Delivered by: Tanvir Alim

Thank you Mr. President,

This statement is also on behalf of Boys of Bangladesh, the oldest and largest platform of self identified gay men in Bangladesh.

We thank the Government of Bangladesh for positively engaging with the UPR process and accepting many of the recommendations from other state parties. We appreciate that the government has recognized the existence of the LGBTI population in Bangladesh through its reply to USA during the UPR working group session.

However, we regret that the Government has rejected recommendation to abolish Section 377 which criminalizes consensual same-sex relationship. The government already has an extensive HIV/AIDS program including men who have sex with men (MSM) and Hijras. Hence, this rejection indicates that it's just to avoid acknowledging human rights violations of sexual and gender minorities.

We know that a law can't be changed overnight. But, at the same time, decriminalizing Section 377 is important because it can help bring social change.

Despite government accepting recommendation of UPR 2009 to train law enforcers in sexual orientation and gender identity, we are concerned about how Sanjida and Puja, a lesbian couple, has been treated recently.

We also ask the Government of Bangladesh to proactively stop intolerant groups from making inflammatory homophobic remarks, which have often resulted in violence towards LGBT community.

We call on the Government of Bangladesh to take concrete steps to implement the recommendations to protect all people regardless of sexual orientation or gender identity. We will be happy to share our expertise in this regard.

Thank you.

জাতিসঙ্ঘে বয়েস অফ বাংলাদেশ এবং ইলগার পক্ষ থেকে দেয়া বক্তব্য।[42]

---

[42] https://www.upr-info.org/sites/default/files/documents/2013-10/international_lesbian_gay_assoc_oral_bangladesh_2013.pdf

এ বছর আবারও জাতিসঙ্ঘের ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিভিউতে বাংলাদেশ সরকারকে ৩৭৭ নম্বর সেকশন বাতিল করতে বলা হয়। বাংলাদেশ এ সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করে। সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়, বাংলাদেশের সামাজিক সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের সঙ্গে এই সুপারিশ গ্রহণযোগ্য না।[43]

সমকামী সংগঠনগুলোর পাশাপাশি সরকারের এ অবস্থানের সমালোচনা করে আইন ও সালিশ কেন্দ্রের মতো সংস্থাগুলোও। ভারতীয় পত্রিকা ডিএনএ ইন্ডিয়াকে দেয়া সাক্ষাকারে আইন ও সালিশ কেন্দ্রের অ্যাক্টিভিস্ট বিনা ডি কস্টা বলেন,

> Activist Bina D'Costa of Ain o Salish Kendra (ASK) said, "We're dismayed the GoB has not agreed to accept several key recommendations on abolishing death penalty and repealing article 377 of the penal code."
>
> A joint statement of International Lesbian and Gay Association (ILGA) and Boys of Bangladesh too brought up the instance of Shibronty Roy Puja, a 16-year-old Hindu, and Sanjida Akter, 21-year-old Muslim, arrested in Dhaka on 23 July.

"বাংলাদেশের সরকার মৃত্যুদণ্ড বাতিল এবং দণ্ডবিধির ৩৭৭ অনুচ্ছেদ বাতিল করার মতো গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ গ্রহন করতে রাজি হয়নি, এতে আমরা হতাশ।'

এরপর এপ্রিল ও মে মাসে ব্র্যাক জেইমস পি গ্র্যান্ট স্কুল অফ পাবলিক হেলথ আর বয়েস অফ বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে দুটি গোল টেবিল বৈঠক হয়। বাংলাদেশে এলজিবিটি অধিকার আন্দোলনকে কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, আলোচনা হয় তা নিয়ে। এ অনুষ্ঠানে সমকামী সংগঠনগুলোর সদস্য এবং ব্র্যাকের পাশাপাশি

---

[43] Bangladesh refuses to abolish criminalisation of consensual same-sex ties,

https://www.dnaindia.com/world/report-bangladesh-refuses-to-abolish-criminalisation-of-consensual-same-sex-ties-1899219

অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন দূতাবাস এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরাও।[44]

BRAC UNIVERSITY

Inspiring Excellence

OSUN | COVID-19

About | Academics | Admissions | International Applicants

Roundtable on LGBT movement

Publish Date: May 29th, 2013

The Centre for Gender, Sexual and Reproductive Health Rights, JPGSPH and Boys of Bangladesh (BoB) jointly organized a roundtable discussion on ' 'UPR 2013 and Beyond: Way forward for LGBT movement in Bangladesh' on May 28, 2013 at the School. The key objective of the session was to share highlights from the Universal Periodic Review meeting held in Geneva between 22 April and 3 May, 2013 and to discuss how to move forward with the LGBT rights issues in the country. About fifteen people from research, activist and donor organizations actively participated in the discussion.

২০১৪ সালে সমকামীতাদের সামাজিকীকরণের জন্য মার্কিন সরকারের স্টেইট ডিপার্টমেন্টের অর্থায়নে ‘প্রজেক্ট ধী’ নামে একটি প্রকল্প শুরু করে বয়েস অফ বাংলাদেশ। এ প্রকল্পের অংশ হিসেবে ২০১৫ সালে মুন্সিগঞ্জের একটি রিসোর্টে দুই দিন ব্যাপী ‘ধী রেসিডেন্সি’ নামের একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।[45] দেশের সমকামীতাদের সামাজিকীকরণ নিয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এই কর্মশালায়।

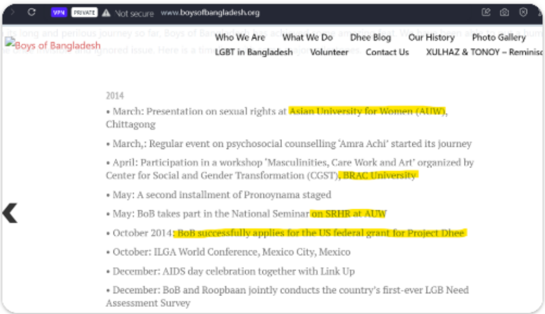

Not secure www.boysofbangladesh.org

Boys of Bangladesh

Who We Are | What We Do | Dhee Blog | Our History | Photo Gallery | LGBT in Bangladesh | Volunteer | Contact Us | XULHAZ & TONOY – Reminisc

2014

- March: Presentation on sexual rights at Asian University for Women (AUW), Chittagong
- March,: Regular event on psychosocial counselling 'Amra Achi' started its journey
- April: Participation in a workshop 'Masculinities, Care Work and Art' organized by Center for Social and Gender Transformation (CGST), BRAC University
- May: A second installment of Pronoynama staged
- May: BoB takes part in the National Seminar on SRHR at AUW
- October 2014: BoB successfully applies for the US federal grant for Project Dhee
- October: ILGA World Conference, Mexico City, Mexico
- December: AIDS day celebration together with Link Up
- December: BoB and Roopbaan jointly conducts the country's first-ever LGB Need Assessment Survey

---

[44] https://www.bracu.ac.bd/news/jpgsph-hosts-round-table-sogi-issues-bangladesh-upr-2013

https://www.bracu.ac.bd/news/roundtable-lgbt-movement

[45] www.boysofbangladesh.org, Our History

বর্তমানে ট্রান্সজেন্ডার অ্যাকটিভিস্ট হিসেবে খ্যাতি পাওয়া অনেকেই বয়েস অফ বাংলাদেশের উদ্যোগে আয়োজিত এই ধী রেসিডেন্সিতে অংশ নেয়।[46]

Boys of Bangladesh (BoB) - আপনা...

dhee residency goodies

Boys of Bangladesh (BoB)
আপনাদের সবার ব্যাপক সাড়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।
প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি আবেদন জমা পড়ায় আমরা একদিন আগেই আবেদন গ্রহণ বন্ধ করে দিচ্ছি।
সাত বিভাগের একুশজন ধী-এর সাথে দেখা করতে আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। আপনাদের বরণ করে নিতে নিজ হাতে আমরা তৈরি করছি নানা জিনিস।
আশা করি দেখা হচ্ছে খুব শীঘ্রই।

Thank you for your amazing response to attend our Dhee Residency! We are inspired and elated to think that so many of you are willing to work for the LGBT movement in Bangladesh. But sadly, due to space limitation, we are having to stop receiving applications.

We apologize to those who we could not accommodate. But congratulations to those who got selected! Amazing stuffs are waiting for you at Dhee Residency!

Follow us on: www.facebook.com/projectdhee

Image: Project Dhee/ধী

#projectdhee #dheeresidency #residentialtraining #bangladeshilgbt #lgbtbangladesh #lgbt #bangladesh #dhee #gay #lesbian #bisexual #boysofbangladesh

Boys of Bangladesh (BoB) - ধী রেসি...

Boys of Bangladesh (BoB)
ধী রেসিডেন্সী প্রস্তুত সারাদেশ থেকে বাছাইকরা ২১ জন ধীমানকে বরণ করে নেওয়ার জন্য! আজ আর আগামীকাল আমরা এক অপুর্ব সময় কাটাবো কিছু অসাধারণ ব্যক্তিদের সাথে, নিজেদের জানবো আর শিখবো change-maker হিসেবে কি করতে পারি।

বয়েজ অফ বাংলাদেশ-এর এই উদ্যোগ সফল করার জন্য যারা সাথে ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন, তাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ।

এই দুদিনের আয়োজন জানতে আমাদের পেইজ ফোলো করুনঃ www.facebook.com/projectdhee

Dhee Residency is all set to welcome its 21 participants carefully chosen from all across the country! Today and tomorrow we look forward to spending an amazing time with some amazing souls, learn more about each other and arm ourselves with knowledge and resources to be a better change-maker.

Boys of Bangladesh would like to thank everyone who is involved in making this initiative a success.

Keep an eye on our Project Dhee page to see how the training unfolds: www.facebook.com/projectdhee

12 Apr 2015 ·

অক্টোবরে ধী- নামে কমিক প্রকাশ করে বব, যে কমিকের প্রধান চরিত্র একজন সমকামী নারী। এই কমিকের মোড়ক উন্মোচন হয় ব্রিটিশ কাউন্সিলে। ডেইলি স্টার এবং ডয়েচ ভেলের মত মিডিয়াগুলো ইতিবাচকভাবে নিউজ করে অনুষ্ঠানটি নিয়ে।[47] প্রজেক্ট ধী-র অংশ হিশেবে ২০১৬ নাগাদ দেশের ১৩টি জেলায় অনুষ্ঠান আয়োজন করে বয়েস অফ বাংলাদেশ।

---

[46] https://www.instagram.com/projectdhee/

[47] https://www.thedailystar.net/the-star/human-rights/the-story-dhee-140974

https://www.dw.com/bn/বাংলাদেশে-সমকামী-নারীদের-নিয়ে-কমিক-স্ট্রিপ/g-18697567

বয়েস অফ বাংলাদেশ এবং এ ধরণের সংগঠনগুলোর কার্যক্রমের পরিধি ও প্রভাব কেমন ছিল সে ব্যাপারে একটা ধারণা পাওয়া যায় ২০১৮ সালে দৈনিক মানবজমিনে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন থেকে। ঢাকায় সমকামী ক্লাব শিরোনামের এ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে,

"ইদানীং রাজধানীসহ দেশের বিভিন্নস্থানে সমকামীরা ক্লাব খুলে তাদের কাজ করছে। কেউ কেউ এক সঙ্গে থাকছে। এমন একাধিক সমকামী সংগঠনের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। এসব সংগঠন গোপনে চালাচ্ছে কার্যক্রম। কিছু এনজিও দিচ্ছে তাদের সহায়তা। ফেসবুক, টুইটার, ইমো, হোয়াটস অ্যাপসহ বিভিন্ন যোগাযোগ মাধ্যমে এরা এখন সরব। সাংকেতিক কোড ব্যবহার করে বাড়াচ্ছে সদস্য সংখ্যা। সদস্য সংখ্যা কীভাবে বৃদ্ধি করবে তারও ট্রেনিং দেয়া হয় এখানে।...

২০১৫ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর বৃটিশ কাউন্সিলে একটি সমকামী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো একটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সেদিন ২০০-এর বেশি সমকামী তরুণ-তরুণী জড়ো হয়েছিল। যেখানে 'ধী' নামে একটি সমকামী কমিক উপস্থাপন করা হয়েছিল। আর এর চরিত্র ধারণ করেছিলেন দেশের খ্যাতনামা এক সাংস্কৃতিক দম্পতির মেয়ে। সেদিনকার সমাবেশে সমকামীদের অধিকারের পক্ষে 'নিজেরা করি' এনজিওর সমন্বয়কারী নানা কথা বলেছিলেন। এ কারণে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল। বৃটিশ কাউন্সিলের সমকামীদের সে সমাবেশের খবর ছড়িয়ে পড়লে দেশে নিন্দা-প্রতিবাদের ঝড় বয়ে যায়।

এর আগে ২০১৩ সালের ২৯শে এপ্রিল জেনেভায় অনুষ্ঠিত 'ইউনিভার্সাল পিরিয়ডিক রিভিউতে' তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী সমকামীদের অধিকারের পক্ষে কথা বলায় দেশে সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন। ২০১৭ সালের আগস্টে কেরানীগঞ্জ থেকে এক গোপন বৈঠক চলাকালে ২৮ সমকামীকে পুলিশ আটক করে। এ ঘটনা নিয়েও দেশজুড়ে তোলপাড় হয়।'[48]

---

[48] https://mzamin.com/article.php?mzamin=107312

ঢাকায় সমকামী ক্লাব, দৈনিক মানবজমিন

২০০৯ থেকে ২০১৬ এর মধ্যে বয়েস অফ বাংলাদেশের আরও কিছু উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডের তালিকা (তাদের সাইটে দেয়া তথ্য অনুযায়ী) নিচে দেয়া হলো -

● ২০০৯ সালে সাহরা (South Asian Human Rights Association for Marginalized Genders and Sexualities-SAHRA) নামে একটি আঞ্চলিক এলজিবিটি প্ল্যাটফর্মের সদস্য হয় বয়েস অফ বাংলাদেশ।

● ২০১১ সালে বব এবং বন্ধু যৌথভাবে বাংলাদেশে সাহরার মিটিং আয়োজন করে।

● জার্মান কালচারাল ইন্সটিটিউট এবং অলিয়স ফ্রসেজে এলজিবিটি নিয়ে বেশ কিছু শিল্প প্রদর্শনী ও 'ফেস্টিভাল' আয়োজন ও অংশগ্রহণ করে।

● ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চট্টগামের এশিয়ান উইমেনস ইউনিভার্সিটিতে একাধিকার প্রেসেন্টেশান দেয় এবং সেমিনারে অংশগ্রহণ করে।

● বাংলাদেশে হিউম্যান রাইটস ফোরামের সদস্যপদ লাভ ।

● সমকামীতার ওপর একটি ব্রোশিয়ার প্রকাশ (২০১৩)

প্রনয়নামা নামে দুটি আবৃত্তি অনুষ্ঠান আয়োজন।

● সমকামীতার পক্ষে যাদুর শহর নামে মঞ্চ নাটক আয়োজন।

● এলজিবিটি নিয়ে আয়োজিত ব্র্যাকের বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ।

● সমকামী ফিল্ম ফেস্টিভাল নিয়ে ব্রিটিশ কাউন্সিলের সাথে যৌথ আয়োজন ।

● বাংলাদেশের সমকামীরা যেন সহজে যৌন সঙ্গী খুঁজে বের করতে পারে তার জন্য সমকামীদের আন্তর্জাতিক ডেইটিং অ্যাপ (যৌন সঙ্গী খুঁজে বের করার জন্য তৈরি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন)-এর সাথে কোলাবরেশন।

● সমকামীদের 'আইনী ক্ষমতায়ন' নিয়ে ব্ল্যাস্টের সাথে কাজ করা।

● বয়েস অফ বাংলাদেশের প্রতিনিধি (শওকত ইমাম রাজীব) ২০১৫ সালে ইলগা এশিয়ার বোর্ডের সদস্য মনোনীত হয়।[49]

● ২০১৬ সালে বয়েস অফ বাংলাদেশ বাংলাদেশে সমকামীতার বৈধতা ও সামাজিকীকরণের লক্ষ্যে ৫ বছরের একটি স্ট্র্যাটিজিক পরিকল্পনা প্রস্তুতের জন্য ময়মনসিংহে ওয়ার্কশপ আয়োজন করে বব।

রূপবানঃ ব্র্যাকের প্রশিক্ষণ ও উৎসাহকে কাজে লাগিয়ে এবং বয়েস অফ বাংলাদেশের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে থেকে গড়ে ওঠে আরও কিছু সমকামী সংগঠন। 2008 এ কুইয়ার বাংলা (Queer Bangla) এবং (Gay Bangla) নামে দুটো সংগঠন তৈরি হয়, যদিও কোনটাই ঐভাবে স্থায়ী হয় না। তবে সক্রিয় হয় রূপবান নামে আরেকটি উদ্যোগ। ২০১১ থেকে নেটওয়ার্কিং শুরু করলেও রূপবান আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে ২০১৪ সালে 'রূপবান' নামে দেশের প্রথম সমকামী ম্যাগাজিন প্রকাশের মাধ্যমে।[50]

[49] ILGA Asia New Board, ২০১৫

https://ilgaasiatw2015.wordpress.com/2015/10/30/ilga-asia-new-board/

https://thequeerness.com/2018/03/25/lgbtq-people-dont-exist-in-a-vacuum-tq-speaks-to-shakhawat-imam-rajeeb/

[50] Hossain, Adnan. 2019. "Roopban." Pp. 1390–92 in The Global Encyclopedia of Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Queer History, edited by H. Chiang and A. Arondekar. Farmington Hills, MI: Charles Scribner and Sons.

এই ম্যাগাজিনের প্রচারনা চলে প্রিন্ট মিডিয়া (যেমন ডেইলি স্টারে বিজ্ঞাপন দেয়ার মাধ্যমে) এবং অনলাইনের মাধ্যমে। ব্রিটিশ কাউন্সিলে অনুষ্ঠিত রূপবানের প্রথম সংখ্যার প্রকাশনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয় তৎকালীন ব্রিটিশ হাই-কমিশনার রবার্ট গিবসন, ব্যারিস্টার সারা হোসেনসহ আরো অনেকে।

ম্যাগাজিনটির প্রকাশনার খবর ফলাও করে প্রচার করে ডেইলি স্টার, বাংলা ট্রিবিউন, ঢাকা ট্রিবিউন, বিবিসি সহ বিভিন্ন পত্রিকা ও গণমাধ্যম।[51] বরাবরের মতো এখানেও ছিল পশ্চিমা কানেকশন। রূপবানের প্রধান উদ্যোক্তা জুলহাস মান্নান ছিল মার্কিন দূতাবাসের সাবেক কর্মকর্তা, তার সম্পর্ক ছিল ছিল ইউএসএইডের সাথেও।[52]

বয়েস অফ বাংলাদেশের সাথে মিলে বাংলাদেশের সমকামীদের নিয়ে একটি জরিপ চালায় রূপবান। দাবি করে বাংলাদেশের জনসংখ্যার ১০ শতাংশ নাকি সমকামী! এই হাস্যকর দাবি পরবর্তীতে বিদেশী এনজিও, পশ্চিমা সরকার এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো তাদের প্রতিবেদনগুলোতে বারবার ব্যবহার করবে।

বয়েস অফ বাংলাদেশের মতো রূপবানও সমকামী অ্যাক্টিভিস্ট তৈরির জন্য দেশজুড়ে বিভিন্ন ওয়ার্কশপ আয়োজন করে রূপবান ইয়ুথ লিডারশীপ প্রোগ্রাম নামে।[53]

তবে প্রকাশ্য কর্মকান্ডের দিক থেকে বয়েস অফ বাংলাদেশকে বেশ অনেকটা ছাড়িয়ে যায় রূপবান। ২০১৪ এবং ২০১৫ সালে পহেলা বৈশাখ উদযাপনে রঙধনু **র‍্যালি** আয়োজন করে রূপবান। শাহবাগে রংবেরঙের পোশাক পরে মিছিল করে হিজড়া

---

[51] https://www.thedailystar.net/first-local-magazine-for-gays-launched-7611

https://web.archive.org/web/20140123051238/http://www.dhakatribune.com/arts-amp-culture/2014/jan/20/first-ever-lgbt-magazine-launched

[52] Hossain, Adnan. 2019. "Roopban."

[53] https://roopbaan.org/2017/09/23/roopbaan-youth-leadership-program-2015-2016/

এবং সমকামী পুরুষরা। এ সময়টাতে রূপবান দুটি ‘ফ্যাশন শো’ ও প্রদর্শনীর আয়োজন করে যেগুলোর মূল থিম ছিল ট্রান্সজেন্ডার ও ক্রসড্রেসিং, অর্থাৎ সমকামী পুরুষদের নারীর পোশাকে সাজা।[54]

জুলহাস মান্নান ও তার সহগামী মাহবুবকে ২০১৬ সালে হত্যা করার পর রূপবানসহ স্তিমিত হয়ে আসে অন্যান্য সমকামী সংগঠনের কার্যক্রম।

অনেক অ্যাকটিভিস্ট দেশ ছেড়ে চলে যায়। প্রায় বন্ধ হয়ে যায় সমকামী অধিকার নিয়ে প্রকাশ্য কার্যক্রম।

এমন পরিস্থিতিতে শুরু হয়ে বাংলাদেশে এলজিবিটি আন্দোলনের চতুর্থ পর্যায়।

[54] https://roopbaan.org/2017/09/23/rb-sns-trans-show-2014/

https://roopbaan.org/2017/09/23/dragonball-2015/

ট্রান্সজেন্ডার ও হিজড়া

২০১৬ সালের পর বাংলাদেশে এলজিবিটি নিয়ে কাজ করা সংগঠনগুলো বুঝতে পারে সরাসরি সমকামী অধিকারের দাবি তুলে এখানে আগানো কঠিন হবে। তারা কৌশল পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়। সামনে আনে ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ এবং যৌন শিক্ষাকে। এই পরিবর্তনের আরো কিছু কারণ ছিল।

২০১৫ তে আমেরিকায় 'সমকামী বিয়ে' বৈধ হয়ে যাবার পর থেকে পশ্চিমা দাতারা ক্রমেই ট্রান্সজেন্ডার সংক্রান্ত কর্মকান্ডে ফান্ড দিতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। এছাড়া আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং দাতারা যৌন শিক্ষার মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে বিকৃতির স্বাভাবিকীকরণে অর্থায়নও শুরু করে। তাই দেশীয় এনজিও-গুলোও ঝুঁকতে শুরু করে এদিকে।

ট্রান্সজেন্ডার নিয়ে কাজ করার আরও একটি সুবিধা ছিল। উপমহাদেশে দীর্ঘদিন ধরে হিজড়া নামক সম্প্রদায়ের উপস্থিতি আছে। সমাজে তাদের একধরনের পরিচিতি ও স্বীকৃতি আছে, আছে তাদের প্রতি সহানুভূতিও। ফলে হিজড়া আর ট্রান্সজেন্ডার শব্দ দুটোকে এক সাথে ব্যবহার করে ট্রান্সজেন্ডারবাদ নিয়ে কাজ করা তুলনামূলকভাবে সহজ।

অন্যদিকে যৌন বিকৃতির সামাজিকীকরণ এবং বৈধতার জন্য শিক্ষার ভূমিকা সুদূরপ্রসারী। শিশু-কিশোরদের মাথায় শুরুতেই যদি ঢুকিয়ে দেয়া যায় যে মানুষ ইচ্ছেমতো যৌন সঙ্গী বেছে নিতে পারে, ইচ্ছে মতো যৌনতায় লিপ্ত হতে পারে, নিজের পরিচয় বেছে নিতে পারে ইচ্ছে মতো – সবই ব্যক্তি স্বাধীনতা ও অধিকারের বিষয় তাহলে, এক প্রজন্মের মধ্যেই সমাজের মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গিতে বড় ধরনের অবনতি নিয়ে আসা সম্ভব।

দেশীয় এনজিও এবং এলজিবিটি সংগঠনগুলো তাই সামাজিক প্রেক্ষাপট, দাতাদের পছন্দ, কৌশল মূল্যায়নসহ বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে ট্রান্সজেন্ডারবাদ এবং যৌন শিক্ষাকে সামনে রেখে এলজিবিটি মতবাদের প্রচার, প্রসার ও সামাজিকীকরণে মনোযোগী হয়। আর এজন্য তারা কাজে লাগায় হিজড়া ও তৃতীয় লিঙ্গ শব্দাগুলিকে।

হিজড়া নিয়ে অ্যাকটিভিসমঃ

নব্বইয়ের দশকের শেষ দিকে এনজিওগুলো যখন এইডস নিয়ে কাজ শুরু করে তখন কাজ শুরু হয় হিজড়া সম্প্রদায় নিয়েও। ২০০০ সালে কেয়ার বাংলাদেশের অর্থায়নে বাঁধন হিজড়া সঙ্ঘ নামে একটি এনজিও গড়ে ওঠে। পরের বছর হিজড়াদের নিয়ে কাজ করার জন্য সুস্থ জীবন নামে একটি এনজিও তৈরি করে বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি।[55]

২০১০ নাগাদ হিজড়া সম্প্রদায়ের মধ্যে এনজিওগুলোর কাজ ছড়িয়ে পড়ে ব্যাপকভাবে। এমনকি হিজড়া এবং তাদের নিয়ে কাজ করা 'সুশীল সমাজ' এর মধ্যে 'এনজিও হিজড়া' নামে একটা নামই চালু হয়ে যায়। তবে এসব এনজিও-র মাধ্যমে হিজড়া সম্প্রদায়ের লাভ কতোটুকু হয়েছে তা নিয়ে আছে মিশ্র অনুভূতি। হিজড়াদের অনেকে মনে করেন এনজিও চালানো লোকেরা প্রচুর টাকা কামিয়ে নিলেও গরীব হিজড়াদের অবস্থার খুব একটা উন্নতি হয়নি।[56]

২০০৭ সালে ব্র্যাকের উদ্যোগের পর হিজড়াদের নিয়ে কাজ করা এনজিওগুলো যৌন স্বাস্থ্যের বদলে 'অধিকার' এর আলাপের দিকে ঝুকে পড়ে। এ সময়টাতে উপমহাদেশের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও হিজড়াদের তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে আইনগত স্বীকৃতি দেয়ার দাবি ওঠে। এই দাবির পেছনেও মূল চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে পশ্চিমা দাতাগোষ্ঠী, এনজিও এবং আন্তর্জাতিক এলজিবিটি নেটওয়ার্ক। তারা হিজড়াদের এলজিবিটি সম্প্রদায়ের অংশ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে। ২০০৭-এ নেপালে এবং ২০০৯-এ পাকিস্তানের পর, ২০১৩ সালে বাংলাদেশেও হিজড়াদের তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। দেশীয় এনজিও, তাদের বিদেশী ডোনার এবং এলজিবিটি আন্দোলন এই স্বীকৃতিকে দেখে নিজেদের সাফল্য হিসেবে।

---

[55] Hossain, Adnan. "The paradox of recognition: hijra, third gender and sexual rights in Bangladesh." Culture, Health & Sexuality 19, no. 12 (2017): 1418-1431.

[56] Hossain, A. "Bangladesh: Review of LGBT situation in Bangladesh." The Greenwood Encyclopedia of LGBT Issues Worldwide (2010): 333-346.

২০১৫ সালে বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে ঢাকায় ব্যাপক জাকজমকের সাথে হিজড়া প্রাইড নামে মিছিল আয়োজন করা হয়। প্রাইড প্যারেড বা প্রাইড মিছিলের ধারণাটা সরাসরি আমেরিকান ও পশ্চিমা এলজিবিটি আন্দোলন থেকে আসা।[57] হিজড়া প্রাইডে হিজড়াদের পাশাপাশি দেখা যায় বিভিন্ন পশ্চিমা দূতাবাস আর দাতা সংস্থার কর্মকর্তাদেরও।[58]

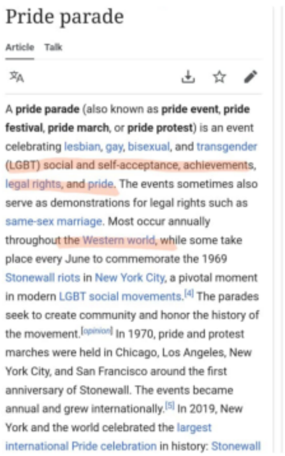
Pride parade

Article Talk

A **pride parade** (also known as **pride event**, **pride festival**, **pride march**, or **pride protest**) is an event celebrating lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) social and self-acceptance, achievements, legal rights, and pride. The events sometimes also serve as demonstrations for legal rights such as same-sex marriage. Most occur annually throughout the Western world, while some take place every June to commemorate the 1969 Stonewall riots in New York City, a pivotal moment in modern LGBT social movements.[4] The parades seek to create community and honor the history of the movement.[opinion] In 1970, pride and protest marches were held in Chicago, Los Angeles, New York City, and San Francisco around the first anniversary of Stonewall. The events became annual and grew internationally.[5] In 2019, New York and the world celebrated the largest international Pride celebration in history: Stonewall

VICE

VICE News

In Photos: Bangladesh's Trans Pride Parade Was Massive and Fabulous

Bangladesh hosted the largest trans pride parade in the nation's history earlier this month to celebrate the one-year anniversary of an inclusive government policy.

By Sabrina Toppa

24 November 2014, 12:44am

অন্যদিকে, বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ হিজড়া বলতে এমন মানুষকে বোঝায় যাদের জন্মগতভাবে প্রজননব্যবস্থা এবং যৌন বিকাশের ত্রুটি থাকে। এক কথায় সাধারণ মানুষ হিজড়া বলতে বোঝায় 'যৌন এবং লিঙ্গ প্রতিবন্ধী' মানুষকে। অর্থাৎ ইন্টারসেক্স বা আন্তঃলিঙ্গ মানুষকে।

যেহেতু তাদের সমস্যা জন্মগত এবং এর ওপর তাদের কোন হাত নেই, তাই এ ধরণের মানুষের প্রতি সমাজে সহানুভূতি আছে। এটি হলো হিজড়াদের ব্যাপারে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি। সরকারী স্বীকৃতিতেও হিজড়াদের সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, যৌন

57 Pride Parade: https://en.wikipedia.org/wiki/Pride_parade

58 Hossain, Adnan. The paradox.

ও লিঙ্গ প্রতিবন্ধি হিসেবে। অর্থাৎ যাদের জন্মগত সমস্যা আছে শুধু তাদেরকেই হিজড়া হিসেবে তৃতীয় লিঙ্গের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।[6]

> বাংলাদেশ সরকার ২০১৩ সালে এই মানুষদের ‘হিজড়া লিঙ্গ’ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। সরকারি সংজ্ঞানুযায়ী ‘এরা জন্মগতভাবে যৌন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, যাদের দৈহিক বা জেনেটিক কারণে নারী-বা পুরুষ কোনো শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না এবং সমাজে এই জনগোষ্ঠী হিজড়া হিসেবে পরিচিত।’

হিজড়া ও ট্রান্সজেন্ডারঃ শব্দের রাজনীতি

কিন্তু বিপত্তি বাঁধলো ২০১৫ সালে। এ বছর হিজড়াদের সামাজিকীকরণের অংশ হিসেবে সমাজকল্যাণ মন্ত্রনালয়ে কেরানী বা অফিস সহকারী হিসেবে চাকরি দেয়ার সিদ্ধান্ত হয় মোট চৌদ্দ জন হিজড়াকে। দুজন চট্টগ্রামে, বাকিরা ঢাকায়। প্রাথমিকভাবে বাছাই করার পর মেডিকাল টেস্ট করা হয় তাদের। টেস্টে দেখা যায় ঢাকার ১২ জনের মধ্যে ১১ জনেরই লিঙ্গ এবং অন্ডকোষ আছে। তারা সুস্থ স্বাভাবিক পুরুষ। বাকি যে একজন, সেও ছিল জন্মগতভাবে সুস্থ পুরুষ, এই টেস্টের বছর দুই আগে স্বেচ্ছায় সার্জারি করে নিজের লিঙ্গ আর অন্ডকোষ অপসারণ করেছে সে। এরপর বারো জনেরই অ্যাপয়ন্টমেন্ট বাতিল করা হয়।[59]

BBC NEWS বাংলা

মূলপাতা সংসদ নির্বাচন ২০২৪ সর্বাধিক পঠিত

ডাক্তারি পরীক্ষার পর ১২ 'হিজড়া'র নিয়োগ স্থগিত

১ জুলাই ২০১৫

ডাক্তারি পরীক্ষার পর, বাংলাদেশ সমাজসেবা দপ্তরে চাকরির জন্য মনোনীত ১২ জন 'হিজড়া'র নিয়োগ স্থগিত করা হয়েছে।

ঢাকার সিভিল সার্জনের দপ্তর তাদের পরীক্ষার রিপোর্টে বলেছে, ঐ ১২ জন "পুর্ণাঙ্গ পুরুষ বলে প্রতীয়মান হয়।"

দুদিন আগে এই মেডিকেল রিপোর্ট পাওয়ার পর, সমাজসেবা অধিদপ্তর নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থগিত করেছে।

এ ঘটনা বিবিসির কাছে নিশ্চিত করেছেন অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক পারভীন মেহতাব।

---

[59] বিবিসি নিউজ, ডাক্তারি পরীক্ষার পর ১২ ’হিজড়া’র নিয়োগ স্থগিত, ২০১৫ https://www.bbc.com/bengali/news/2015/07/150701_sa_bd_hijra_job_controversy

এ ঘটনার পর থেকে এনজিও এবং এলজিবিটি সংগঠনগুলো তাদের দাবিতে পরিবর্তন আনে।

- প্রথমতঃ হিজড়া সনাক্তকরণে শারীরিক পরীক্ষা বাদ দিতে বলে।

- দ্বিতীয়তঃ তারা হিজড়ার পাশাপাশি ট্রান্সজেন্ডার শব্দটা সামনে আনতে শুরু করে।

শারীরিক পরীক্ষার ব্যাপারে তারা দাবি করে বসে, এতে নাকি যৌন হয়রানী হচ্ছে। অথচ ক্যাডেট কলেজ থেকে শুরু করে সামরিক বাহিনী, বুয়েটের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং প্রবাসে কাজ করা মানুষদের ক্ষেত্রে শারীরিক পরীক্ষা হয় নিয়মমাফিক, এ নিয়ে কেউ আপত্তি করে না। সমস্যা কেবল হিজড়াতেই ক্ষেত্রেই?

যেখানে হিজড়াদের বিশেষ সুবিধা এবং স্বীকৃতি দেয়াই হচ্ছে 'যৌন ও লিঙ্গ প্রতিবন্ধী' হবার কারণে, সেখানে শারীরিক পরীক্ষা আবশ্যক। কোন মানুষ যদি অন্ধ বা বধির হবার কারণে বিশেষ সুবিধা পায়, ভাতা পায়, তাহলে সে আসলেই অন্ধ বা বধির কি না তা যাচাই করা জরুরী। কাজেই হিজড়াদের শারীরিক পরীক্ষা নিয়ে এই আপত্তি একেবারেই অযৌক্তিক এবং উদ্দেশ্য প্রনোদিত। ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করি।

এলজিবিটি নেটওয়ার্ক চায় সুস্থ দেহের পুরুষ নিজেকে নারী পরিচয় দিলে, সমাজ ও রাষ্ট্র তাকে নারী হিসেবে মেনে নেবে। একই ভাবে সুস্থ দেহের নারী নিজেকে পুরুষ বলে পরিচয় দিলেও সমাজ ও রাষ্ট্র সেটা মেনে নেবে। কোন শারীরিক পরীক্ষা থাকবে না, কেউ দাবি করলেই সে স্বীকৃতি পাবে।

তারা ভেবেছিল হিজড়াদের তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার মাধ্যমে এটা অর্জিত হবে। কিন্তু সরকারীভাবে হিজড়াকে যখন যেহেতু 'যৌন ও লিঙ্গ প্রতিবন্ধী' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, তাই এতে তাদের উদ্দেশ্য পূরণ হলো না।

হিজড়া বা তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ বলতে রাষ্ট্র ও সমাজ বোঝাচ্ছে আন্তঃলিঙ্গ বা ইন্টারসেক্স মানুষকে, যাদের জন্মগত সমস্যা আছে। কিন্তু এটাই যদি তৃতীয় লিঙ্গের অর্থ হয় তাহলে নারী সাজা পুরুষ বা পুরুষ সাজা নারীরা (অর্থাৎ 'ট্রান্সজেন্ডাররা) এবং স্বেচ্ছায় লিঙ্গ পরিবর্তন করা লোকেরা তৃতীয় লিঙ্গের স্বীকৃতি পাবে না।

যখন শারীরিক পরীক্ষা হবে তখন তারা ধরা পড়ে যাবে। নারী সাজা পুরুষদের মধ্যে আগে যারা হিজড়া বলে পরিচিত ছিল ধরা পড়ে যাবে তারাও। অর্থাৎ ২০১৩ এর স্বীকৃতির ফলে তাদের উদ্দেশ্য অর্জিত হচ্ছে না, উল্টো সমস্যা দেখা দিচ্ছে। করণীয় কী?

এক্ষেত্রে এলজিবিটি নেটওয়ার্কের সামনে দুটো রাস্তা খোলা থাকে।

- হিজড়া শব্দকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করা, অথবা
- হিজড়ার পাশাপাশি আইনে ট্রান্সজেন্ডার শব্দটা যুক্ত করা।

হিজড়াকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করার মধ্যে বড় ধরনের সমস্যা আছে। পথেঘাটে চাঁদাবাজি, বাসাবাড়িতে হানা দেয়া, দেহব্যবসাসহ বিভিন্ন অপরাধের সাথে হিজড়াদের যুক্ত থাকার খবর প্রায়ই পত্রপত্রিকাতে দেখা যায়। এধরনের কার্যকলাপের কারণে সমাজের অনেক মানুষের মধ্যে হিজড়াদের প্রতি ক্ষোভ আছে। তবু সমাজ তাদের জায়গা ছেড়ে দিচ্ছে, কারণ মানুষ মনে করে হিজড়ারা জন্মগতভাবে যৌন ও লিঙ্গ প্রতিবন্ধী। এ অবস্থার ওপর তাদের কোন হাত নেই, এবং তাদের প্রতি সমাজের একটা দায়িত্ব আছে।

কিন্তু কেউ যদি কেউ বলে বসে- হিজড়া আসলে শুধু জন্মগত সমস্যাযুক্ত মানুষ না, বরং শারীরিকভাবে সুস্থ মানুষও স্বেচ্ছায় হিজড়া হতে পারে। তখন সমাজের ঐ সহানুভূতিটুকু আর থাকে না। কিছু পুরুষ স্বেচ্ছায় নারী সাজছে, সমকামীতায় লিপ্ত হচ্ছে, রাস্তাঘাটে উপদ্রব করছে, নানা অপরাধ করে বেড়াচ্ছে আবার তারা সমাজ ও রাষ্ট্রের কাছে বিশেষ সুবিধাও চাইছে - এটা সমাজ মেনে নেবে না। সহানভূতি উবে যাবে, থেকে যাবে ক্ষোভ। ফলাফলটা ভালো হবে না। কাজেই হিজড়া শব্দকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করা যাবে না।

বাংলাদেশে সক্রিয় এলজিবিটি নেটওয়ার্ক এজন্য পরের রাস্তা বেছে নেয়। ট্রান্সজেন্ডার শব্দের ওপর জোর দিতে শুরু করে। সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে থাকে আইনের মধ্যে ট্রান্সজেন্ডার শব্দটা ঢুকিয়ে দেয়ার।

ট্রান্সজেন্ডার শব্দ ব্যবহার করলে দু দিকেই সুবিধা পাওয়া যায়। একদিকে হিজড়া এবং ট্রান্সজেন্ডারকে সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করা যায়। সাধারণ মানুষ যেহেতু হিজড়া বলতে জন্মগত সমস্যাকে বোঝে, তাই এতে করে ‘ট্রান্সজেন্ডার’দের প্রতি সহানুভূতি তৈরি হয়।

অন্যদিকে ট্রান্সজেন্ডার শব্দটাকে আন্তর্জাতিক সংজ্ঞা অনুযায়ী আইনে ঢুকিয়ে দেয়া গেল এলজিবিটি এজেন্ডার একটা বড় বিজয় চলে আসে। তৈরি হয়ে যায় সমকামীতার বৈধতার পথও। কারণ ট্রান্সজেন্ডারবাদের – পুরুষের নারী সাজা বা নারীর পুরুষ সাজার - অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হলো সমকামিতাসহ অন্যান্য যৌন বিকৃতি।

এজন্যই ট্রান্সজেন্ডার শব্দটাকে আইনে ঢোকানোর জন্য এতোটা জোর দিচ্ছে তারা। এজন্যই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি কোটা থেকে শুরু করে নির্বাচন কমিশনের ভোটার আইডি সংশোধনের কাগজপত্রে হিজড়া না লিখে ট্রান্সজেন্ডার লেখা হচ্ছে।

এবং এজন্যই দেখবেন ট্রান্সজেন্ডার অ্যাকটিভিস্ট এবং তাদের সমর্থকদের দুটি কাজ করে,

প্রথমত, তারা ’তৃতীয় লিঙ্গ’ কথাটার বিরোধিতা করে, কারণ তৃতীয় লিঙ্গ দ্বারা, আন্তলিঙ্গ বা ইন্টারসেক্স মানুষ বোঝানো হয়।

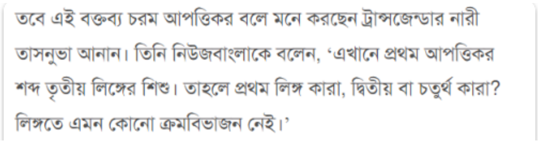
তবে এই বক্তব্য চরম আপত্তিকর বলে মনে করছেন ট্রান্সজেন্ডার নারী তাসনুভা আনান। তিনি নিউজবাংলাকে বলেন, ‘এখানে প্রথম আপত্তিকর শব্দ তৃতীয় লিঙ্গের শিশু। তাহলে প্রথম লিঙ্গ কারা, দ্বিতীয় বা চতুর্থ কারা? লিঙ্গতে এমন কোনো ক্রমবিভাজন নেই।’

ছবি[60]

দ্বিতীয়ত, তারা বলে ’হিজড়া’ কোনো জেন্ডার বা লিঙ্গ পরিচয় না, এটি একটি সংস্কৃতি।’

[60] https://www.newsbangla24.com/news/168853/Controversy-over-transgender-clinic-at-BSMMU

এটা বলার মূল কারণ হল আইনের মধ্যে ট্রান্সজেন্ডার শব্দটা ঢোকানোর সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য অজুহাত তৈরি করা। যখন তাদের প্রশ্ন করা হবে, হিজড়াদের তো স্বীকৃতি দেয়াই হয়েছে তাহলে তোমরা ট্রান্সজেন্ডার শব্দ নিয়ে কেন এতো মাতামাতি করছো?

তখন তারা বলবে, 'হিজড়া কোন জেন্ডার না, এটা একটি সংস্কৃতি' - আর যেহেতু এটা নির্দিষ্ট একটা সংস্কৃতি তাই অনেকে এই সংস্কৃতি নিজের মধ্যে ধারণা না-ও করতে পারে। হিজড়া নামে নিজেকে পরিচয় না-ও দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে তাদের জন্য ট্রান্সজেন্ডার শব্দটা ব্যবহার করা উচিৎ।

আদতে মূল কারণ হল, শারীরিকভাবে সুস্থ পুরুষের নারী পরিচয় দিয়ে এবং শারীরিকভাবে সুস্থ নারীর নিজেকে পুরুষ পরিচয় দিয়ে সমকামীতায় লিপ্ত হওয়ার সামাজিক ও আইনী বৈধতা তৈরি। এই হল হিজড়া আর ট্রান্সজেন্ডার শব্দের পেছনের রাজনীতি।

ট্রান্সজেন্ডারবাদ প্রসারে কার্যক্রমঃ

গত ৭-৮ বছরে বাংলাদেশে ট্রান্সজেন্ডারবাদের প্রসারে ব্যাপক কার্যক্রম হয়েছে। বাংলাদেশের এলজিবিটি আন্দোলন বর্তমানে তাদের পুরো শক্তি একত্রিত করেছে ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে ট্রান্সজেন্ডার মতবাদের পক্ষে প্রচারণা চালানো হয়েছে, মিডিয়াতে ট্রান্সজেন্ডারদের তুলে ধরা হচ্ছে ইতিবাচকভাবে, প্রশাসনিকভাবে তাদের একধরণের অনানুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়ার আলামত পাওয়া যাচ্ছে, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ট্রান্সজেন্ডারবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য আইনের খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে।

ট্রান্সজেন্ডার মতবাদের এই ব্যাপক প্রচারণা ও প্রভাবের পেছনেও আছে সেই পুরনো খেলোয়াড়েরা। পশ্চিমা দাতা, বৈশ্বিক এলজিবিটি নেটওয়ার্ক আর দেশীয় এনজিও। ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ প্রতিষ্ঠায় এসব এনজিও

এবং বিভিন্ন এলজিবিটি সংগঠনগুলোর ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যেতে পারে এই ইস্যু নিয়ে বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির কর্মকান্ড থেকে।

প্রথমদিকে সমকামী পুরুষদের নিয়ে কাজ করলেও গত দশ বছরের বেশি সময় ধরে ট্রান্সজেন্ডারবাদ নিয়েও প্রচুর কাজকর্ম করে যাচ্ছে বন্ধু। নিজস্ব ওয়েবসাইটে দেয়া বাৎসরিক প্রতিবেদনগুলোতে খুটিয়ে খুটিয়ে নিজেদের কার্যকলাপের ফিরিস্তি দিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। এসব প্রতিবেদন যেহেতু ডোনারদের জন্য বানানো তাই কিছুটা অতিরঞ্জন এতে থাকা স্বাভাবিক। তবে সামগ্রিক যে চিত্রটা পাওয়া যায় তা মোটাদাগে সঠিক। এই প্রতিবেদনগুলো থেকে যা বোঝা যায় তা হল, ট্রান্সজেন্ডার সুরক্ষা আইন থেকে শুরু করে পাঠ্যপুস্তকে ট্রান্সজেন্ডার মতবাদের শিক্ষা, এমনকি মিডিয়াতে ট্রান্সজেন্ডারবাদের পক্ষে প্রচারণার, প্রতিটি পদক্ষেপের পেছনে আছে এলজিবিটি সংগঠন, এনজিও এবং তাদের পশ্চিমা মালিকেরা।

মিডিয়াঃ

অনেকেই লক্ষ্য করেছেন গত ২/৩ বছর ধরে মিডিয়াতে ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ এবং পরিচয়কে তুলে ধরা হচ্ছে ইতিবাচকভাবে। ট্রান্সজেন্ডারবাদ নিয়ে নিউজ মিডিয়াতে নিয়মিত আসছে নানা ধরনের প্রতিবেদন। বিনোদন জগতের মাধ্যমেও ট্রান্সজেন্ডারবাদের পক্ষে প্রচারণা চালানো হচ্ছে। সুন্দরী প্রতিযোগিতাতেও নারী সাজা পুরুষদের স্থান দেওয়া হচ্ছে। এদের মধ্যে কেউ কেউ রানারআপও হয়েছে![61]

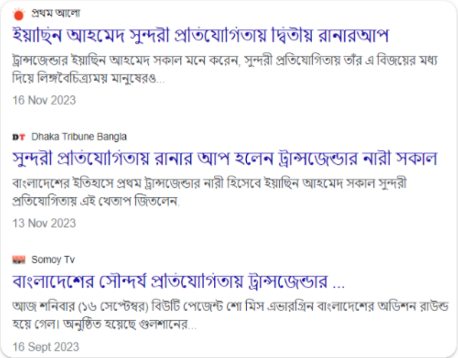
প্রথম আলো
ইয়াছিন আহমেদ সুন্দরী প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় রানারআপ
ট্রান্সজেন্ডার ইয়াছিন আহমেদ সকাল মনে করেন, সুন্দরী প্রতিযোগিতায় তাঁর এ বিজয়ের মধ্য দিয়ে লিঙ্গবৈচিত্র্যময় মানুষেরও...
16 Nov 2023

Dhaka Tribune Bangla
সুন্দরী প্রতিযোগিতায় রানার আপ হলেন ট্রান্সজেন্ডার নারী সকাল
বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম ট্রান্সজেন্ডার নারী হিসেবে ইয়াছিন আহমেদ সকাল সুন্দরী প্রতিযোগিতায় এই খেতাপ জিতলেন.
13 Nov 2023

Somoy Tv
বাংলাদেশের সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় ট্রান্সজেন্ডার ...
আজ শনিবার (১৬ সেপ্টেম্বর) বিউটি পেজেন্ট শো মিস এভারগ্রিন বাংলাদেশের অডিশন রাউন্ড হয়ে গেল। অনুষ্ঠিত হয়েছে গুলশানের...
16 Sept 2023

---

[61] সুন্দরী প্রতিযোগিতায় ট্রান্সজেন্ডার নারী রাদিয়া। DBC NEWS https://www.youtube.com/watch?v=WyB64zUFi7Y

সুন্দরি প্রতিযোগিতায় লড়বেন আরও এক ট্রান্সজেন্ডার। সময় টিভি https://www.youtube.com/watch?v=Hhg_XzxRrxk

বিভিন্ন বেসরকারী টিভি চ্যানেলের টক শো তে অতিথি হিসেবে আনা হয়েছে নারী সাজা পুরুষদের। সুস্থ দেহের মানুষ অপারেশন করে 'লিঙ্গ পরিবর্তন' করছে এমন ঘটনাকে দেখানো হচ্ছে ইতিবাচকভাবে। নারী সাজা পুরুষদের মডেল বানিয়ে আলাদাভাবে নিউজ করা হয়েছে পত্রিকার ফ্যাশন সাময়িকীতে।[62]

প্রথম আলো

অস্ত্রোপচার করে পুরুষ থেকে নারী হয়েছি, গোপন করার কিছু নেই: হো চি মিন ইসলাম

দিল্লিতে অস্ত্রোপচার করেছেন। জানালেন, অস্ত্রোপচারের পর নিজের পরিচিতি ফিরে পেয়ে তাঁর আত্মবিশ্বাস অনেক বেড়েছে।

7 Oct 2023

দেশ রূপান্তর

পুরুষ থেকে নারী হয়ে হো চি মিন বললেন, 'গোপন করার কিছু নেই'

অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে পুরুষ থেকে নারী হয়েছেন হো চি মিন ইসলাম। স্তন ও জরায়ু প্রতিস্থাপন (ইমপ্ল্যান্ট) করে রূপান্তরিত...

7 Oct 2023

এ খবরগুলো দেখতে থাকলে যেকোন মানুষের মনে হতে পারে, হয়তো আমাদের সমাজে দিন দিন 'ট্রান্সজেন্ডার' মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। আর তাই এতো জায়গাতে দেখা যাচ্ছে তাদের। কিন্তু বিষয়টা আসলে তা না। মিডিয়াতে আসা এই সব ব্যক্তিরা ঘুরেফিরে একই দাতা-এনজিও-অ্যাক্টিভিস্ট নেটওয়ার্কের অংশ। অল্প কিছু মানুষকে কৌশলে বারবার নানাভাবে মিডিয়াতে আনা হচ্ছে যাতে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আনা যায়।

ব্র্যাক যেমন এলজিবিটির ব্যাপারে ইতিবাচক খবর প্রকাশের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছিল ঠিক একই পদ্ধতি কাজে লাগানো হচ্ছে ট্রান্সজেন্ডারের ক্ষেত্রে। অর্থাৎ ট্রান্সজেন্ডার নিয়ে ইতিবাচকভাবে লিখলেই সাংবাদিকরা পাচ্ছে 'পুরস্কার'। এ কথার স্বীকৃতি এসেছে ট্রান্সজেন্ডারবাদ নিয়ে কাজ করা বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির নিজস্ব নথিপত্রে। বন্ধু-র ২০২২ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে,

---

62 প্রথম আলো, ট্রান্সজেন্ডার মডেল সকালকে দেখুন নতুন রূপে, ২০২৩ https://www.prothomalo.com/lifestyle/fashion/t89duuel20

বন্ধু শক্তিশালী মিডিয়া অ্যাডভোকেসি চালিয়ে গেছে যার ফলে 'নাটক, কমিউনিটি রেডিও , শর্ট ফিল্ম, গণসাক্ষর অভিযান এবং অন্যান্য ভাবে মিডিয়াতে জেন্ডার বৈচিত্র্যময় ব্যক্তিদের (জিডিপি) শক্তিশালী ইতিবাচক উপস্থাপনা ঘটেছে।[63]

BANDHU ANNUAL REPORT 2022

28490 Extended SRHR and HIV Support | 1287 Mental Health Support | 658 Legal Counselling and Support

trans-inclusive programs through advocacy approaches. Bandhu continued strong media advocacy that resulted in powerful positive media representation of GDP through television shows, community radio, short films, signature campaigns, and others.

To ensure a safe workplace for the GDP and other colleagues, Bandhu developed and revised different policies and oriented the colleagues on safeguarding including child protection policy, SHEA policy, code of conduct, zero tolerance, gender policy, holistic safety security and others.

We would like to express our heartfelt gratitude to all our colleagues, well-wishers, development partners from home and abroad, stakeholders, and the beloved gender-diverse community for making the year 2022 a great success with their enduring

২০১৬ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনের ভাষ্য অনুযায়ী ৫৬ জন সাংবাদিককে 'মিডিয়া ফেলোশিপ' দিয়ে পুরস্কৃত করেছে প্রতিষ্ঠানটি। বন্ধুর কাছে প্রশিক্ষণ পাওয়া এই মিডিয়া ফেলোরা ২০১১ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত পাঁচ বছরে যৌন সংখ্যালঘুদের (অর্থাৎ এলজিবিটি) নিয়ে পত্রপত্রিকাতে মোট ১৪৭টি প্রতিবেদন করেছে।

alternate dispute redressal mechanisms. More than 500 police officials have been sensitized on human rights issues of sexual minorities.

In its efforts towards media advocacy, Bandhu has awarded Media Fellowships to 56 journalists in a first of its kind Media Fellow Program on Sexual Minorities in Bangladesh. In the last five years, trained media fellows have published over 147 newspaper reports on issues affecting sexual minorities in Bangladesh. The intensity of such coverage is a complete change from 1996 where the media

Bandhu has awarded Media Fellowships to 119 journalists in a first of its

ছবি[64]

[63] Bandhu Annual Report 2022, Note from Chairperson and Executive Director, p 7

[64] https://web.archive.org/web/20210629053112/https://www.bandhu-bd.org/wp-content/uploads/2017/05/A-Tale-of-Two-Decades.pdf

২০২১ সালের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে মিডিয়ার জন্য বন্ধু-র বারো সদস্যদের উপদেষ্টা কমিটি আছে। এই কমিটি প্রতিষ্ঠানটির মিডিয়া স্ট্র্যাটিজি ঠিক করে। এছাড়া পুরো দেশের বন্ধুর ৯০ জন 'মিডিয়া ফেলো' আছে। যেসব সাংবাদিক 'যৌন বৈচিত্র্যময়' মানুষদের নিয়ে, অর্থাৎ নারী সাজা পুরুষ বা পুরুষ সাজা নারীদের নিয়ে লেখালেখি করতে 'আগ্রহী', বন্ধু তাদেরকে ফেলোশিপ প্রদান করে।

এছাড়া একাধিক বেসরকারী টিভি চ্যানেলে (আর টিভি, ডিবিসি ও বাংলা ভিশনে) ট্র্যান্স টক - নামে অনুষ্ঠান স্পন্সর করেছে বন্ধু। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চলছে ট্রান্সজেন্ডারবাদের সামাজিকীকরনের কাজ।[65]

বন্ধুর ভাষ্যমতে, বর্তমানে বাংলাদেশের মিডিয়া এলজিবিটি অধিকার সুরক্ষা এবং দাবি আদায়ের 'দক্ষ ওয়াচডগে' পরিণত হয়েছে।[66] মিডিয়া যে এলজিবিটি নিয়ে প্রশিক্ষিত কুকুরের মতো আচরণ করছে বন্ধু-র এই দাবির সাথে দ্বিমত করার অবকাশ আছে বলে মনে হয় না।

সরকার-প্রশাসনঃ

সেই ২০০৭ সাল থেকেই এনজিওগুলো সরকারী নীতিনির্ধারকদের এলজিবিটি এজেন্ডার সমর্থকে পরিণত করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রনালয় এবং জাতীয় মানবাধিকার কাউন্সিলের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোকে 'এলজিবিটি এজেন্ডার প্রতি সহনশীল' করে তুলতে সক্রিয় ও সফল ভূমিকা রেখেছে তারা। এমনকি বন্ধুর দাবি মতে জাতীয় সাইকোসোশ্যাল কাউন্সেলিং পলিসি এবং জাতীয় লিগ্যাল এইড সেবা সংগঠনগুলোকেও 'যৌন সংখ্যালঘুদে'র (অর্থাৎ এলজিবিটি) ব্যাপারে ইতিবাচক অবস্থান নিতে প্রভাবিত করেছে তারা।[67]

---

[65] Bandhu Annual Report 2021, p 52

[66] Bandhu, A tale of two decades 20-year achievements leading to impacts 1996-2016, Bandhu Social Welfare Society , executive summery ,p- 9

[67] Bandh, A tale, Impact of Bandhu's Work on the policy environment, p 8

ট্রান্সজেন্ডারদের 'অন্তর্ভুক্তির' জন্য বিভাগীয় পর্যায়ে ডিসি, সাংবাদিক, মিডিয়া, উকিল, নাগরিক সংগঠন এবং ট্রান্সজেন্ডারদের নিয়ে অ্যাডভোকেসি করেছে বন্ধু। এধরনের অ্যাডভোকেসির ফলস্বরূপ হবিগঞ্জের ডিসি অফিসের পক্ষ থেকে হিজড়া ও ট্রান্সজেন্ডারদের জন্যে 'ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে' একটি বিলবোর্ড টাঙ্গানো হয়েছে। বন্ধুর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই বিলবোর্ড উদ্বোধনের সময় এনডিসি, অ্যাসিসটেন্ট কমিশনার এবং এক্সেকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বলেছেন,

আমরা সবসময় আপনাদের পাশে আছি। বিলবোর্ড স্থাপনের মাধ্যমে, আমরা আপনার অধিকার নিশ্চিত করতে আপনার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করছি এবং আপনার সাথে একসাথে কাজ করতে একমত পোষণ করছি।'[68]

অন্যান্যঃ

ট্রান্সজেন্ডারবাদের প্রসারে বন্ধু-র আরও কিছু কর্মকান্ডের তালিকা দেখা যাক-

● লিগ্যাল হেল্পলাইন তৈরি করেছে।[69]

● সমকামী ও অন্যান্য বিকৃতকামীদের 'মানবাধিকারের' ব্যাপারে পাঁচশোর বেশি পুলিশ কর্মকর্তাকে 'সংবেদশনশীল' করে তুলেছে বন্ধু।[70]

● সিলেট হবিগঞ্জ ও মৌলভী বাজারে ইউনিয়ন পর্যায়ে ৯০টি 'সংলাপ অনুষ্ঠান' হয়েছে, যেখানে মোট ১৬২০ জন ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য অংশগ্রহন করেছে। এসব সংলাপে ইউনিয়ন পরিষদের স্ট্যান্ডিং কমিটিতে 'ট্রান্সজেন্ডার এবং হিজড়াদের অন্তর্ভুক্তির' কথা বলা হয়েছে।[71]

---

[68] Bandhu Annual Report 2022, Improving Human Rights, p 23

[69] Bandhu Annual Report 2022, Note from Chairperson and Executive Director, p-7

[70] Bandhu, A tale, Executive Summary, p-9

[71] Bandhu Annual Report 2022, Improving Human Rights , p- 21

● বন্ধুর উদ্যোগে তিন বিভাগে কমিটি তৈরি করা হয়েছে। এই কমিটিগুলোর কাজ হল হিজড়া এবং ট্রান্সজেন্ডারদের পক্ষে ওকালতি করা। বিভিন্ন অঙ্গন থেকে ৭৫ জনকে এসব কমিটির মেম্বার বানানো হয়েছে।

● এলজিবিটি অ্যাক্টিভিসমের জন্য প্রশিক্ষিত জনবল তৈরিতেও কাজ করেছে বন্ধু।

● এছাড়া ২৫টি তৃণমূল সংগঠনের ৩৫ জন ব্যক্তিকে অ্যাক্টিভিসমসহ অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়েছে বন্ধু।

● স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের ৭৪ জনের বেশি স্টাফকে ট্রান্সজেন্ডারবাদের ব্যাপারে সবক দেয়া হয়েছে

● ট্রান্সজেন্ডারদের চাকরির সুযোগ করে দেয়ার জন্য বিভিন্ন প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের সাথে 'লিংক' তৈরি করা হয়েছে

● ট্রান্সজেন্ডারদের মূল ধারার চাকরির বাজারে সুযোগ দেয়ার জন্য চেইম্বার অফ কমার্স, বিজিএমইএ, বিকেএমইএ এবং বাংলাদেশের ব্যাংকের কাছে অ্যাডভোকেসি করেছে।

● ব্র্যাকের অনুকরণে এমপি, অ্যাকাডিমক, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের নিয়ে প্রথম আলোর সাথে মিলে গোল টেবিল বৈঠক আয়োজন করেছে, যেখানে আলোচনার মূল বিষয়বস্তু ছিল হিজড়া ট্রান্সজেন্ডারদের 'যৌন অধিকার' সুরক্ষা, এবং তাদের বিরুদ্ধে 'বৈষম্য প্রতিরোধ'।

● বাংলাদেশ মেডিকাল স্টুডেন্ট সোসাইটি (বিএমএসএস) এর সাথে মিলে তরুণ চিকিৎসকদের মধ্যে ট্রান্সজেন্ডারবাদের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব তৈরিতে কাজ করেছে।[22]

● রোহিঙ্গা ক্যাম্পে এলজিবিটি মতবাদের ধ্যানধারণার সবক দেয়া হচ্ছে।[72]

● জাতিসংঘের ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিপোর্টের বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতিত মূল্যায়নের প্রতিবেদনে তৈরিতে অংশ নিয়েছে। ট্রান্সজেন্ডারদের নিয়ে

[72] Bandhu Annual Report 2021, p-43,44

আলাদা আইনের কথা বলেছে।[73]

● ডাক্তারদের সাথে যোগাযোগ করে লিঙ্গ পরিবর্তনে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের হরমোন থেরাপির ব্যবস্থা করে দিয়েছে[25]

● নিজেদের ট্রান্সজেন্ডার দাবি করা লোকেরা নিজেদের সমকামী যৌনতার কারণে যৌনাঙ্গ ও মলদ্বারের বিভিন্ন যৌন রোগে আক্রান্ত হয়। এদের সহজে চিকিৎসা দেয়ার জন্য অনলাইন এবং অফলাইন পরামর্শের ব্যবস্থা করেছে বন্ধু।[26]

এই রিপোর্টগুলো তাদের সাইটে দেয়া আছে, যে কেউ যাচাই করে নিতে পারেন। এই প্রতিষ্ঠানের ডোনার বা অর্থায়নকারীদের মধ্যে আছে বিদেশী এনজিও, বিভিন্ন দূতাবাস, ইউএসএইড, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং জাতিসঙ্ঘের বিভিন্ন সংস্থা।[74]

বাংলাদেশে এলজিবিটি এজেন্ডা এগিয়ে নেয়ার জন্য আক্ষরিক অর্থে শত শত কোটি কোটি টাকা খরচ করছে পশ্চিমারা। এ এজেন্ডা বাস্তবায়নে তাদের হয়ে কাজ করছে দেশীয় এনজিও আর সমকামী সংগঠনগুলো। আর এ কাজ করা হচ্ছে ট্রান্সজেন্ডার শব্দের আড়ালে।

---

[73] Bandhu Annual Report 2022, p 18

[74] https://web.archive.org/web/20210629053112/ https://www.bandhu-bd.org/wp-content/uploads/2017/05/A-Tale-of-Two-Decades.pdf

ট্রান্সজেন্ডারবাদ আইন, পাঠ্যপুস্তক এবং যৌন শিক্ষা

বাংলাদেশের ট্রান্সজেন্ডারবাদ তথা এলজিবিটি এজেন্ডার প্রতিষ্ঠায় এখনো পর্যন্ত সবচেয়ে গুরুতর অবনতি দেখা গেছে আইন এবং শিক্ষার দিকে। তাই এ দুটি বিষয়ের দিকে নজর দেয়া প্রয়োজন আলাদাভাবে।

আইনঃ

বাংলাদেশে রীতিমতো আইন প্রনয়ন করে ট্রান্সজেন্ডারবাদ তথা এলজিবিটি এজেন্ডা প্রতিষ্ঠা করার প্রক্রিয়া চলছে। ২০২৩ সালের ২১ সেপ্টেম্বর সাম্প্রতিক দেশকাল পত্রিকায় প্রকাশিত 'ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় আইন দ্রুত পাশ হবে' শিরোনামের এক খবরে বলা হয়েছে,

"সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. জাহাঙ্গীর আলম বলেছেন, আমরা ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় আইনের খসড়া প্রণয়ন করতে পেরে খুশি। এই কমিউনিটির সদস্যদের সমাজের মূলস্রোতধারায় আনাই আমাদের মূল লক্ষ্য। সে লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে...[75]

অর্থাৎ আইনের মাধ্যমে এধরণের বিকৃতিতে মূলস্রোতে মিশিয়ে দেয়ার চেষ্টা চলছে। আর তা করা হচ্ছে অধিকারের নামে। ৫ই ডিসেম্বর ২০২৩-এ দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত 'সম্পত্তিতে অধিকার পাবেন ট্রান্সজেন্ডার সন্তানরা', শিরোনামের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে,

"ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০২৩ 'শীর্ষক আইন ২০২৪ সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই পাস করা হবে বলে জানান সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. খায়রুল আলম শেখ। তিনি বলেন, নতুন সংসদের প্রথম অধিবেশনে পাস করার জন্য আমরা কাজ করছি। এক বছরের মধ্যে আইনটি করার জন্য সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং সরকার চায় এই বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর অধিকার আদায় হোক। তাই এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংকের সহযোগিতায় ইতিমধ্যে সমাজসেবা

---

[75] ট্রান্সজেন্ডারদের সুরক্ষায় হচ্ছে আইন, নিউজবাংলা ২৪, মার্চ ১০, ২০২২ https://www.newsbangla24.com/news/182775/The-law-is-to-protect-transgender-people

অধিদপ্তরের নেতৃত্বে এর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দ্বারা গঠিত একটি কমিটি আইনের খসড়া চূড়ান্ত করেছে।”[76]

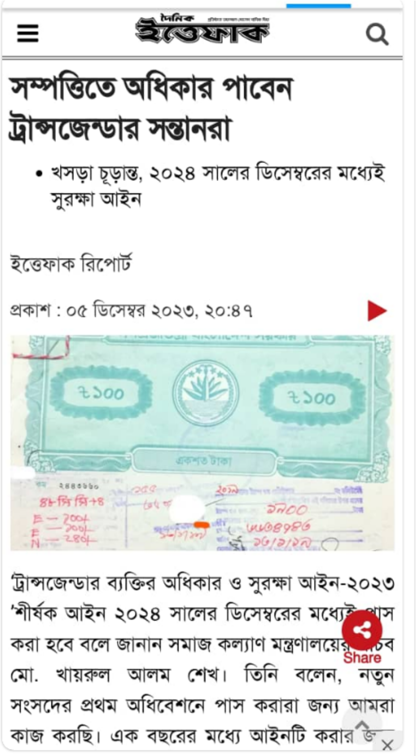
দৈনিক ইত্তেফাক

সম্পত্তিতে অধিকার পাবেন ট্রান্সজেন্ডার সন্তানরা

- খসড়া চূড়ান্ত, ২০২৪ সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই সুরক্ষা আইন

ইত্তেফাক রিপোর্ট

প্রকাশ : ০৫ ডিসেম্বর ২০২৩, ২০:৪৭

‘ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০২৩ ’শীর্ষক আইন ২০২৪ সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই পাস করা হবে বলে জানান সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. খায়রুল আলম শেখ। তিনি বলেন, নতুন সংসদের প্রথম অধিবেশনে পাস করারা জন্য আমরা কাজ করছি। এক বছরের মধ্যে আইনটি করার জ

যার অর্থ হল, যথাসম্ভব দ্রুততার সাথে এ আইনের খসড়া হয়েছে এবং তা পাস করানোর প্রক্রিয়া চলছে। এ প্রক্রিয়ার পেছনে মূল চালিকা শক্তি হিসাবে আছে এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক, বিভিন্ন এনজিও এবং মার্কিন সরকার। এ বিষয়টি উঠে এসেছে মার্কিন রাজনীতিবিদদের বক্তব্যেই।

---

[76] দৈনিক ইত্তেফাক, সম্পত্তিতে অধিকার পাবেন ট্রান্সজেন্ডার সন্তানরা: খসড়া চূড়ান্ত, ২০২৪ সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই সুরক্ষা আইন, ০৫ ডিসেম্বর ২০২৩ https://www.ittefaq.com.bd/669275/সম্পত্তিতে-অধিকার-পাবে-ট্রান্স-জেন্ডার-সন্তানরা

ফ্লোরিডা রাজ্যের রিপাবলিকান গর্ভনর রন ডিস্যান্টিস ২০২৪ এর জানুয়ারিতে মার্কিন সরকারের সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন ইউএসএইডের মাধ্যমে বাইডেন প্রশাসন বাংলাদেশে ট্রান্সজেন্ডারবাদ প্রচারে লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ করছে। এটা আমেরিকান জনগণের ট্যাক্সের টাকার অপচয়। তবে সিএনএন জানিয়েছে এই প্রকল্প শুরু হয়েছিল রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমলে ২০১৮ সালে।[77]

CNN politics | Live TV

Fact Check: DeSantis dings Biden for pro-LGBT aid to Bangladesh that began under Trump

By Marshall Cohen and Kit Maher, CNN
2 minute read
Published 9:22 PM EST, Fri January 12, 2024

Rebecca Wright/CNN

Republican presidential candidate and Florida Gov. Ron DeSantis participates in a CNN Republican Town Hall moderated by CNN's Kaitlan Collins at Grand View University in Des Moines, Iowa, on Thursday, January 4, 2024.

(CNN) — While criticizing President Joe Biden's economic policies at two Iowa events this week, Florida Gov. Ron DeSantis repeatedly dinged the federal government for "promoting transgenderism in Bangladesh,"

[77] CNN, Fact Check: DeSantis dings Biden for pro-LGBT aid to Bangladesh that began under Trump, 2023 , https://edition.cnn.com/2024/01/12/politics/fact-check-ron-desantis-aid-to-bangladesh/index.html

ইউএসএইডের যে প্রতিবেদনগুলোর বরাতে রন ডিস্যান্টিস অভিযোগ করেছেন, সেখানে ঠিক কী বলা হয়েছে তা দেখা যাক। বলা হয়েছে, বাংলাদেশে এলজিবিটি এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন সিভিল সোসাইটি অর্গানাইযেইশান বা নাগরিক সংগঠনকে সহায়তা দিচ্ছে তারা। আর এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে ২০২১ সালে আদমশুমারীতে প্রথমবারের মতো ‘তৃতীয় লিঙ্গ’-এর জন্য আলাদা ঘর যুক্ত করা হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে,

লিঙ্গ বৈচিত্র্যপূর্ণ জনগোষ্ঠীর অধিকার প্রকল্পে নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে অংশগ্রহণকারীরা জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কাছে একটি ট্রান্সজেন্ডার আইনের খসড়া জমা দিয়েছে, যাতে যৌন বৈচিত্র্যময় জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা এবং অন্যান্য অধিকার বৃদ্ধি পায়।[78]

অর্থাৎ ইউএসএইডের অর্থায়নে ‘নাগরিক সংগঠন’গুলো বাংলাদেশ ট্রান্সজেন্ডার আইনের খসড়া তৈরি করেছে। সেই নাগরিক সংগঠন করা?

এই প্রশ্নের উত্তর আছে ইউএসএইডের আরেক প্রতিবেদনে। সেখানে বলা হয়েছে বাংলাদেশে ট্রান্সজেন্ডারবাদের প্রচারের সেই প্রকল্পের টাকা দেয়া হয়েছে বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটিকে।

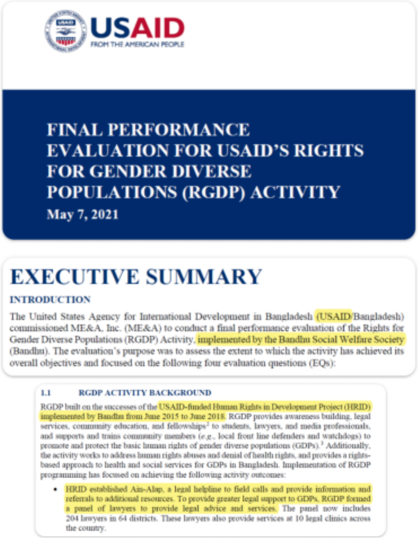

USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

FINAL PERFORMANCE EVALUATION FOR USAID'S RIGHTS FOR GENDER DIVERSE POPULATIONS (RGDP) ACTIVITY
May 7, 2021

EXECUTIVE SUMMARY

INTRODUCTION

The United States Agency for International Development in Bangladesh (USAID/Bangladesh) commissioned ME&A, Inc. (ME&A) to conduct a final performance evaluation of the Rights for Gender Diverse Populations (RGDP) Activity, implemented by the Bandhu Social Welfare Society (Bandhu). The evaluation's purpose was to assess the extent to which the activity has achieved its overall objectives and focused on the following four evaluation questions (EQs):

1.1 RGDP ACTIVITY BACKGROUND

RGDP built on the successes of the USAID-funded Human Rights in Development Project (HRID) implemented by Bandhu from June 2015 to June 2018. RGDP provides awareness building, legal services, community education, and fellowships[2] to students, lawyers, and media professionals, and supports and trains community members (*e.g.*, local front line defenders and watchdogs) to promote and protect the basic human rights of gender diverse populations (GDPs).[3] Additionally, the activity works to address human rights abuses and denial of health rights, and provides a rights-based approach to health and social services for GDPs in Bangladesh. Implementation of RGDP programming has focused on achieving the following activity outcomes:

- HRID established Ain-Alap, a legal helpline to field calls and provide information and referrals to additional resources. To provide greater legal support to GDPs, RGDP formed a panel of lawyers to provide legal advice and services. The panel now includes 204 lawyers in 64 districts. These lawyers also provide services at 10 legal clinics across the country.

[78] 5 Ways USAID Promotes LGBTQI+ Inclusion Around the World, https://medium.com/usaid-2030/5-ways-usaid-promotes-lgbtqi-inclusion-around-the-world-dd665506c7ab

এর আগে ২০১৫ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত-ও ইউএসএইডের অর্থায়নে এলজিবিটি এজেন্ডা প্রতিষ্ঠার আরেকটি প্রকল্পে কাজ করেছে বন্ধু। শুধু তাই না ইউএসএইডের অর্থায়নে 'সমতা' নামে আরেকটি ৫ বছর ব্যাপী প্রকল্প চলছে বাংলাদেশে। এখানেও আছে বন্ধু। এই প্রকল্পের অধীনে কাজ চলছে বাংলাদেশের ৮টি বিভাগীয় শহরে।[79]

ট্রান্সজেন্ডার আইনের পেছনে বন্ধু-র ভূমিকার কথা উঠে এসেছে তাদের নিজস্ব প্রতিবেদনেও। বন্ধু-র প্রতিবেদনে বলা হয়েছে,

'সমাসেবা অধিদফতর এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বন্ধু-র সাথে কোলাবরেশন করেছে, এবং ট্রান্সজেন্ডার সুরক্ষা আইন বাংলাদেশের খসড়া প্রস্তুত করেছে।'[80]

> Through long advocacy initiatives of Bandhu, trans, Hijra and gender-neutral people could be included in the first digital National Population and Housing Census in 2022 conducted by Bangladesh Bureau of Statistics (BBS). Department of Social Services (DSS) and National Human Rights Commission (NHRC) collaborated with Bandhu and drafted the Transgender Protection Act Bangladesh. With tenacious lobbying and advocacy with the National Curriculum and Textbook Board (NCTB), a comprehensive section on topics regarding transgender, Hijra and gender-transformative approach was included in textbook of Class-VII. Along with that government agencies adopted a number of
>
> 6

[79] Fact Check: DeSantis dings Biden for pro-LGBT aid to Bangladesh that began under Trump - https://edition.cnn.com/2024/01/12/politics/fact-check-ron-desantis-aid-to-bangladesh/index.html

https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00XRQS.pdf

New Age, SHOMOTA project for gender diverse populations launched, 2023, https://www.newagebd.net/article/202998/shomota-project-for-gender-diverse-populations-launched

[80] Bandhu Annual Report 2022, Note from Chairperson and Executive Director, p-6

এই সহযোগিতা ঠিক কেমন তার বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে, বন্ধু-র আরেকটি প্রতিবেদনে। এ প্রতিষ্ঠানের পচিশ বছর পূর্তী উপলক্ষে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ট্রান্সজেন্ডার সুরক্ষা আইনের খসড়া তৈরি করেছে বন্ধু-ই। তারপর তারা সেটা জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কাছে জমা দিয়েছে।

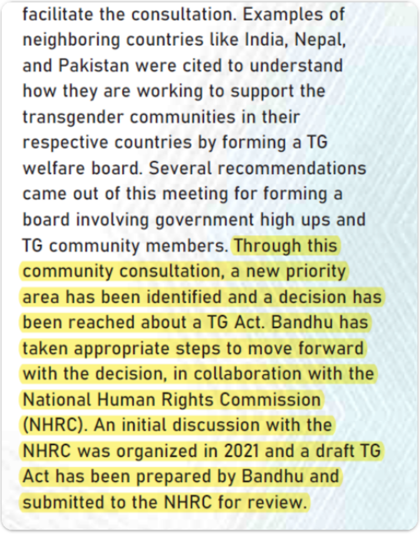

facilitate the consultation. Examples of neighboring countries like India, Nepal, and Pakistan were cited to understand how they are working to support the transgender communities in their respective countries by forming a TG welfare board. Several recommendations came out of this meeting for forming a board involving government high ups and TG community members. Through this community consultation, a new priority area has been identified and a decision has been reached about a TG Act. Bandhu has taken appropriate steps to move forward with the decision, in collaboration with the National Human Rights Commission (NHRC). An initial discussion with the NHRC was organized in 2021 and a draft TG Act has been prepared by Bandhu and submitted to the NHRC for review.

২০২১-এ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সাথে প্রাথমিক আলোচনা আয়োজন করা হয়, বন্ধু ট্রান্সজেন্ডার আইনের একটি খসড়া তৈরি করে এবং পর্যালোচনার জন্য জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কাছে জমা দেয়।[81]

এই খসড়াটিই পরে গৃহীত হয়েছে। টাইমলাইনটা লক্ষ্য করুন। বন্ধু এবং তাদের আমেরিকান মনিবরা বলছে ২০২১ সালে তারা খসড়া বানিয়ে দিয়েছে।

অন্যদিকে ২০২২ এর মার্চ মাসে সংবাদমাধ্যমে আমরা দেখছি, “সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. জাহাঙ্গীর আলম বলেছেন, আমরা ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির

---

[81] Bandhu Annual Report 2021, p 32

অধিকার সুরক্ষায় আইনের খসড়া প্রণয়ন করতে পেরে খুশি…”[82]

তারপর আবার ২০২৩ এর সেপ্টেম্বরে সমাজসেবা অধিদপ্তরের আয়োজিত কর্মশালাতে বলা হচ্ছে ‘ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় আইন দ্রুত পাশ হবে’।[83]

সবশেষে ২০২৩ এর ডিসেম্বরে বলা হচ্ছে, ‘ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০২৩ শীর্ষক আইন ২০২৪ সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই পাস করা হবে’, ‘এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংকের সহযোগিতায় ইতিমধ্যে সমাজসেবা অধিদপ্তরের নেতৃত্বে এর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দ্বারা গঠিত একটি কমিটি আইনের খসড়া চূড়ান্ত করেছে’।[84]

অর্থাৎ এজেন্ডা আর পয়সা দিয়েছে আমেরিকা ও এডিবি, তাদের ফরমায়েশ অনুযায়ী আইনের খসড়া বানিয়েছে বন্ধু, আর সেটাই গৃহীত হয়ে গেছে!

উপরের তথ্যগুলো ও স্বীকারোক্তি থেকে অকাট্যভাবে প্রমান হয় যে বাংলাদেশে ট্রান্সজেন্ডারবাদ প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে আমেরিকা তথা পশ্চিমা বিশ্বের নির্দেশনায়, এবং এটি করা হচ্ছে এলজিবিটি এজেন্ডার অংশ হিসেবে।

পাঠ্যপুস্তকে ট্রান্সজেন্ডার মতবাদঃ

সামাজিকভাবে ট্রান্সজেন্ডারবাদকে বৈধতা দেওয়ার জন্য চলমান নানা প্রক্রিয়ার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে ট্রান্সজেন্ডারবাদ ও বিকৃত যৌনতার স্বাভাবিকীকরণ। এখানে কাজ চলছে দুইটি ধারায়। একটি হল সরাসরি ট্রান্সজেন্ডারবাদের শিক্ষা, অন্যটি হল যৌন শিক্ষার নামে অবাধ, বিকৃত যৌনতা এবং এলজিবিটি মতবাদের স্বাভাবিকীকরণ।

---

[82] ট্রান্সজেন্ডারদের সুরক্ষায় হচ্ছে আইন, নিউজবাংলা ২৪, মার্চ ১০, ২০২২

[83] ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় আইন দ্রুত পাশ হবে, সাম্প্রতিক দেশকাল, সেপ্টেম্বর ২১, ২০২৩ https://shampratikdeshkal.com/bangladesh/news/2309123862/ট্রান্সজেন্ডার-ব্যক্তির-অধিকার-সুরক্ষায়-আইন-দ্রুত-পাশ-হবে

[84] দৈনিক ইত্তেফাক, সম্পত্তিতে অধিকার পাবেন ট্রান্সজেন্ডার সন্তানরা: খসড়া চূড়ান্ত, ২০২৪ সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই সুরক্ষা আইন, ০৫ ডিসেম্বর ২০২৩ - https://www.ittefaq.com.bd/669275/সম্পত্তিতে-অধিকার-পাবে-ট্রান্স-জেন্ডার-সন্তানরা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড NCTB-এর ২০২৩ সালের সপ্তম শ্রেণীর ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুশীলন বইয়ে ৫১-৫৬ পৃষ্ঠায় 'শরীফার গল্প' শিরোনামের লেখায় সরাসরি ট্রান্সজেন্ডারবাদের দীক্ষা দেওয়া হয়েছে। ৫১ পৃষ্ঠায় দেয়া গল্পে মূল চরিত্র শরীফা বলছে,

"আমার শরীরটা ছেলেদের মতো হলেও আমি মনে মনে একজন মেয়ে...

এ গল্পে শরীফা নিজেই স্বীকার করছে, ছোটবেলায় সে ছেলে ছিল। নাম ছিল শরীফ আহমেদ ।যখন আস্তে আস্তে বড় হলো তখন সেই শরীফ আহমেদই নিজেকে মেয়ে ভাবতে শুরু করলো এবং মেয়েদের মতো আচরণ করতে লাগলো। আর এটাই তার ভালো লাগে। ৫২ পৃষ্ঠায় মূল চরিত্র শরীফাকে একজন বলছে,

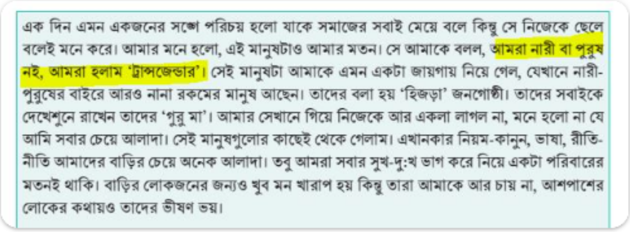
এক দিন এমন একজনের সঙ্গে পরিচয় হলো যাকে সমাজের সবাই মেয়ে বলে কিন্তু সে নিজেকে ছেলে বলেই মনে করে। আমার মনে হলো, এই মানুষটাও আমার মতন। সে আমাকে বলল, আমরা নারী বা পুরুষ নই, আমরা হলাম 'ট্রান্সজেন্ডার'। সেই মানুষটা আমাকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে গেল, যেখানে নারী-পুরুষের বাইরে আরও নানা রকমের মানুষ আছেন। তাদের বলা হয় 'হিজড়া' জনগোষ্ঠী। তাদের সবাইকে দেখেশুনে রাখেন তাদের 'গুরু মা'। আমার সেখানে গিয়ে নিজেকে আর একলা লাগল না, মনে হলো না যে আমি সবার চেয়ে আলাদা। সেই মানুষগুলোর কাছেই থেকে গেলাম। এখানকার নিয়ম-কানুন, ভাষা, রীতি-নীতি আমাদের বাড়ির চেয়ে অনেক আলাদা। তবু আমরা সবার সুখ-দু:খ ভাগ করে নিয়ে একটা পরিবারের মতনই থাকি। বাড়ির লোকজনের জন্যও খুব মন খারাপ হয় কিন্তু তারা আমাকে আর চায় না, আশপাশের লোকের কথায়ও তাদের ভীষণ ভয়।

২০২৩ সালের বই

"...আমরা নারী বা পুরুষ নই। আমরা হলাম ট্রান্সজেন্ডার।"

একই বইয়ের ৫৩ পৃষ্ঠায় নতুন প্রশ্ন অনুচ্ছেদে পাঁচজন শিক্ষার্থীর কথোপকথনের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এই কথোপকথনে এক শিক্ষার্থী বলছে তার মা তাকে শিখিয়েছে,

'...ছোটদের কোনো ছেলে-মেয়ে হয় না। বড় হতে হতে তারা ছেলে বা মেয়ে হয়ে ওঠে।'

৫৫ এবং ৫৬ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে,

'আমরা যে মানুষের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখেই কাউকে ছেলে বা মেয়ে বলছি, সেটা হয়তো সবার ক্ষেত্রে সত্যি নয়।'

'...এখন বুঝতে পারছি, ছেলে-মেয়েদের চেহারা, আচরণ, কাজ বা অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের কোনো স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম নেই।'

'...একটি শিশু যখন জন্ম নেয় তখন তার শরীর দেখে আমরা ঠিক করি সে নারী নাকি পুরুষ। এটি হলো তার জৈবিক লিঙ্গ পরিচয়। জৈবিক লিঙ্গ পরিচয়ের ভিত্তিতে একজন মানুষের কাছে সমাজ যে আচরণ প্রত্যাশা করে তাকে আমরা 'জেন্ডার' বা 'সামাজিক লিঙ্গ' বলি। জৈবিক লিঙ্গ পরিচয়ের সঙ্গে তার জেন্ডার ভূমিকা না মিললে প্রথাগত ধারণায় বিশ্বাসী মানুষেরা তাকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়।'

কথাগুলো সরাসরি পশ্চিমা বিশ্ব থেকে আমদানী করা ট্রান্সজেন্ডারবাদ এবং জেন্ডার আইডেন্টিটি মতবাদের বক্তব্য। আত্মপরিচয় এবং যৌনতা নিয়ে বিকৃতিকে স্বাভাবিক হিসেবে গ্রহণ করে নিতে শেখানো হচ্ছে আমাদের শিশুদের।

বইয়ের এ অংশ নিয়ে তীব্র প্রতিবাদের মুখে ২০২৪ সালের সংস্করণে ট্রান্সজেন্ডার শব্দটা বাদ দেয়া হয়, কিন্তু মূল বক্তব্য একই থাকে। ২০২৪ সালের বইয়ে শরীফার গল্প এসেছে ৩৯-৪৪ পৃষ্ঠায়। ৪০ পৃষ্ঠায় এখনো বলা হচ্ছে-

"আমার শরীরটা ছেলেদের মতো হলেও আমি মনে মনে একজন মেয়ে...'

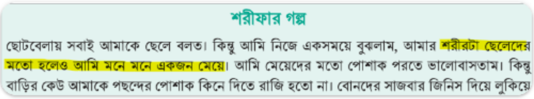
শরীফার গল্প

ছোটবেলায় সবাই আমাকে ছেলে বলত। কিন্তু আমি নিজে একসময়ে বুঝলাম, আমার শরীরটা ছেলেদের মতো হলেও আমি মনে মনে একজন মেয়ে। আমি মেয়েদের মতো পোশাক পরতে ভালোবাসতাম। কিন্তু বাড়ির কেউ আমাকে পছন্দের পোশাক কিনে দিতে রাজি হতো না। বোনদের সাজবার জিনিস দিয়ে লুকিয়ে

২০২৪ সালের বই

সেই একই ছোটবেলায় ছেলে, তারপর নিজেকে মেয়ে ভাবা, শরীফ থেকে শরীফা হওয়ার গল্প শোনানো হয়েছে নতুন বইয়েও।

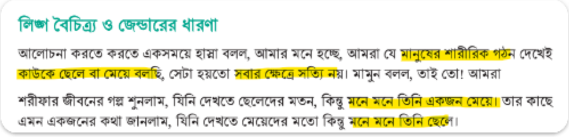
লিঙ্গ বৈচিত্র্য ও জেন্ডারের ধারণা

আলোচনা করতে করতে একসময়ে হাসনা বলল, আমার মনে হচ্ছে, আমরা যে মানুষের শারীরিক গঠন দেখেই কাউকে ছেলে বা মেয়ে বলছি, সেটা হয়তো সবার ক্ষেত্রে সত্যি নয়। মামুন বলল, তাই তো! আমরা

শরীফার জীবনের গল্প শুনলাম, যিনি দেখতে ছেলেদের মতন, কিন্তু মনে মনে তিনি একজন মেয়ে। তার কাছে এমন একজনের কথা জানলাম, যিনি দেখতে মেয়েদের মতো কিন্তু মনে মনে তিনি ছেলে।

মনে মনে ছেলে, মনে মনে মেয়ে = ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ, ২০২৪ সালের বই

৪২ এবং ৪৪ পৃষ্ঠায় বাচ্চাদের উদ্দেশ্য বলা হয়েছে,

‘আমরা যে মানুষের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখেই কাউকে ছেলে বা মেয়ে বলছি, সেটা হয়তো সবার ক্ষেত্রে সত্যি নয়।’

খুশি আপা: আমরা চারপাশে দেখে এবং অন্যদের কাছে শুনে জেনেছি যে, শারীরিক গঠন একটা নির্দিষ্ট ধরনের হলে সে ছেলে হয়, অন্য আরেকটা ধরনের হলে সে মানুষটা মেয়ে হয়। ছেলেদের গলার স্বর মোটা, মেয়েদের চিকন। মেয়েরা সাজগোজ করে, তাদের লজ্জা বেশি, তাদের মন নরম হয়। সাধারণত ছেলেরা সাজগোজ করে না, লজ্জা কম পায়, তারা বাইরে যেতে পছন্দ করে। আমরা এগুলোকেই স্বাভাবিক হিসেবে মেনে নিচ্ছি।

ফাতেমা: কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, ছেলেমেয়েদের চেহারা, আচরণ, কাজ বা অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের কোনো স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম নেই।

খুশি আপা: ঠিক বলেছ!

সুমন: আমার মনে হচ্ছে, আমরা যেমন করে ভাবছি, অনেকেই তার চেয়ে ভিন্ন রকম করে ভাবে।

সাবা: কিন্তু সবার তো নিজের মত, নিজের অনুভূতি, নিজের পছন্দ-অপছন্দ প্রকাশের স্বাধীনতা আছে!

খুশি আপা: যতক্ষণ না তাতে অন্যের কোনো ক্ষতি হচ্ছে, ততক্ষণ নিশ্চয়ই আছে।

শিহান: তাহলে শরীফা আপারা কার কী ক্ষতি করেছেন?

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

সপ্তম শ্রেণীর সামাজিক বিজ্ঞান পাঠ্যবইয়ে ট্র্যান্সজেন্ডার মতবাদ এবং জেন্ডার আইডেন্টিটি তত্ত্বের শিক্ষা

অর্থাৎ, একজন মানুষ পুরুষের শরীর নিয়ে জন্মগ্রহণ করলেও সে যদি কোনো এক বয়সে নিজেকে নারী দাবী করে তাহলে সে নারী। আবার নারী দেহ নিয়ে জন্মগ্রহণ করা কেউ যদি নিজেকে পুরুষ দাবী করে তাহলে সে পুরুষ। যতোক্ষণ না অন্যের কোনো ক্ষতি হচ্ছে ততোক্ষণ যা খুশি তা-ই করা যায়। চাইলেই লিঙ্গ পরিবর্তন করা যায়। আর যারা এটা মেনে নেবে না তারা সেকেলে, পশ্চাৎপদ।

পাঠ্যবইয়ে এই মতবাদ আসলো কিভাবে?

পাঠ্যবইয়ে ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ ঢোকানোর পেছনে নিজেদের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি তাদের ২০২১ সালের বাৎসরিক প্রতিবেদনে লিখেছে,

“পলিসি অ্যাডভোকেসি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। বন্ধু তাই একটি নির্দিষ্ট এজেন্ডা নিয়ে ২০১৫ সাল থেকে এনসিটিবির সাথে সংলাপ শুরু করেছে...”[85]

[85] Bandhu Annual Report 2021, p-28

সেই নির্দিষ্ট এজেন্ডা কী? উত্তর একটু পরেই দেয়া হয়েছে,

‘...এভাবেই অবশেষে কম্প্রিহেনসিভ যৌন শিক্ষা জাতীয় শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে...এটি সরাসরি বন্ধু-র দীর্ঘমেয়াদী অ্যাডভোকেসির ফল। বন্ধু বিশ্বাস করে হিজড়া এবং ট্র্যান্সজেন্ডার সম্প্রদায়ের অধিকার ও প্রয়োজনসংক্রান্ত সমস্যাগুলো শীঘ্রই শিক্ষাক্রমে প্রতিফলিত হবে, এই প্রক্রিয়া ইতোমধ্যে চলমান...’

of a project in 2018. An evaluation rep
of a one-year pilot project was also
produced and submitted to NCTB
accordingly. That's how Comprehensi
Sexuality Education (CSE) has finally
incorporated into the National Curricu
(https://www.thedailystar.net/shout/n
/sex-ed-should-be-taught-schools-
heres-why-2004997. This is the direct
result of Bandhu's long-term advocac
Bandhu believes that the needs and t
rights issues of the Hijra and TG
communities will soon be reflected in
curriculum, a process which is alread
under way.

আসলেই খুব দ্রুত তাদের এই ‘বিশ্বাস’ সত্য প্রমাণিত হয়েছে। ২০২২ সালের বাৎসরিক প্রতিবেদনে প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারপারসন এবং এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টরের লেখায় বলা হচ্ছে,

Through long advocacy initiatives of Bandhu, trans, Hijra and gender-neutral people could be included in the first digital National Population and Housing Census in 2022 conducted by Bangladesh Bureau of Statistics (BBS). Department of Social Services (DSS) and National Human Rights Commission (NHRC) collaborated with Bandhu and drafted the Transgender Protection Act Bangladesh. With tenacious lobbying and advocacy with the National Curriculum and Textbook Board (NCTB), a comprehensive section on topics regarding transgender, Hijra and gender-transformative approach was included in textbook of Class-VII. Along with that government agencies adopted a number of

‘জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) সাথে দৃঢ় লবিয়িং এবং অ্যাডভোকেসির মাধ্যমে, ট্রান্সজেন্ডার, হিজড়া এবং লিঙ্গ রূপান্তরমূলক দৃষ্টিভঙ্গি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে একটি বিস্তারিত (কম্প্রিহেনসিভ) অংশ সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্যবইয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।’[86]

[86] Bandhu Annual Report 2022, p-7

একই প্রতিবেদনের ৯ নং পৃষ্ঠায় বলা হচ্ছে, এই আলোচনাগুলো এসেছে 'ক্লাস ৭ এর সামাজিক বিজ্ঞান পাঠ্যবইয়ে।' অর্থাৎ পাঠ্যবইয়ে এলজি টিভি মতবাদ নিয়ে আসার জন্য বন্ধু ওয়েলফেয়ার সোসাইটি নামের প্রতিষ্ঠানটি ২০১৫ থেকে কাজ করে যাচ্ছে। তাদের ভাষ্যমতে, এনসিটিবি-র সাথে 'টেনেশাস লবিয়িং' করে এ বিষয়গুলো তারা ক্লাস সেভেনের সামাজিক বিজ্ঞান বইতে এনেছে।

যৌন শিক্ষা ও এলজিবিটিঃ

পাঠ্যপুস্তকে ট্রান্সজেন্ডার আনার পক্ষে ওকালতির কাজটা শুধু বন্ধু করছে না, এর সাথে আছেও অন্যান্য এনজিও এবং এলজিবিটি সংগঠন। এরা বহু বছর ধরে যৌন শিক্ষার নামে বিকৃত যৌনতার দীক্ষা পাঠ্যপুস্তকে আনার জন্য চাপ দিয়ে যাচ্ছে ক্রমাগত।

ইউনিসেফসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিও-দের ক্রমাগত চাপে ২০১৩ সালে প্রথমবারের মতো পাঠ্যপুস্তকে যৌন শিক্ষার অংশ যুক্ত করা হয়।[87] এসব অংশ নিয়ে তীব্র প্রতিবাদ করে অভিভাবক, সাধারণ জনগণ এমনকি শিক্ষকরাও। প্রতিবাদের মুখে ২০১৪/১৫ সালে সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। কিন্তু সন্তুষ্ট হয় না পশ্চিমারা। ২০১৬ সালে সুইডেনের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান সিডা (SIDA), আঞ্চলিক নারীবাদী এনজিও অ্যারো (ARROW), এবং দেশীয় নারীবাদী এনজিও 'নারীপক্ষ'-এর যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় যৌন শিক্ষার অবস্থা নিয়ে একটা প্রতিবেদন তৈরি করা হয়।[88] এতে 'সহায়তা' দেয় ইউরোপীয় ইউনিয়ন।

---

[87] Sabina, Nazme. Religious Extremism and Comprehensive Sexual and Reproductive Health and Rights in Secondary and High Secondary Education in Bangladesh: Building New Constituencies for Women's Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR): Interlinkages Between Religion and SRHR. Naripokkho, 2016.

[88] SIDA: The Swedish International Development Cooperation Agency, সুইডেনের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, https://www.sida.se/en

ARROW: Asian-Pacific Resource and Research Centre for Women, আঞ্চলিক নারীবাদি এনজিও, https://arrow.org.my

এ প্রতিবেদনে পাঠ্যবইগুলোর যৌন শিক্ষা অংশের বেশ কিছু দিকের সমালোচনা করা হয়েছে, যেমন

- বইগুলোতে পর্নোগ্রাফি দেখার মতো কাজগুলো সমাজের জন্য হুমকি বলা হয়েছে
- মাদ্রাসা বোর্ডের বইতে বলা হয়েছে যিনা, সমকামিতা হারাম
- বলা হয়েছে যৌনতা কেবল স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে হতে পারে।[89]

> gender equality. The textbooks also state that activities such as watching pornographic materials are considered a threat to society. Madrasah Board textbooks state that pre-marital or same-sex sexual intercourse, as well as the performance of prayers during menstruation, ejaculation and sexual intercourse, is prohibited. The books validate sexual intercourse only between the husband and wife. Extreme rigidity pertaining to how one should behave in Islam is promoted and promoting free discussion and information on HIV/AIDS is limited.

লক্ষ্য করুন, এনজিও-দের বানানো প্রতিবেদনে এই অবস্থানগুলোর সমালোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ তাদের মতে যৌন শিক্ষার মাধ্যমে শিশুকিশোরদের শেখানো উচিৎ যে, পর্নোগ্রাফি সমাজের জন্য হুমকি না, যিনা এবং সমকামীতা নিষিদ্ধ কিছু না, আর যৌনতা কেবল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে হতে হবে এমন কোন কথা নেই। যৌন শিক্ষা কারিকুলামের ব্যাপারে সমাজের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে 'ইসলামী উগ্রবাদের' সম্পর্ক আছে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে এ প্রতিবেদনের লেখিকা!

একই সুরে, ব্র্যাকের তৈরি ২০১৮-এর এক প্রতিবেদনে সমালোচনা করা হয়েছে এই কারিকুলামের।

কারিকুলামটিকে অপূর্ণ বলা হয়েছে, কারণ এতে,

- হস্তমৈথুন সংক্রান্ত আলোচনা নেই।

[89] Sabina 2016, Religious Extremism

● জেন্ডার আইডিন্টিটি (ট্রান্সজেন্ডারবাদ) সংক্রান্ত আলোচনা নেই।

● বিবাহপূর্ব যৌনতা নিয়ে আলোচনা নেই।

● ব্র্যাকের মতে এগুলোও পাঠ্যবইয়ে যুক্ত করা দরকার।[90]

তারপর ব্র্যাকের প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে শিক্ষাব্যবস্থায় সঠিকভাবে যৌন শিক্ষা দেয়া না হলেও ১৩টি এনজিও যথাযথভাবে পশ্চিমাদের প্রেসক্রিপসান অনুযায়ী ‘যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার’ (অর্থাৎ বিকৃত যৌনতার বৈধতা ও সামাজিকীকরণে) নিয়ে শিক্ষা দিচ্ছে। অর্থাৎ সমকামিতা, ট্রান্সজেন্ডারবাদ তথা অবাধ ও বিকৃত যৌনতার শিক্ষা দিচ্ছে এই ১৩টি এনজিও। অনেকে ক্ষেত্রে এসব ‘শিক্ষা’ দেয়া হচ্ছে ইনফরমালি/অনানুষ্ঠানিকভাবে অন্য আলোচনার অংশ হিসেবে। ব্র্যাকের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে,

অন্যান্য আনুষ্ঠান সেবা যেমন, পরিবার পরিকল্পনা, নিরাপদ জন্ম, বয়ঃসন্ধি সংক্রান্ত স্বাস্থ্য সেবা, এর সাথে কম্প্রিহেনসিভ সেক্স এডুকেশন/ যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার সংক্রান্ত শিক্ষা যুক্ত করে দেয়া হচ্ছে, এতে করে এসব বিষয়ের সাথে জড়িত সামাজিক নেতিবাচক মনোভাব এড়ানো সম্ভব হচ্ছে...।

education). SRHR education provided by these programs include more diverse issues than what is addressed by the national curriculum. The approach taken by the NGOs is a unified approach, whereby the interventions are given not as a standalone program, rather tagged with existing community interventions. CSE/ SRHR education being tagged along informally with formal services (for examples MR, Family Planning, Safe Birthing, Adolescent Health Services) enables the NGOs to bypass the social stigma around this issue and make it cost effective, however this remains with the purview of married couples (Bhuiyan, 2014). Such

২০২৩ সালে জাতিসংঘের ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিভিউয়ের জন্য জমা দেয়া প্রতিবেদনে ২০২৩ সালের পাঠ্যপুস্তক এবং এ নিয়ে বাংলাদেশের সমাজে বিরোধিতার ব্যাপারটাও উঠে এসেছে।

---

[90] Islam, Kuhel Faizul, Gazi Sakir Mohammad Pritom, and Nadia Farnaz. "A Review Report On Comprehensive Sexuality Education In Bangladesh." (2018). p 16

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে,

> 17. Since its introduction in January 2023, the CSE curriculum in Bangladesh's schools has had a turbulent journey. The updated curriculum was introduced by the National Curriculum and Textbook Board (NCTB), and made an effort to address issues such as gender stereotypes, stigma related to sexuality, reproduction, sexuality, sexual behaviour, gender, and sexual and gender diversity to help increase the conceptual understanding of adolescents on these issues. The curriculum aims to provide evidence-based, scientific and non-judgmental information and has been welcomed by everyone advocating to inculcate CSE for students across all the grades.

২০২৩ সালের জানুয়ারীতে প্রবর্তনের পর থেকে বাংলাদেশের স্কুলগুলিতে CSE (কম্প্রিহেনসিভ যৌন শিক্ষা) পাঠ্যক্রমকে দুর্গম পথ পাড়ি দিতে হয়েছে। জাতীয় শিক্ষা ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) দ্বারা হালনাগাদ করে নতুন শিক্ষাক্রমটি চালু করা হয়েছিল জেন্ডার স্টেরিওটাইপস, যৌনতা সম্পর্কিত নেতিবাচক মনোভাব, প্রজনন, যৌনতা, যৌন আচরণ, লিঙ্গ, এবং যৌন ও লিঙ্গ বৈচিত্র্য -এর মতো বিষয়গুলোর ব্যাপারে কিশোরকিশোরীদের ধারণা ও বোঝাপড়া বৃদ্ধিতে সহায়তার জন্যে।[91]

অর্থাৎ ২০২৩ এর পাঠ্যবইয়ে যৌন শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়গুলো যুক্ত করা হয়েছে পশ্চিমা সংস্থা, এবং দেশী-বিদেশী এনজিওগুলোর প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী। এ প্রতিবেদনের একটু পরেই বলা হয়েছে,

> 19. The new textbooks and CSE curriculum were met with some outrage and backlash. For example, some content from the "sex diversity, gender identities, and gender roles" section from the History and Social Science course book of Class Seven garnered massive backlash from Islamist, conservative and radical sections of the society, who believe some sensitive contents on CSE (e.g. sexual pleasure, consent, homosexuality, transgender people and transitioning etc.) is corrupting the minds of adolescents.

নতুন পাঠ্যপুস্তক এবং সিএসই পাঠ্যক্রম কিছু বিরোধিতা এবং ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়। যেমন, সপ্তম শ্রেণীর ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ের 'লিঙ্গ বৈচিত্র্য,

---

[91] Universal Periodic Review of Bangladesh, 44th Session, November 2023. Report submitted by: The Asian Pacific Resource & Research Centre for Women (ARROW). On behalf of Right Here Right Now and the Sexual Rights Initiative, p 4

PDF: https://www.upr-info.org/sites/default/files/country-document/2023-11/JS8_UPR44_BGD_E_Main.pdf

লিঙ্গ পরিচয় এবং লিঙ্গ ভূমিকা' অংশের কিছু আলোচনা নিয়ে ইসলামপন্থী, রক্ষণশীল এবং সমাজের চরমপন্থী অংশগুলির দিক থেকে ব্যাপক বিরোধিতা দেখা দেয়। তারা বিশ্বাস করে যৌন শিক্ষার কিছু সেনসেটিভ বিষয়বস্তু (যেমন যৌন আনন্দ, সম্মতি, সমকামিতা, ট্রান্সজেন্ডার এবং ট্রানজিশন ইত্যাদি) কিশোর-কিশোরীদের চিন্তাকে কলুষিত করছে।

এই প্যারাগ্রাফের বক্তব্যের দুটি দিক লক্ষ্যনীয়।

● প্রথমত, তারা স্বীকার করছে এসব আলোচনার মাধ্যমে সমকামিতা, ট্রান্সজেন্ডার অর্থাৎ এলজিবিটি মতবাদের শিক্ষা দেয়া হচ্ছে

● দ্বিতীয়ত, এর বিরোধিতাকে তারা ইসলামপন্থা এবং চরমপন্থার সাথে যুক্ত করেছে। আপনি যদি এলজিবিটি মতবাদের বিরোধিতা করেন তাহলে আপনি চরমপন্থী!

জাতিসংঘের মাধ্যমে এলজিবিটির সামাজিকীকরণ ও আইনী বৈধতার ব্যাপারে বাংলাদেশকে যেসব সুপারিশ করা হয়েছিল সেগুলোর ব্যাপারে এই প্রতিবেদনের বক্তব্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ,

55. In its response to recommendations made on the rights of LGBTI people, the Government made it clear that this was a religious, social, cultural, moral, ethical issue for Bangladesh.[xxiii] Those recommendations have been partially implemented as the Government has taken a few substantial steps to ensure that inclusive SRHR

12 | Page

Policies for people with diverse sexual orientations and gender identities are put into action, especially by integrating it in the curriculum of the students. The Government recognised Hijras as a gender, but they remain marginalized in a country where sexual activity between people of the same sex is illegal.

এলজিবিটিআই সম্প্রদায়ের অধিকার সম্পর্কিত সুপারিশের ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকার স্পষ্ট করে জানিয়েছে যে এটি বাংলাদেশের জন্য একটি ধর্মীয়, সামাজিক,

সাংস্কৃতিক, এবং নৈতিক বিষয়। (তবে) এসব সুপারিশ আংশিক বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বৈচিত্র্যময় যৌন রুচি এবং লিঙ্গ পরিচয়ের মানুষদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার নীতি নিশ্চিত করতে সরকার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছে। বিশেষ করে শিক্ষাক্রমে এ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে।

ওপরের কথাগুলো সহজ করে বলি।

● বৈচিত্রময় যৌন রুচি = বিকৃত যৌনতা

● বৈচিত্রময় লিঙ্গ পরিচয় = শারীরিকভাবে সুস্থ নারী সাজা পুরুষ বা পুরুষ সাজা নারী (ট্রান্সজেন্ডার)

● যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার = বিকৃত যৌনতার বৈধতা ও সামাজিকীকরণ

অর্থাৎ আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশে এলজিবিটির বৈধতা ও সামাজিকীকরণের জন্য চাপ দেয়া হচ্ছে, এবং সরকারের পক্ষ থেকে আংশিকভাবে এটা বাস্তবায়ন হচ্ছে। এজন্যই শিক্ষাক্রমে যৌন শিক্ষা ও ট্রান্সজেন্ডারবাদ নিয়ে আলোচনা যুক্ত করা হয়েছে।

এই প্রতিবেদনের শেষে আবারও দণ্ডবিধির ৩৭৭ অনুচ্ছেদ বাতিল করতে এবং এলজিবিটিকে সামাজিক ও আইনী বৈধতা দেয়ার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। কাজেই পাঠ্যপুস্তকে পাঠ্যপুস্তকে শরীফার গল্প আর যৌন শিক্ষার আলোচনাগুলো বৈশ্বিক এলজিবিটি এজেন্ডার অংশ, এ নিয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

সব শেষে এই প্রতিবেদনটি তৈরিতে কারা কাজ করেছে সেটাও জানিয়ে দেই। প্রতিবেদনের মূল উদ্যোক্তা হল অ্যারো, রাইট হেয়ার রাইট নাও এবং সেক্সুয়াল রাইটস ইনিশিয়েটিভ। তিনটাই আন্তর্জাতিক এনজিও।আর বাংলাদেশ থেকে এই প্রতিবেদন তৈরিতে সাহায্য করেছে, এবং এই প্রতিবেদনকে সমর্থন (এনডোর্স) করেছে, ব্র্যাক, নারীপক্ষ, নাগরিক উদ্যোগ, আরএইচএসটিইপি এবং অবয়ব। সবগুলো দেশী এনজিও।

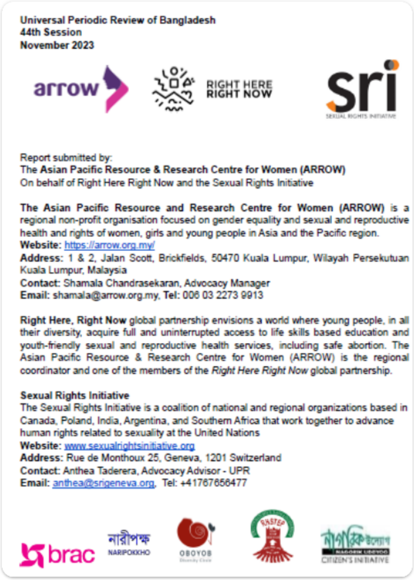

Universal Periodic Review of Bangladesh
44th Session
November 2023

Report submitted by:
The Asian Pacific Resource & Research Centre for Women (ARROW)
On behalf of Right Here Right Now and the Sexual Rights Initiative

The Asian Pacific Resource and Research Centre for Women (ARROW) is a regional non-profit organisation focused on gender equality and sexual and reproductive health and rights of women, girls and young people in Asia and the Pacific region.
Website: https://arrow.org.my/
Address: 1 & 2, Jalan Scott, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia
Contact: Shamala Chandrasekaran, Advocacy Manager
Email: shamala@arrow.org.my, **Tel:** 006 03 2273 9913

Right Here, Right Now global partnership envisions a world where young people, in all their diversity, acquire full and uninterrupted access to life skills based education and youth-friendly sexual and reproductive health services, including safe abortion. The Asian Pacific Resource & Research Centre for Women (ARROW) is the regional coordinator and one of the members of the *Right Here Right Now* global partnership.

Sexual Rights Initiative
The Sexual Rights Initiative is a coalition of national and regional organizations based in Canada, Poland, India, Argentina, and Southern Africa that work together to advance human rights related to sexuality at the United Nations
Website: www.sexualrightsinitiative.org
Address: Rue de Monthoux 25, Geneva, 1201 Switzerland
Contact: Anthea Taderera, Advocacy Advisor - UPR
Email: anthea@srigeneva.org, Tel: +41767656477

সহযোগীদের তালিকায় থাকা ‘অবয়ব’ হল বয়েস অফ বাংলাদেশের নতুন নাম। বয়েস অফ বাংলাদেশ ২০১৮ সালের দিকে অবয়ব - ডাইভার্সিটি সার্কেল নামে কাজ শুরু করে।[92]

[92] Hossain, Adnan. "Section 377, same-sex sexualities and the struggle for sexual rights in Bangladesh." Austl. J. Asian L. 20 (2019): 115.

“To adhere to our value of inclusiveness and since BoB is now widely known as an LGBTQ rights organisation, we felt the need to change the name to reflect this and it shall soon be called Oboyob which means shape, or outline”.

LSE Blogs, “All we want to do is fit in. To be accepted. To be part of the group”: Discussing LGBTQ rights in Bangladesh, 2018.

PDF link: https://eprints.lse.ac.uk/91042/1/Bowers_All-we-want-to-do_Author.pdf

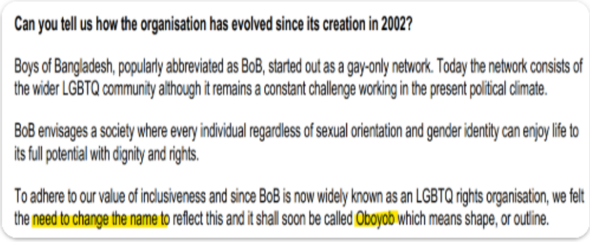

Can you tell us how the organisation has evolved since its creation in 2002?

Boys of Bangladesh, popularly abbreviated as BoB, started out as a gay-only network. Today the network consists of the wider LGBTQ community although it remains a constant challenge working in the present political climate.

BoB envisages a society where every individual regardless of sexual orientation and gender identity can enjoy life to its full potential with dignity and rights.

To adhere to our value of inclusiveness and since BoB is now widely known as an LGBTQ rights organisation, we felt the need to change the name to reflect this and it shall soon be called Oboyob which means shape, or outline.

আরও মজার তথ্য হল, ২০২০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাকিউমেন অ্যাকাডেমি ২৩ জন বাংলাদেশী ‘চেইঞ্জমেকার’ হিসেবে মনোনীত করে। এই ২৩ জনের একজন হল তানভীর আলিম, অবয়বের অপারেশনস লীড।[93]

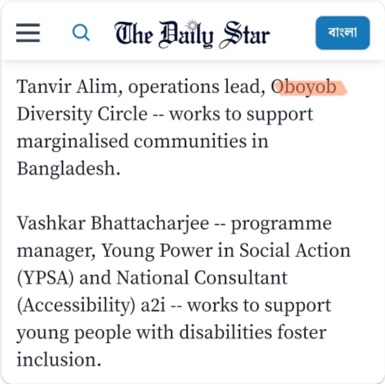

The Daily Star বাংলা

Tanvir Alim, operations lead, Oboyob Diversity Circle -- works to support marginalised communities in Bangladesh.

Vashkar Bhattacharjee -- programme manager, Young Power in Social Action (YPSA) and National Consultant (Accessibility) a2i -- works to support young people with disabilities foster inclusion.

অ্যাকিউমেন একটি আমেরিকান এনজিও। পাঠকের হয়তো মনে আছে, এই একই ব্যক্তি ২০১৩ সালে বয়েস অফ বাংলাদেশে প্রতিনিধি হিসেবে এবং বৈশ্বিক এলজিবিটি সংগঠন ইলগার পক্ষ হয়ে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনে

---

[93] Dhaka Tribune, 23 Bangladeshi changemakers selected for prestigious Acumen Fellowship Program, 2020

https://www.dhakatribune.com/feature/198316/23-bangladeshi-changemakers-selected-for

https://www.thedailystar.net/city/23-get-acumen-fellowship-1852147

বাংলাদেশের ব্যাপারে বক্তব্য উপস্থাপন করেছিল।[94]

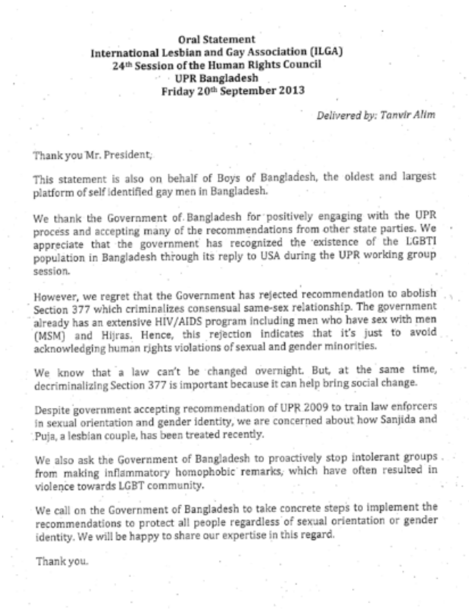

Oral Statement
International Lesbian and Gay Association (ILGA)
24th Session of the Human Rights Council
UPR Bangladesh
Friday 20th September 2013

Delivered by: Tanvir Alim

Thank you Mr. President,

This statement is also on behalf of Boys of Bangladesh, the oldest and largest platform of self identified gay men in Bangladesh.

We thank the Government of Bangladesh for positively engaging with the UPR process and accepting many of the recommendations from other state parties. We appreciate that the government has recognized the existence of the LGBTI population in Bangladesh through its reply to USA during the UPR working group session.

However, we regret that the Government has rejected recommendation to abolish Section 377 which criminalizes consensual same-sex relationship. The government already has an extensive HIV/AIDS program including men who have sex with men (MSM) and Hijras. Hence, this rejection indicates that it's just to avoid acknowledging human rights violations of sexual and gender minorities.

We know that a law can't be changed overnight. But, at the same time, decriminalizing Section 377 is important because it can help bring social change.

Despite government accepting recommendation of UPR 2009 to train law enforcers in sexual orientation and gender identity, we are concerned about how Sanjida and Puja, a lesbian couple, has been treated recently.

We also ask the Government of Bangladesh to proactively stop intolerant groups from making inflammatory homophobic remarks, which have often resulted in violence towards LGBT community.

We call on the Government of Bangladesh to take concrete steps to implement the recommendations to protect all people regardless of sexual orientation or gender identity. We will be happy to share our expertise in this regard.

Thank you.

জাতিসঙ্ঘে বয়েস অফ বাংলাদেশ এবং ইলগার পক্ষ থেকে দেয়া বক্তব্য।[95]

এভাবে পশ্চিমাদের পরিকল্পবা ও অর্থায়নে বাংলাদেশে চলছে এলজিবিটি এজেন্ডার প্রচার ও প্রসার। এমন আরও অনেকটা ঘটনা ঘটেছে, ঘটছে, তার অল্প কিছু আমরা তুলে ধরছি,

ইনক্লুসিভ বাংলাদেশ নামে একটি এলজিবিটি সংগঠনের সদস্য কামাল হোসেন

---

[94] https://web.archive.org/web/20150303033427/ , https://ilga.org/the-universal-periodic-review-and-lgbti-rights-in-bangladesh/

[95] https://www.upr-info.org/sites/default/files/documents/2013-10/international_lesbian_gay_assoc_oral_bangladesh_2013.pdf

শিশির ওরফে তাসনুভা আনাম ইলগা নামের আন্তর্জাতিক এলজিবিটি সংগঠনের বোর্ডের সদস্য হয়েছে।[96] নিজেকে এখন ট্রান্সজেন্ডার নারী পরিচয় দেয়া কামাল হোসেন অতীতে কাজ করেছে সমকামী পুরষদের সংগঠন রূপবান, অবয়ব (বয়েস অফ বাংলাদেশ), এবং বন্ধু-এর সাথে।[97] বাংলাদেশের মার্কিন দূতাবাসের ফেইসবুকে পেইজে লেখা হয়েছে, তাসনুভাকে নিয়ে গর্বিত মার্কিন দূতাবাস।

● ঢাকা মেডিকাল কলেজ হাসপাতালে ট্রান্সজেন্ডার স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র খোলা হয়েছে কেয়ার বাংলাদেশের অর্থায়নে।

● ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য ট্রান্সজেন্ডার কোটা চালু করা হয়েছে।

● নির্বাচন কমিশনের ভোটার আইডি সংশোধন ফর্মে 'ট্রান্সজেন্ডার' শব্দ যুক্ত করা হয়েছে।

● বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ফর্মে নারী ও পুরুষের সাথে ট্রান্সজেন্ডার ঘর যুক্ত করা হয়েছে। তৃতীয় লিঙ্গ ব্যবহার করা হয়নি।

● ব্র্যাকের তৈরি কমিউনিটি অর্গানাইযেইশান বিশাল বাজেট নিয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘুরে ঘুরে 'সমতা' এর বয়ান দিচ্ছে। ইতিমধ্যে তার ব্যানারে থাকা এলজিবিটি প্রতীক এবং অন্যান্য আরও বেশ কিছু বিষয় নিয়ে বিতর্ক দেখা দিয়েছে।[98]

---

[96] যুক্তরাষ্ট্রের ইলগা ওয়ার্ল্ডের বোর্ড সদস্য হলেন বাংলাদেশি তাসনুভা আনান, দৈনিক যুগান্তর, ১৪ জুন ২০২২ https://www.jugantor.com/exile/562342/যুক্তরাষ্ট্রের-ইলগা-ওয়ার্ল্ডের-বোর্ড-সদস্য-হলেন-বাংলাদেশি-তাসনুভা-আনান
https://www.facebook.com/inclusivebangla/videos/1719156641815658/

[97] Daily Observer, First transgender woman to appear as news presenter on TV channel tomorrow, 2021, https://www.observerbd.com/news.php?id=302320

[98] ব্র্যাকের 'সমতন্ত্র' নিয়ে নতুন করে বিতর্ক সৃষ্টি হতে পারে: বেরোবি ভিসি
https://thedailycampus.com/public-university/128806/ব্র্যাকের-সমতন্ত্র-নিয়ে-নতুন-করে-বিতর্ক-সৃষ্টি-হতে-পারে-বেরোবি-ভিসি

ব্র্যাকের সমতন্ত্রের পোস্টারে এলজিবিটির প্রতীক, সামাজিক মাধ্যমে ক্ষোভ শিক্ষার্থীদের
https://www.channel24bd.tv/channel24-campus/article/165567/সমতন্ত্রের-পোস্টারে-এলজিবিটির-প্রতীক-সামাজিক-মাধ্যমে-ক্ষোভ-শিক্ষার্থীদের

● রাইট হিয়ার, রাইট নাও নামের একটি প্রতিষ্ঠান ইয়ুথ পলিসি ফোরামের মতো প্ল্যাটফর্মগুলো ব্যবহার করে এলজিবিটির পক্ষে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে 'যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার' এর ব্যানারে। এ প্রতিষ্ঠানটি ২০২৩ সালে জাতিসংঘের ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিভিউয়ের জন্য প্রতিবেদন তৈরিতে অগ্রনী ভূমিকা রেখেছিল।

● ২০২৩ এর এপ্রিলে জাতিসংঘের ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিভিউ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে বাংলাদেশের ১০টি সমকামী সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি প্রতিবেদন পেশ করেছে বয়েস অফ বাংলাদেশ। এখানে আবারও দণ্ডবিধির ৩৭৭ অনুচ্ছেদ বাতিলের কথা বলা হয়েছে। একই সাথে যৌন বিকৃতির বিরুদ্ধে বক্তব্যকে আইন করে নিষিদ্ধ করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। সেই সাথে কোন ধরনের শারীরিক পরীক্ষা ছাড়া হিজড়া ও ট্রান্সজেন্ডার হিসেবে পরিচয় দেয়ার সুযোগ করে দেয়ার দাবি জানানো হয়েছে।[99]

উপসংহারঃ

শুরু থেকে বাংলাদেশে এলজিবিটি কার্যক্রম চলছে একটি পশ্চিমা প্রকল্প হিসেবে। যেখানে এনজিও-রা পশ্চিমাদের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছে। এদের সাথে সম্পর্ক তৈরি করেছে কিছু সুবিধাবাদী মধ্যস্বত্বভোগী লোকজন, কিছু পশ্চিমা দালাল, কিছু সমকামী অ্যাক্টিভিস্ট।

পশ্চিমাদের ফান্ডিং নিয়ে তাদের এনজিও-গুলো কিছু 'গবেষণা' করেছে। পশ্চিমাদের দেয়া অনুদানের টাকায় কিছু বিকৃতকামী লোকজন সংগঠন বানিয়ে ওয়ার্কশপ, ফ্যাশন শো টাইপের কিছু কাজ করেছে। আবার এগুলোর ছবি আর রিপোর্ট দেখিয়ে পশ্চিমারা দাবি করেছে 'বাংলাদেশের সমকামীরা অধিকার চায়'। এটা একটা চক্রাকার প্রক্রিয়া।

সমাজের মানুষকে ধোঁকা দেয়ার জন্য একেক সময় এনজিওগুলো একেক শব্দ আর পরিভাষা ব্যবহার করেছে, কিন্তু মূল এজেন্ডা থেকেছে অপরিবর্তিত – বিকৃত

[99] Universal Periodic Review of Bangladesh 44th Session, April 2023. Report submitted by: Boys of Bangladesh (BoB) , https://www.upr-info.org/sites/default/files/country-document/2023-11/BoB_UPR44_BGD_E_Main.pdf

যৌনতার বৈধতা ও সামাজিকীকরণ। এলজিবিটি এজেন্ডার বাস্তবায়ন। আর এলজিবিটি এজেন্ডা হল নব্য উপনিবেশবাদ। যৌন এবং আদর্শিক উপনিবেশবাদ। পুরনো উপনিবেশবাদ নিয়ন্ত্রন করতো আমাদের অর্থনীতি, ভূখণ্ড আর সম্পদকে। নতুন উপনিবেশবাদ নিয়ন্ত্রন করতে চায় আমাদের সমাজ, চিন্তা ও আচরণকে।

ইউরোপীয় উপনিবেশবাদের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল মিশনারী অ্যাক্টিভিটি। কোন জায়গায় ঘাঁটি গাড়ার সময় কলোনিয়ালরা সাথে করে মিশনারীদের নিয়ে যেতো। খাদ্য, চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়ে সাহায্য দেয়ার নাম করে মিশনারীরা মূলত ক্রিশ্চিয়ানিটি প্রচার করতো। উপনিবেশবাদী অফিসার আর ব্যবসায়ীদের অধিকাংশ ব্যক্তিগত জীবনে খুব একটা ধার্মিক ছিল না। কিন্তু তারা লক্ষ্য করেছিল, নেইটিভরা মিশনারীদের দাওয়াহ গ্রহণ করতে শুরু করলে তাদের নিয়ন্ত্রন করা তুলনামূলকভাবে সহজ হয়।

উপনিবেশবাদ আর মিশনারীদের এই অংশীদারিত্বের সম্পর্ক আজও টিকে আছে। শুধু খ্রিষ্টান মিশনারীর বদলে এসেছে লিবারেল মিশনারী এসেছে। আজকের উপনিবেশবাদীরা তার বাপ-দাদার মতো লক্ষ্য করেছে কোন জনগোষ্ঠীর মধ্যে লিবারেল-সেক্যুলার ওয়ার্ল্ডভিউ/আকীদাহ প্রচলিত হয়ে গেলে সেই জনগোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রন করা সহজ। আজকের উপনিবেশবাদ তাই বিশ্বজুড়ে এক বিশাল লিবারেল মিশনারী বাহিনী গড়ে তুলেছে-এনজিও, অ্যাকটিভিস্ট, কালচারাল আর ইয়ুথ আইকন ইত্যাদি দিয়ে।

বাংলাদেশেও এমন লিবারেল মিশনারীরা কাজ করছে। অনেক দিন ধরে। এদের কাজ হল পশ্চিমের আকীদাহ আর বিকৃতিকে সুন্দরভাবে আমাদের সামনে উপস্থাপন করা। দাসত্বকে স্বাধীনতা হিসেবে দেখানো। পশ্চিমের আকিদাহর দাওয়াহ দেয়া। দুঃখের ব্যাপার হল লিবারেল মিশনারীদের তাদের সত্যিকার নাম ও পরিচয়ে ডাকার বদলে আমাদের সমাজ তাদের আইকন বানিয়ে মাথার ওপর তুলে রেখেছে।

শত্রুপক্ষ জানে রাতারাতি জনমত বদলে ফেলা যাবে না। সেটা তাদের উদ্দেশ্যও না। তাদের উদ্দেশ্য ছোট ছোট পরিবর্তনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে সমাজের মূল্যবোধকে পাল্টে দেয়া। হঠাৎ করে বড় পরিবর্তন সমাজে উপর চাপিয়ে দিতে চাইলে সেটা ব্যাকফায়ার করার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু যখন ধীরে ধীরে ক্রমবর্ধমান মাত্রায়

পরিবর্তনটা উপস্থাপন করা হয় তখন এক পর্যায়ে গিয়ে সমাজ তা মেনে নেয়। যদি এইভাবেই চলতে থাকে তাহলে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে অত্যন্ত অন্ধকার এক ভবিষ্যৎ।

আমাদের নিজেদের স্বার্থে, সমাজের স্বার্থে, দ্বীনের স্বার্থে সমাজবিধ্বংসী এই এলজিবিটি এজেন্ডার বিরুদ্ধে রুখে দাড়াতে হবে। এখানে আপসের সুযোগ নেই, উদাসীনতা সুযোগ নেই, সুযোগ নেই নিষ্ক্রিয় থাকা। প্রকৃত অর্থেই এটা আমাদের সমাজ বাচানোর প্রশ্ন, অস্তিত্ব টেকানোর প্রশ্ন।

সবাই এ বিষয়ে সতর্ক ও সক্রিয় হতে হবে। আমি অনুরোধ করবো, আপনারা বিষয়গুলো জানুনুন, বুঝুন এবং অন্যকে জানান। সচেতন হোন, অন্যকে সচেতন হোন। সক্রিয় হোন। যদি এ লেখাটি উপকারী মনে করেন তাহলে এটি যথাসম্ভব শেয়ার করুন। লেখার কোন তথ্যের ব্যাপারে আপত্তি বা খটকা থাকলে মূল উৎস থেকে চেক করুন।

শেষ করি পবিত্র কুরআনের কিছু আয়াত দিয়ে। আমার মনে হয়েছে এই পুরো আলোচনার শেষ কথা হল এই আয়াতগুলোঃ

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ ۖ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ

মূসা বললেন, ‘হে আমাদের রব! আপনি তো ফির’আউন ও তার পরিষদবর্গকে দুনিয়ার জীবনে শোভা ও সম্পদ দান করেছেন, হে আমাদের রব! যা দ্বারা তারা মানুষকে আপনার পথ থেকে বিচ্যুত করছে। হে আমাদের রব! তাদের সম্পদ বিনষ্ট করুন, আর তাদের হৃদয় কঠিন করে দিন, যাতে তারা ঈমান আনতে না পারে ঐ পর্যন্ত যতক্ষণ তারা যন্ত্রণাদায়ক আযাবকে প্রত্যক্ষ করে।’

قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

আল্লাহ তা‘আলা জবাব দিলেন, ‘আপনাদের দুজনের দো’আ কবূল হল, কাজেই আপনারা দৃঢ় থাকুন এবং তাদের পথ অনুসরণ করনা যাদের জ্ঞান নেই।